মাসুদ রানা

শান্তিদূত

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

একশো ছত্রিশজন ডীপ কাভার রাশান এজেন্ট
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে জুড়ে।
তারা জানেও না যে তারা বিদেশী এজেন্ট,
সম্মোহনের মাধ্যমে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে সব।

যদি কখনও চরম সঙ্কট দেখা দেয়
টেলিফোনের মাধ্যমে ওদের একটা কোডেড মেসেজ দিলেই
ভয়ঙ্কর দানব হয়ে উঠবে একেকজন—
মেতে উঠবে মারাত্মক ধ্বংসলীলায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে,
দুই পরাশক্তিই সদ্ভাব বজায় রেখে
পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
আশাবাদী হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসী।

এমনি সময়ে টেলিফোন আসতে শুরু করল
একের পর এক ডীপ কাভার এজেন্টের কাছে।
এ নিশ্চয়ই উন্মাদ ডালচিমস্কির কাজ!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা
শান্তিদূত
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা
শান্তিদূত
দুই খণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন

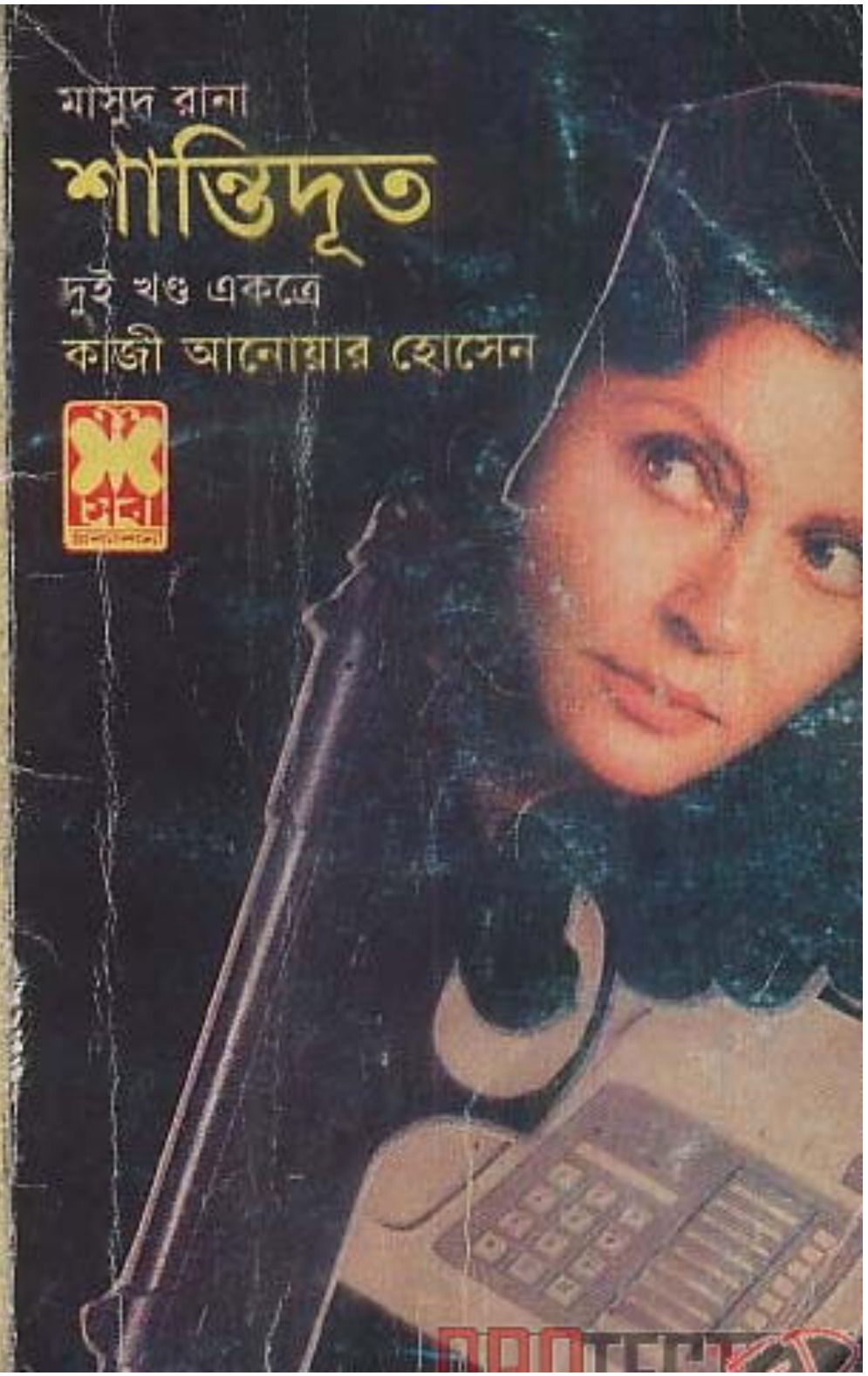

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তার ইকোনমি বা সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ করা সাজে না।

ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল রানা। এক ঘণ্টা পর হোটেলে ফিরবে ও, কিন্তু হাতে কোন কাজ নেই।

রানা জানে না, ঠিক ওই সময় অন্য এক শহরে পরবর্তী টার্গেটের কথা ভাবছে জালটিমকি।

রানা আরও জানে না, আবার তাকে খুন করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে অপেক্ষা করছে গ্রুপ-র তৃতীয় দলটা। তারা এই ভেবে পুলকিত যে আজ মাসুদ রানার রক্ষা নেই। এবারের ফাঁদে পা তাকে দিতেই হবে।

শান্তিদূত-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৮

এক

শেরাটন হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, লোটাস বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে বসে রয়েছে লিলি। এক ঘণ্টার মধ্যে আসার কথা অথচ দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, রবিনের দেখা নেই। রাগ বা অভিমান নয়, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে মনে মনে ছটফট করছে লিলি। মানুষটার কোন বিপদ হলো না তো? আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে গেলই বা কোথায়? টনটনে সময় জ্ঞান, এত দেরি করার মানুষ তো সে নয়।

রেস্টুরেন্টের পিছন দিকে, কোণের একটা টেবিলে বসেছে লিলি। রাত তেমন হয়নি, প্রায় বারোটা, তবু আশপাশের সবগুলো টেবিলে খদ্দের রয়েছে। আজ রাতে শেষবারের মত গলা ভিজিয়ে নিতে এসেছে ওরা, আর খানিক পর এক এক করে বেরিয়ে যাবে সবাই। রেস্টুরেন্টে ঢোকার মুখেই বার কাউন্টার, সেটার সামনে পাঁচসাতজন লোক দাঁড়িয়ে বিয়ার বা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। কাউন্টারের পাশেই টেলিফোন বুদটা। পিছন দিকে শুধু লিলির টেবিলেই তিনটে চেয়ার খালি, তবু কেউ উপযাচক হয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেনি বা খালি চেয়ারগুলোয় বসার অনুমতি চায়নি, সম্ভবত ওকে একা এবং বিষণ্ন দেখেই। লিলির পিছনের দেয়ালে বঁড়সড় একটা আয়না থাকলেও, দরজার দিকে মুখ করে বসেছে সে। দরজার বাইরে করিডর, উল্টোদিকে পাশাপাশি তিনটে কাঁচের দরজা, দরজার ওদিকে রিসেপশন হল আর লাউঞ্জ। নিজের টেবিল থেকে লাউঞ্জে ঢোকার দ্বিতীয় এবং শেষ দরজাটাও দেখতে পাচ্ছে। ঢুকলে দ্বিতীয় দরজা দিয়েই লাউঞ্জে ঢুকবে রবিন। লাউঞ্জের এলিভেটরটাও দেখতে পাচ্ছে লিলি।

একা একা অনেক গোপন কথা ভাবছে ও। ইতিমধ্যে দু'বার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে রবিনকে। দু'বারই রবিনের সাথে সে-ও মারা যেতে পারত। প্রথমবার আততায়ীরা কিভাবে ওদের হদিশ পেয়েছিল রবিন তা আবিষ্কার করে ফেলে। লিলির কানের জারী দুলটার ভেতর থেকে খুদে ট্রিপার বের হয়। দ্বিতীয়বার রবিনের ধারণা হয়, লিলি কে.জি.বি. রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে শত্রুর চোখে পড়ে যায়, তারা লিলিকে অনুসরণ করে, এবং এক সময় রবিনকে দেখে ফেলে। কিন্তু লিলি জানে, ব্যাপারটা ঠিক তা ছিল না। কে.জি.বি. রেসিডেন্টের সাথে তার যোগাযোগ করার প্রশ্নই ওঠে না, কাজেই যোগাযোগ করতে গিয়ে শত্রুর চোখে ধরা পড়ার প্রশ্নও অবান্তর। শত্রুরা তার হদিশ পায় টেলিফোনে, এ-ব্যাপারে লিলি সম্পূর্ণ

PROTECTED

Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

নিশ্চিত। কোত্থেকে টেলিফোন করা হয়েছিল তা-ও পরিষ্কার জানে সে। অর্থাৎ মোক্ষম জায়গায় একজন গুপ্তচর লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ আঁতকে উঠল লিলি। এই মুহূর্তেও! সেই গুপ্তচর সম্ভবত এই মুহূর্তেও জানে কোথায় রয়েছে সে। দেড় ঘণ্টার বেশি হলো এখানে বসে রয়েছে, গুপ্তচরের ফোন পেয়ে এখানেও শত্রুরা ওত পেতে নেই তো?

চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে আশপাশটা দেখে নেয়ার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে দমন করল লিলি। কেউ যদি তার ওপর নজর রেখেই থাকে, তাকে সতর্ক করে দেয়াটা বোকামি হবে। আরেকটা কথা ভেবে ক্ষীণ একটু স্বস্তি বোধ করল সে। শত্রুরা যদি থাকে, তারা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে রবিনের জন্যে। তাহলে রবিন যত আরও দেরি করে এলেই ভাল, নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে ওরা। পরমুহূর্তে নিজেকে তিরস্কার করল লিলি, বোকার মত চিন্তা করছে সে। প্রফেশনাল খুনীরা কখনও অধৈর্য হয়ে ফিরে যায় না। রবিনের অপেক্ষায় সে যতক্ষণ এখানে বসে থাকবে, আততায়ীরাও ততক্ষণ এখান থেকে নড়বে না।

আমার তাহলে এখানে বসে থাকা উচিত হচ্ছে না।

কিন্তু রবিন আমাকে এখানেই থাকতে বলে দিয়েছে।

বিপদ যদি হয়ই, আমি থাকলেও হবে, না থাকলেও হবে–থাকলে বরং সতর্ক বা সাহায্য করতে পারব ওকে।

ওয়েটারকে ডাকার ছলে এদিক ওদিক তাকাল লিলি। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই, কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হলো না। কাছে এসে দাঁড়াল ওয়েটার। 'আরেকটা বিয়ার দাও,' তাকে বলল লিলি। 'না, আরও দুটো।' লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে হঠাৎ রবিনকে দেখতে পেয়েছে সে।

চলে গেল ওয়েটার। লাউঞ্জ পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রবিন। তারপর কাঁচ লাগানো সুইংডোর ঠেলে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। গাল ফুলিয়ে নড়েচড়ে বসল লিলি। রবিন কাছে আসতে বলল, 'তুমি কেমন মানুষ বলো তো! এক ঘণ্টার কথা বলে দু'ঘণ্টা পার করে দিলে!'

'আরে সব্বোনাশ, বিবি সাহেব দেখি রেগে টং হয়ে আছে!' খালি একটা চেয়ার টেনে লিলির মুখোমুখি বসল রানা। পিছনে একটা শব্দ হলো–সম্ভবত কারও পকেট বা হাত থেকে খুচরো পয়সা পড়ে গেছে মেঝেতে। 'শোনো, কাল সকালে আমরা লাস ভেগাসে যাচ্ছি,' নিচু গলায় বলল রানা। 'টুকটাক কিছু কেনাকাটা করে আজ রাতেই সব গুছিয়ে রাখতে হবে।' আয়নার দিকে চোখ পড়তে চুপ করে গেল ও। বিয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে ওয়েটার।

ওয়েটার চলে যেতে বিয়ারের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা। 'বাইরে বেশি ঠাণ্ডা, বুঝলে। এক ছুটে কামরা থেকে তোমার কোটটা নিয়ে এসো।'

কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লিলি, কিন্তু কথা বাড়াল না। তাড়াতাড়ি বিয়ারটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে। 'এখুনি নিয়ে

আসছি,' বলে দরজার দিকে এগোল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল লিলি। করিডর পেরিয়ে লাউঞ্জে ঢুকল। এলিভেটরের পাশেই সিঁড়ি, সিঁড়িটাকেই বেছে নিল সে। স্যান্ডয়ের এলিভেটর বিস্ফোরিত হবার পর ভয়টা এখনও তার দূর হয়নি।

এদিকে লিলি লাউঞ্জে ঢুকতেই অস্থির হয়ে উঠল রানা। দ্রুত পকেট হাতড়াচ্ছে সে। কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ বোকা বোকা হাসি দেখা গেল ওর মুখে। পকেট থেকে বের করে আনল সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল ও, ঘাড় ফিরিয়ে করিডর আর লাউঞ্জের দিকে তাকাল। দেখল, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লিলি। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, প্রায় দৌড় দিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে, ওখান থেকে চিৎকার করে ডাকল, 'লিলি, এই লিলি–চলে এসো, সিগারেট আমার পকেটেই!'

হাসতে হাসতে নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল রানা। আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল।

শান্তভাবে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল লিলি। টেবিল থেকে প্যাকেট তুলে নিয়ে সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি সিগারেট আনতে যাচ্ছিলাম না।'

ধোঁয়া উদগিরণ করার ছলে রানাও ঠোঁট নাড়ল, 'জানি।'

'তাহলে?'

'আমি এখন চিন্তিত,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'বিরক্ত কোরো না।'

অভিমান হলেও, লোকজনকে দেখিয়ে মৃদু শব্দে হাসল লিলি।

'আমাদের কামরায় তুমি নও, আমি যাব,' বলল রানা। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে নেই, কেউ ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না।

'কিন্তু কেন?'

হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'ঠিক জানি না। হয়তো পাখা গজিয়েছে, মরতে যাব। আমি চলে যাবার দু'মিনিট পর কোন বুদে ঢুকে আবোলতাবোল নম্বরে ডায়াল করবে, সাত মিনিটের আগে বুদ থেকে বেরুবে না।' পকেট থেকে একগাদা খুচরো পয়সা বের করে টেবিলের তলা দিয়ে লিলির মুঠোয় গুঁজে দিল ও। 'বেরিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টের কাছে হোটেল লিফটনে যাবে, আরেক নামে কামরা ভাড়া করবে।'

'কিন্তু...!'

লিলির কথা যেন শুনতেই পেল না রানা। অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজতে গুঁজতে উঠে দাঁড়িয়েছে ও। 'আসছি,' বলে আধ পাক ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল।

তিনতলায় রানা আর লিলির কামরা। দরজা বন্ধ, ভেতরটা অন্ধকার, দরজার দিকে মুখ করে কামরার মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে আততায়ী। প্রায় তিন ঘণ্টা হলো মাস্টার কী দিয়ে দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছে

Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

সে। ঢোকার পরপরই ফোন করে নিজের সঙ্গী লোকটাকে জানিয়ে দিয়েছে, ভেতরে ঢুকতে কোন অসুবিধে হয়নি, ঢুকতে তাকে দেখেওনি কেউ। ঘণ্টাখানেক পর সঙ্গীর কাছ থেকে সে-ও একটা টেলিফোন পেয়েছিল—শিকার নয়, শিকারের সঙ্গিনী রেস্টুরেন্টে পৌঁছেছে। তারপর এই খানিক আগে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পরপর তিনটে ফোন পেয়েছে সে। প্রথমে বলা হলো, শিকারও এইমাত্র রেস্টুরেন্টে পৌঁছুল। তারপর বলা হলো, শিকার নয়, তার সঙ্গিনী তিনতলায় উঠছে। সবশেষে বলা হলো, না, ওরা কেউ এখন কামরায় যাচ্ছে না।

টেলিফোন সহ টেবিলটা ঘরের মাঝখানে, চেয়ারের কাছে টেনে এনেছে আততায়ী। ফোন বাজলেই রিসিভার তুলে নেবে সে। এই মুহূর্তে একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, হাতে ধরা পিস্তলের মাজল-ও দরজার দিকে তাক করা।

ঝন ঝন শব্দে আবার বেজে উঠল টেলিফোন।

ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল আততায়ী।

'শিকার তিনতলায় উঠছে,' অপরপ্রান্ত থেকে সঙ্গী বলল। 'একা। সিঁড়িতে পা রাখল এই মাত্র। সেটি রেডি! গুড লাক!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আস্তে করে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল আততায়ী। পিস্তলটা শক্ত করে ধরল সে। দরজার বাইরে করিডরে আলো আছে, চৌকাঠের নিচের দিকে সরু, লম্বা একটা সাদাটে রেখা ফুটে আছে। কী-হোলটাও সামান্য আলোকিত। দরজার সামনে করিডরে কেউ দাঁড়ালে দু'জায়গাতেই তার কালো ছায়া পড়বে।

একচুল নড়ছে না আততায়ী। ট্রিগারে শক্ত হয়ে আছে আঙুল। দরজার বাইরে ছায়া দেখলেই ট্রিগার টেনে দেবে সে। সিলেন্সার ফিট করা আছে, তেমন কোন শব্দ হবে না। তবু ভাগ্যের সহায়তা দরকার হবে তাদের। শিকার যদি করিডরে একা থাকে, তাহলে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু করিডরে যদি আর কেউ থাকে, ঝামেলা বেধে যাবে। সেক্ষেত্রে দরজা খুলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে সে। হাতে পিস্তল থাকবে, কাজেই মরণের পাখা না গজালে কেউ তাকে বাধা দিতে আসবে বলে মনে হয় না।

এক, দুই করে সেকেন্ড গুনছে আততায়ী।

একশো পর্যন্ত গোণার পর আবার নতুন করে এক, দুই শুরু করল সে। দুশো পর্যন্ত গোণা শেষ করল। একতলা থেকে তিনতলায় উঠতে ক'টাই বা সিঁড়ি, এত দেরি হচ্ছে কেন?

তারপর মনে পড়ল, দোতলার ল্যান্ডিঙে ছোট একজোড়া দোকান আছে। শিকার হয়তো সিগারেট কেনার জন্যে থেমেছে। কিংবা হয়তো বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পেপার পড়ছে।

আরও তিনশো পর্যন্ত গুনল আততায়ী। ব্যাপার কি? নিচে সঙ্গিনীকে

বসিয়ে রেখে কেউ যদি তিনতলার একটা কামরা থেকে কিছু নিতে আসে, মাঝপথে কতক্ষণ সময় নষ্ট করবে সে? এত দেরি হচ্ছে কেন? মাঝপথ থেকে আবার যে রেস্টুরেন্টে নেমে যায়নি তা তো বোঝাই যাচ্ছে, তাহলে তা গেলে আরেকটা টেলিফোন পেত সে।

সঙ্গীকে সে টেলিফোন করবে নাকি? তাকে জিজ্ঞেস করবে, শিকারের পৌঁছুতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কিন্তু তাতে লাভ হবে না, কারণ সঙ্গীও তার মত অন্ধকারে রয়েছে, শিকারের দেরি হবার কারণ তারও জানা নেই। তারচেয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক।

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আরও আড়াইশো পর্যন্ত গুনেছে আততায়ী, হঠাৎ দরজার বাইরে চৌকাঠের সরু ফাঁকে ছায়া দেখে দম বন্ধ হয়ে এল তার। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই কী-হোলের একটু ওপরের একটা বিন্দু লক্ষ্য করে পরপর দু'বার গুলি করল সে। কাতর একটা ধ্বনি তার কানে যেন মধুবর্ষণ করল। একবার না পারিলে দেখো শতবার! দু'বার দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে, বাছাধন! কিন্তু আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি!

কাতর গোঙানির শব্দ তখনও থামেনি, বিদ্যুৎবেগে দরজার সামনে চলে এল আততায়ী। নবটা ঘুরিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজার কবাট।

কাউন্টারের সামনে, ফোন বুদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল আততায়ীর সঙ্গী লোকটা। তার পরনে কালো একটা জ্যাকেট, মাথায় একই রঙের হ্যাট। রানা যখন রেস্টুরেন্টে ঢুকল, তাড়াহুড়ো করে বুদে ঢোকার সময় এক লোকের সাথে ধাক্কা খায় সে, মুঠোর ভেতর ভরে রাখা খুচরো পয়সাগুলো মেঝেতে পড়ে যায়। এমন কিছুই নয় ব্যাপারটা, কিন্তু তবু মনটা তার খুঁতখুঁত করতে থাকে।

তারপর আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটল, কোনটাকেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারল না সে। তার ধারণা ছিল, শিকার রেস্টুরেন্টে ঢুকবে সঙ্গিনীকে নিয়ে তিনতলায় নিজেদের কামরায় যাবে বলে। রাত তো আর কম হয়নি, নিশ্চয়ই বিছানায় গিয়ে মজা করার জন্যে অস্থির হয়ে থাকবে দু'জনেই। কিন্তু তার ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। শিকার নয়, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল তার সঙ্গিনী।

কিন্তু সঙ্গিনীকে সিঁড়ি থেকে ডেকে নিল শিকার। কি যেন কথা হলো দু'জনের মধ্যে। তারপর শিকার নিজে চেয়ার ছাড়ল। তিনতলায় যাবে। প্রতিবারের মত, এবারও কি ঘটতে চলেছে ফোনে সে তার সঙ্গীকে জানিয়েছে। মনটা খুঁত খুঁত করছিল বলেই তার একটা ঝোঁক চাপে, শিকারের পিছু পিছু সে-ও তিনতলায় উঠে পড়ে। কিন্তু ঝোঁকটাকে দমিয়ে রাখে সে। কারণ প্ল্যানটা অন্য ভাবে করা হয়েছে।

প্ল্যান করার সময় দু'জনেই একমত হয়েছিল, রানা হচ্ছে আসল শিকার,

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: amimsumon@yahoo.com Web: http://amimsumon.tk

কিন্তু লিলিকেও বাঁচিয়ে রাখা চলে না। যদি সম্ভব হয় তাহলে দু'জনকে একসাথে গুলি করে মারা হবে, তা না সম্ভব হলে একেকবারে একেকজনকে। তবে প্রথমে মারতে হবে রানাকে।

সংক্ষেপে প্ল্যানটা ছিল এই রকম: মেয়েটা যদি একা কামরায় ঢুকতে যায়, তাকে গুলি করা হবে না, ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে। ভেতরে ঢুকলে তাকে বন্দী করা হবে, মুখে কাপড় গুঁজে শুইয়ে রাখা হবে মেঝেতে, হাত-পা বেঁধে। আর যদি রানা একা কামরার সামনে আসে, তাকে কোন সুযোগই দেয়া হবে না, বন্ধ দরজার ভেতর থেকে গুলি করা হবে। কিন্তু যদি দু'জন একসাথে তিনতলায় ওঠে তাহলে রেস্টুরেন্ট থেকে সঙ্গীকে ফোন করে সে-ও ওদের পিছু নেবে। এই পরিস্থিতিতে গুলি করবে দু'জনেই—কামরার ভেতর থেকে একজন, আর করিডর থেকে অপরজন।

কাজেই রানা যখন একা তিনতলার উদ্দেশে রওনা হলো, মেয়েটার সাথে রেস্টুরেন্টে থেকে যেতে হলো তাকে। সঙ্গীর ওপর তার আস্থা আছে, জানে তার লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। গুলি করার পরপরই দরজা খুলে লাশটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে নেবে সে। তারপর অপেক্ষা করবে। রানার দেরি দেখে কিছুক্ষণ পর মেয়েটাও তিনতলায় উঠবে। রেস্টুরেন্ট থেকে সে-ও তখন অনুসরণ করবে মেয়েটাকে।

রানা সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ছয় মিনিট অপেক্ষা করল কালো জ্যাকেট। ইতিমধ্যে আরও একটা ব্যাপার তার মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা বাড়িয়ে তুলেছে। চার মিনিট আগে সেই যে মেয়েটা ফোন বুদে ঢুকেছে, বেরুবার নামটি পর্যন্ত নেই। ঈশ্বর জানে কোথায় ফোন করছে বারবার।

তবু এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিল সে যে আসল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। রানা যে বেঁচে নেই এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত। তিনতলায় কোন ঝামেলাই হয়নি, হলে এতক্ষণে মহা হৈ-চৈ বেধে যেত।

কাজেই অপেক্ষা করা যেতে পারে। বাইরে ফোন করা এক সময় শেষ হবে মেয়েটার। রানার দেরি হচ্ছে দেখে তিনতলায় ফোন করতে পারে সে। রানাকে খুন করার পর আর কোন ফোন রিসিভ করবে না তার সঙ্গী, জানে কালো হ্যাট। কেউ রিসিভার তুলছে না দেখে কি করবে মেয়েটা? হয়তো আরও ক'মিনিট অপেক্ষা করবে। তারপর রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে তিনতলায় যাবে সে।

ফোন বুদে ঠিক সাত মিনিট থাকার পর বেরিয়ে এল লিলি, ওয়েটারকে ডেকে ওখানে দাঁড়িয়েই বিল মেটাল, ভাঙতি পয়সা ফেরত না নিয়ে চলে এল লাউঞ্জে, সেখান থেকে হোটেলের বাইরে। রাস্তা পেরিয়ে খানিকটা হাঁটল সে, তারপর একটা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে বসল। ড্রাইভারকে বলল, 'কেনেডি এয়ারপোর্ট।'

লিলি হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে বোকা বনে গেল কালো হ্যাট। একবার ইচ্ছে হলো, মেয়েটার পিছু নেয়। কিন্তু প্ল্যানটা সেভাবে করা হয়নি

ভেবে ইতস্তত করতে লাগল সে। এত রাতে মেয়েটা যে হোটেল থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে, ওদের মাথায় একবারও এই সম্ভাবনাটা উঁকি দেয়নি। মেয়েটার পিছু পিছু গেলে তাকে খুন করার একটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সুযোগটা পেতে কতক্ষণ সময় লাগবে বলা মুশকিল। এদিকে ঘরে লাশ নিয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা তার সঙ্গীর পক্ষে সম্ভব নয়। ফোন করে পরামর্শ করার ইচ্ছা হলো, কিন্তু আগেই ঠিক করা হয়েছে, রানাকে খুন করার পর তার সঙ্গী রিসিভার তুলবে না।

অগত্যা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল কালো হ্যাট। তিনতলায় উঠে নিজেদের কামরার সামনে মুহূর্তের জন্যেও থামেনি রানা। আলোকিত করিডরের মাঝখান দিয়ে এগোল, নিজেদের কামরাটাকে ছাড়িয়ে বিশ গজের মত এসে ছোট একটা ঝুল বারান্দা দেখে থামল সেখানে। কামরার দরজা থেকে জায়গাটা বেশ একটু দূরে হয়ে গেল, তবে চমৎকার একটা আড়াল পাওয়া গেছে বটে।

মনে মনে একটা হিসেব করেছে রানা, সম্ভবত মিনিট দশেকের মত অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

আর হ্যাঁ, ঠিক দশ মিনিটের মাথায় অপেক্ষার পালা শেষ হলো। সিঁড়ির মাথায় লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল রানা। রেস্টুরেন্টে এই লোকের হাত থেকেই খুচরো পয়সা পড়ে গিয়েছিল।

করিডর ধরে হন হন করে এগিয়ে এল লোকটা। রানাদের কামরার সামনে থামল সে। নক করার জন্যে হাত তুলল, কিন্তু শূন্যে স্থির হয়ে থাকল হাতটা, মাথা নিচু করে নিজের পায়ের চারপাশে কি যেন খুঁজছে সে।

ঝুল-বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে আবার তাকাল রানা। নির্মম এক চিলতে হাসি দেখা দেখা গেল ওর ঠোঁটে। লোকটা কি খুঁজছে জানে ও। একেই সম্ভবত নিয়তির পরিহাস বলে। রক্তের দাগ খুঁজছে লোকটা।

রক্ত ঝরল ঠিকই, কিন্তু তা লোকটার নিজের রক্ত। দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে সে পাঁচ সেকেন্ডও হয়নি, পরপর দু'বার ঝাঁকি খেল। লোকটার মুখের একটা পাশ আর পিঠের খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল রানা। পিঠে পাশাপাশি দুটো ফুটো তৈরি করে বেরিয়ে এল একজোড়া বুলেট। হাঁ হয়ে গেল মুখ, কাতর আক্ষেপ ধ্বনি বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে।

গোঙানির আওয়াজটাই সব ভণ্ডুল করে দিল। রানার ধারণা ছিল না বুকের মোক্ষম জায়গায় গুলি খেয়ে এত জোরে কেউ গোঙাতে পারে। ওদের কামরার দরজা বিস্ফোরিত হলো, প্রায় একই সাথে আশপাশের আরও কয়েকটা দরজা দড়াম দড়াম করে খুলে গেল।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল আততায়ী, লাশ তো নয় যেন ভূত দেখে চমকে উঠল সে। আশপাশের খোলা দরজা থেকে লোকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে 'পুলিস, পুলিস' বলে চিৎকার জুড়ে দিল, লাশ টপকে তীব্র বেগে ছুটল সিঁড়ির দিকে। কেউ কিছু বুঝতে না পেরে দ্রুত পথ ছেড়ে দিল তাকে। ইতিমধ্যে ঝুল-বারান্দা থেকে করিডরে বেরিয়ে এসেছে রানা, কিন্তু গুলি করার

PROTECT

~ Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

কোন সুযোগই পেল না ও। 'খুনী, ধরুন ওকে!' চিৎকার করে বলতে পারত বটে, কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে লোকসান হত বেশি। লোকজন বা পুলিসকে জানতে দেয়া চলবে না ঘটনার সাথে সে-ও জড়িত ছিল। কিন্তু লোকটাকে তো আর পালাতে দেয়া যায় না, ধাওয়া শুরু করল ও। পিস্তলটা পকেটেই রয়েছে, বের করেনি।

রক্তাক্ত লাশ দেখলে যা হয়, এগোতে গিয়ে পিছিয়ে আসছে লোকজন। তিন চার জনের সাথে ধাক্কা খেয়ে রানা যখন সিঁড়ির মাথায় পৌঁছুল, আততায়ী তখন একতলায় নেমে গেছে। দোতলা থেকে আরও অনেক লোক উঠে আসছে, রানার উত্তেজিত চেহারা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা যে যার ধাপে। ফলে একতলায় নামতে আরও দেরি হয়ে গেল রানার। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আততায়ীর ছায়া পর্যন্ত দেখল না কোথাও।

মনে মনে লোকটার প্রশংসা করল রানা। স্রেফ উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেল ব্যাটা। পুলিস পুলিস বলে চিৎকার না করলে করিডরের লোকেরাই তাকে খুনী মনে করে জড়িয়ে ধরে ফেলত।

অনেক দেরি করে, রাত প্রায় দুটোর সময়, হোটেল লিফটনে এল রানা। রিসেপশনে বসে ডিউটি ক্লার্ক ঝিমোচ্ছিল, পোর্টারের সাথে রানাকে দেখে চোখ কচলাতে কচলাতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি জন গ্রেয়ার,' বলল রানা। 'মিসেস গ্রেয়ার…?'

'জ্বী,' রেজিস্টার খাতা খুলে চোখ বুলাল ক্লার্ক। 'থার্ড ফ্লোর, রুম নাম্বার নাইনটি-ফোর। উনি বলেছেন আপনি এলে যেন ফোন করি, কেননা যদি ঘুমিয়ে পড়েন…'

ক্লার্ককে সুযোগ না দিয়ে কাউন্টার থেকে ফোনের রিসিভার তুলে নিল রানা। 'নম্বরটা বলুন।' নম্বর জেনে নিয়ে ডায়াল করল ও। অপরপ্রান্তে সাথে সাথে রিসিভার তুলল লিলি।

'হ্যালো?'

'জেগে বসে আছ, হানি?' হাসল রানা। 'যা যা বলে দিয়েছিলে সব কিনে এনেছি…'

পোর্টারের হাতের দিকে তাকাল ক্লার্ক। তার দু'হাতে সুটকেস আর ব্যাগ। ওজনের ভারে কাঁধ দুটো দু'দিকে ঢালু হয়ে আছে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ধন্যবাদ দিল রানা, তারপর এলিভেটরের দিকে এগোতে যাবে, সবিনয়ে বাধা দিল ক্লার্ক।

'স্যার, আপনার পাসপোর্টটা?'

কোটের ভেতরের পকেটে হাত ভরে পাসপোর্ট বের করল রানা। সেটা নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ক্লার্ক। ব্রিটিশ পাসপোর্ট, সাবজেক্টের পেশা অধ্যাপনা। মিসেস গ্রেয়ারের কাছ থেকে আগেই জেনেছে সে, ইংলিশ লিটারেচারের ওপর একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার হচ্ছে নিউ ইয়র্কে, সস্ত্রীক

সেই সেমিনারে যোগ দিতে এসেছেন ভদ্রলোক। পাসপোর্টের ফটোর সাথে ভদ্রলোকের চেহারাটা মিলিয়ে দেখল সে। চওড়া গোঁফ, চওড়া জুলফি, নাকের পাশে লালচে জড়ুল, চোখে বাইফোকাল চশমা—সব ঠিক আছে।

পোর্টারকে পিছনে নিয়ে চারতলায় উঠে এল রানা। চুরানব্বই নম্বর কামরার সামনে দাঁড়িয়ে নক করল দরজায়। কী-হোলে চোখ রেখে আগে দেখে নিল লিলি, তারপর দরজা খুলল। হোটেল লেরাটনে যাকে দেখে এসেছে তার সাথে এই লোকের চেহারা মেলে না, তবে রবিনের এই নতুন চেহারাই আশা করছিল সে। সম্ভবত কোন পাবলিক টয়লেটে ঢুকে আগের চেহারা পাল্টে ফেলেছে রবিন।

ভেতরে ঢুকে লিলিকে জড়িয়ে ধরল রানা, আদর করে ঠোঁট ছোঁয়াল তার গালে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে খানিকটা ঢুকে ব্যাগ আর সুটকেস নামিয়ে রাখল পোর্টার, তারপর পিছিয়ে গিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়াল। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে লোকটাকে বকশিশ দিল রানা, স্যালুট ঠুকে লোকটা চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল লিলি। দু'জন দু'জনের দিকে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকল।

'ভাগ্যিস তুমি ইনসিস্ট করেছিলে,' বলল লিলি, 'তা না হলে আরেক জোড়া পাসপোর্ট তৈরিই হত না।'

'মস্কো থেকেই নিয়ে আসতাম, কিন্তু হেডকোয়ার্টারে আমাকে বলে দেয়া হয় জানাশোনা লোক আছে তোমার, কাগজ-পত্র জাল করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই, সেজন্যেই দায়িত্বটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম। সত্যি সত্যি কাজে লাগবে তা কিন্তু ভাবিনি!'

ব্যাগ আর সুটকেসের দিকে তাকাল লিলি। 'সবই দেখছি নতুন।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আবার সব ফেলে আসতে হয়েছে।'

'কেন?' রানার দিকে এক পা এগোল লিলি। 'কি ঘটল ওখানে?'

'তুমি আন্দাজ করতে পারোনি কি ঘটেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'কি বলতে চাও তুমি?' আড়ষ্ট হয়ে গেছে লিলি।

একটা হাত তুলল রানা, অর্থাৎ তর্ক করার ইচ্ছে নেই। 'আবার, লিলি। আবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এবার আমাকে নয়, আমাদেরকে।'

বিড়বিড় করে লিলি বলল, 'মাই গড!' নিজের অজান্তেই তার একটা হাত উঠে গেল গালের কাছাকাছি। কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিতে গেল সে, কিন্তু তার আগেই সেটা খপ করে ধরে ফেলল রানা।

'ছাড়ো!' হাতটা মুচড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল লিলি।

'আমি একটা আহাম্মক,' গাল পাড়ল রানা। 'এমন বোকামি মানুষ করে! তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল!' লিলির হাত ছেড়ে দিল ও। 'খোলো আবার, দেখতে দাও।'

Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

লিলির চেহারায় রাগ ছিল, হঠাৎ দু'চোখ ঝিক করে উঠল কৌতুক আর প্রশ্রয়ে। শরীরে মৃদু ঢেউ তুলে রিনরিনে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি? কি খুলব? কাপড়?'

হঠাৎ থেপে গেল রানা। দু'হাতে লিলির কাঁধ খামচে ধরল ও। আধ পাক ঘোরাল। তারপর ধাক্কা দিল সজোরে। ছিটকে গিয়ে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে পড়ল লিলি। উঠে বসতে যাবে, দ্রুত বিছানার সামনে এসে ঠাস করে চড় কষাল গোলাপী গালে।

ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল লিলি। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠল তার পিঠ।

বিছানার কিনারায় বসে সিগারেট বের করল রানা। খানিক পর লিলির কান্না থামল। কিন্তু নড়ল না সে, যেমন দু'পা ঝুলিয়ে শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থাকল।

আবার জিজ্ঞেস করল রানা, 'খুলবে?'

কয়েক সেকেন্ড পর বিছানায় উঠে বসল লিলি। ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করল কানের দুল জোড়া। পাশাপাশি কয়েকটা কালচে লাল দাগ ফুটে রয়েছে গালে।

একটা একটা করে খুলে দুটো দুলই রানার বাড়ানো হাতে তুলে দিল লিলি। দু'হাতের তালুতে নিয়ে আলাদাভাবে এক একটার ওজন অনুভব করল রানা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করল ওর। আততায়ীরা প্রথমবার ব্যর্থ হবার পর সন্দেহবশত রানা লিলির দুল জোড়া দেখতে চেয়েছিল। আকারে ওগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড়, সেটাই ওর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। হাতে নিয়ে দেখার সময় দুটোর মধ্যে একটাকে একটু বেশি ভারী মনে হয়, তাই শুধু সেটাকেই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে রানা, এবং দুলটার ভেতর থেকে একটা মিনি ব্লিপার বেরিয়ে আসে। ব্লিপারটা বেরিয়ে আসার পর দুলটা অপরটার চেয়ে বেশি হালকা হয়ে গেল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেনি ও। অথচ দেখা উচিত ছিল।

আজও ব্যর্থ হয়েছে আততায়ীরা। স্বভাবতই রানার মনে পুরানো প্রশ্নটা ফিরে এসেছে আবার—আততায়ীরা জানল কিভাবে কোন হোটেলে উঠেছে ওরা? প্রথমবার ব্লিপারের সাহায্যে জেনেছিল। যদি বলা হয়, দ্বিতীয়বার তারা লিলিকে অনুসরণ করে রানার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল, তর্কের খাতিরে তা-ও না হয় মেনে নেয়া যায়। কিন্তু আজ, তৃতীয়বার? শেরাটনের রেস্টুরেন্টে ঢুকে বসতে না বসতে এক লোকের হাত থেকে খুচরো পয়সা পড়ে যায়—সেদিকে পিছন ফিরে থাকলেও সামনের দেয়ালে আয়না ছিল, লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পায় রানা। ফোন বুদে ঢুকে লোকটা কাকে যেন টেলিফোন করে। মাত্র দু'একটা কথা বলে বুদ থেকে বেরিয়ে আসে সে, বার কাউন্টারের গায়ে আবার হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। রানা একটা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে লিলিকে তিনতলায় ওদের কামরায় যেতে বলে। লিলি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে

যেতেই লোকটা আবার ফোন বুদে ঢুকে কাকে যেন ফোন করে।

রানার ধারণা হয়, ওদের কামরায় ওত পেতে বসে আছে আততায়ী, ওর আর লিলির গতিবিধি সম্পর্কে ফোনে খবর পাঠাচ্ছে রেস্টুরেন্ট থেকে কালো হ্যাট। অমনি অভিনয় শুরু করে দেয় রানা। সিদ্ধান্ত নেয়, লিলির বলণে নিজেদের কামরায় সে নিজেই যাবে—আসলে যাবে না, যাবার ভান করবে।

ফাঁদ একটা আছে, এটা অনুমান করে প্রতিপক্ষদের জন্যে ফাঁদ পাতে রানা। ওর ফাঁদে ধরা দিয়েছে প্রতিপক্ষ, নিজেদের একজনকে হারিয়েছে তারা। কিন্তু পুরানো প্রশ্নটার উত্তর ওকে জানতে হবে। আততায়ীরা জানল কিভাবে কোথায় উঠেছে ওরা?

উত্তরটা কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারল রানা, সেজন্যেই নিজের ওপর রেগে গেছে ও। যে দুলটার ভেতর ব্লিপার ছিল সেটা এখন সত্যি হালকা, কিন্তু অপরটা একটু বেশি ভারী। কিন্তু তা হওয়ার কথা নয়। কোন মাপনা না থাকলে দুটোরই ওজন এক হওয়া দরকার।

হালকাটা আগেই পরীক্ষা করা হয়েছে, তবু আরেকবার পরীক্ষা করল রানা। ঘুরে ঘোরাল টিপতে দু'ফাঁক হয়ে গেল দুল, কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। দ্বিতীয়টাতেও খুদে একটা লুকানো বোতাম রয়েছে। নখ দিয়ে চাপ দিতে এই দুলটাও দু'ফাঁক হলো, এবং ভেতর থেকে খসে পড়ল ছোট্ট একটা ব্লিপার। এটা আগেরটার চেয়েও ছোট।

থমথমে চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে লিলি।

মুখ তুলল রানা। 'কি বলবে জানি। কে.জি.বি. রেসিডেন্টের চাকরি করো, তার নির্দেশ ফেলতে পারোনি, এই তো?'

একটা ঢোক গিলল লিলি। মুখে কথা নেই। মনে মনে রানাকে আস্ত একটা গর্দভ ভাবছে সে।

'কিন্তু এটা কোন যুক্তি নয়, লিলি,' বলল রানা। 'রেসিডেন্টকে অনেক কথা বলে এড়িয়ে যেতে পারতে তুমি। বলতে পারতে রবিন দুটো ব্লিপারই দেখে ফেলেছে।'

'তা পারতাম,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল লিলি। 'কিন্তু যদি বলি আমিও জেনেছিলাম আমরা কোথায় যাই না যাই রেসিডেন্ট সব সময় জানুন? যদি বলি তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না?'

'বলতে হবে না, আমি জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না,' তিক্ত একটু হাসল রানা।

লিলির চোখ জোড়া সামান্য একটু বড় হলো। 'জানো? তাহলে···তাহলে আমাকে তুমি সাথে রেখেছ কেন? ইচ্ছে করলেই তো বিদায় করে দিতে পারতে।'

'পারতাম। কিন্তু দেইনি এই কারণে যে অদৃশ্য শত্রু আরও বেশি বিপজ্জনক!'

'কি!' প্রায় আঁতকে উঠল লিলি। 'আমাকে তুমি শত্রু বললে?'

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

'নও?' বিষণ্ণ হাসল রানা। 'জানো সাথে স্লিপার রাখলে খুনীরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে, তবু রেখেছ। জানো মস্কো আমার বিশ্বস্ততা যাচাই না করে পাঠায়নি, তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি। শত্রু নও তো কি?'

কষ্টার্জিত একটু হাসি ফুটল লিলির ঠোঁটে। 'আমাকে নিয়ে খুব বিপদে পড়ে গেছ, তাই না? শত্রু অথচ বিদায় করে দিতে পারছ না!' একটু থামল সে, তারপর ফোঁস করে উঠল, 'তুমি একটা একচোখো! স্লিপার সাথে রাখায় আমাকেও বারবার প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? ভেবেছ ওটা আমি সাধ করে সাথে রেখেছি...?'

'এই না বললে...'

'বলেছি, বেশ করেছি!' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল লিলি। ধরা গলায় বলল, 'বারবার তোমার কাছে ছোট হতে হচ্ছে আমাকে—মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব? রাগের মাথায় যা মুখে এসেছে তাই বলেছি...'

'তারমানে আমার প্রথম অনুমানটাই ঠিক,' বলল রানা। 'রেসিডেন্টের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়েছ তুমি।' পকেট থেকে রুমাল বের করে লিলির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিল ও।

চোখ মুছতে মুছতে মাথা ঝাঁকাল লিলি।

'আর কোন স্লিপার আছে তোমার সাথে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল লিলি। 'তুমি জানো না, প্রথমবার আমাদের ওপর হামলা হবার পর রেসিডেন্টের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম আমি। তার লোকজনের মধ্যে গ্রু-র চর আছে এ-কথা বলেছি। দ্বিতীয় স্লিপারটা ফেলে দেয়ার অনুমতি চাই আমি তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, দু'একদিনের মধ্যে গ্রু-র চরকে খুঁজে বের করে ফেলবেন তিনি।'

রানা জানে কিছু কথা সত্যি বলছে লিলি, কিছু কথা ডাহা মিথ্যে, তবু সহাস্য বদনে সব হজম করল ও। 'তাহলে দেখা যাচ্ছে তুমি নও, শত্রু আসলে রেসিডেন্ট।'

'তিনিও নন,' বলল লিলি। 'তিনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গ্রু-র লোকটাকে চিনে বের করতে পারেননি। তাঁর উদ্দেশ্যটাকে খারাপ বলতে পারো না, আমাদের নিরাপত্তার জন্যেই আমরা কখন কোথায় থাকি না থাকি জানার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি...'

'কিন্তু আমি চেয়েছি আমরা কোথায় থাকব বা কি করব কেউ তা জানবে না,' ম্লান হাসল রানা। 'মস্কো আমার এই শর্তে রাজি হয়েছিল। রেসিডেন্টের তা না জানার কথা নয়। তারমানে হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ মানছে না সে।'

'হয়তো মস্কো তোমাকে এক কথা বলেছে, রেসিডেন্টকে বলেছে অন্য কথা। তুমিও জানো, এসপিওনাজে মুখে যা বলা হয় কাজে তা করা হয় না। এই পেশার এটাই দস্তুর।'

'কিন্তু আমি ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোকের এক কথা।'

ভেজা ভেজা চোখ তুলে তাকাল লিলি। 'কি সেটা?'

'হেডকোয়ার্টার আমাকে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিতে চাইলে এক শর্তে রাজি হই আমি,' বলল রানা। 'আমার আদেশ না মানলে তাকে আমি বিদায় করে দিতে পারব।'

লিলির চেহারা থেকে সমস্ত রক্ত এক নিমেষে নেমে গেল। 'তারমানে...তুমি...আমাকে...?'

'হ্যাঁ,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'তোমাকে আমি বিদায় করে দিচ্ছি। স্লিপারটা এখনও কাজ করছে, তারমানে গ্রু-র চর জানে কোথায় রয়েছি আমরা। তুমি কখন বেরিয়ে যাবে তার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। দশ মিনিট পর আমিও বেরিয়ে যাব, অন্য কোন হোটেলে উঠব। সাবধান, পিছু নেয়ার চেষ্টা কোরো না। আর তোমার রেসিডেন্টকেও বলে দিয়ো, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে চেষ্টা করলে তার পরিণতি ভাল হবে না।'

চেহারায় ব্যাকুলতা, খপ্ করে রানার হাত ধরার চেষ্টা করল লিলি। 'রবিন...!'

সাঁৎ করে সরে গেল রানা, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দুই পায়ে দরজার সামনে চলে এল ও। কবাট খুলে বলল, 'আমি অপেক্ষা করছি।'

আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল লিলি, কিন্তু রানার চোখে কাঠিন্য দেখে বুঝল শত অনুরোধেও কোন লাভ হবে না আর। ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে নিল সে। স্থিরভাবে বসে থাকল আরও কয়েক সেকেন্ড। তারপর নিঃশব্দে নামল বিছানা থেকে, ক্লান্ত পায়ে দরজার দিকে এগোল।

রানার সামনে থামল লিলি। 'যাচ্ছি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যেতে দাও।'

রানা কঠিন। নির্বাক।

'একদিন হয়তো তুমি জানতে পারবে যে লিলি মেয়েটা ভাল ছিল না,' শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলেও, লিলির গলা কেঁপে গেল। 'কিন্তু জেনো, যাই সে করে থাকুক, কখনও তোমার অমঙ্গল চায়নি। ক'দিনেরই বা পরিচয়, তোমার সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি আমি—কিন্তু যতটুকুই জেনেছি, শ্রদ্ধা করার জন্যে যথেষ্ট। নিজের রূপ-যৌবন নিয়ে বড় গর্ব ছিল আমার, কিন্তু দেখলাম এমন পুরুষও দুনিয়ায় আছে পাশে শুয়েও আমার দিকে হাত না বাড়িয়ে থাকতে পারে।'

রানা নিরুত্তর।

'আরও কিছু কথা বলার ছিল,' ঠোঁট কামড়ে বলল লিলি। 'বলতে গেলে কেঁদে ফেলব, থাক...।' রানাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল লিলি। ডুকরে কেঁদে উঠে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

দুই

কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে ট্যাক্সি। সকালটা রোদ ঝলমলে। পিছনের সীটে হেলান দিয়ে ডেইলি নিউজ পড়ছে রানা। ড্রাইভারের পিছনে প্লাস্টিক প্যানেলটা সিলিং ছুঁয়ে রয়েছে, ওরা কথা বললেও লোকটা শুনতে পাবে না।

'এই ফ্যানাটিকদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে মানুষ,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'কাদের কথা বলছ?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল লিলি, রানার দিকে ফিরে ওর কাঁধে চিবুক ঠেকাল, চোখ রাখল খোলা কাগজটার ওপর। 'হাইজ্যাকার?'

'দেখো না,' বলল রানা, 'আবার একটা প্লেন হাইজ্যাক করেছে। তিনশো আরোহী জিম্মি, বাধা দিতে চেষ্টা করায় তিনজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, আজকাল বড় বেশি প্লেন হাইজ্যাক হচ্ছে...'

কাল রাতে সিঁড়ির মাথা থেকে লিলিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রানা। সত্যি সত্যি তাকে বিদায় করে দেয়ার কোন ইচ্ছেই ওর ছিল না, তবে যেন বিদায় করে দিতে চায় এই অভিনয়টুকু করার দরকার ছিল। তবু মনে মনে একটা কথা স্বীকার না করে পারেনি রানা—যদি সত্যি সত্যি লিলিকে বিদায় করে দেয়ার ইচ্ছেও ওর থাকত, বিদায়-মুহূর্তে তার শেষ কথাগুলো শুনে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হত ও। তার কথায় যে ভাব আর আবেগ প্রকাশ পেয়েছিল তাতে যে-কোন পাষণ্ডেরও মন গলে যাবার কথা। লিলির মনের উপলব্ধি আর ভাবাবেগ তরল সোনার মত চোখ আর মুখ বেয়ে ঝরে পড়তে দেখেছে রানা। চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, কামরা থেকে লিলি বেরিয়ে যাবার কয়েক সেকেন্ড আগেই অস্থির হয়ে উঠেছিল রানা। তবু নিজেকে কঠোর শাসনে বেঁধে রাখে ও। লিলি সিঁড়ির মাথায় পৌঁছানোর আগে পিছু ডাকেনি।

লিলির শেষ কথাগুলো ভীষণভাবে স্পর্শ করেছিল রানাকে। লিলির হয়তো ধারণা, কথাগুলোর পুরোপুরি অর্থ একা শুধু সে-ই জানে, রানা জানে না। কিন্তু লিলি যা বলতে চেয়েছে তার সবটুকু তো বুঝেছেই রানা, তারচেয়ে বেশি আন্দাজ করে নিয়েছে—সেজন্যেই মেয়েটার প্রতি নিজেও অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। এরকম একটা মেয়ের প্রতি কার না মমতা জাগে!

ট্যাক্সি ডেকে রাতেই ওরা হোটেল বদল করেছিল, তবে নতুন হোটেলে উঠেও কেউ ওরা ঘুমাতে পারেনি। কারণটা ভয় নয়, অন্য কিছু। প্রেমের

লেন-দেন একবার শুরু হলে কারই বা সময় জ্ঞান থাকে!

'আমি শুধু প্লেন-হাইজ্যাকারদের কথা বলছি না!' লিলির মনে হলো রেগে গেছে রানা। 'বলছি টেরোরিস্টদের কথা। সারা দুনিয়া জুড়েই এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ওরা, গুরুতর একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' লিলিকে বলার উপায় নেই, আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সদ্য গঠিত একটা অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশনে যোগ দিয়েছে রানা অল্প কিছু দিন হলো। 'বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এর পরিণতি যে ভয়াবহ, বুঝেও কেউ তা বুঝতে চাইছে না। আমার তো সন্দেহ হয়, টেরোরিস্টদের দমন করতে না পারলে ওরাই একদিন বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।'

'তোমার জানটিমক্কিও কি সে-ধরনের একজন টেরোরিস্ট?' হঠাৎ জানতে চাইল লিলি।

'অফকোর্স!' মুঠো পাকাল রানা। 'লোকটাকে ধরতে পারলে এমন শাস্তি দেব যে...'

তাড়াতাড়ি মুখে হাতচাপা দিল লিলি, কিন্তু তাতেও হাসির শব্দ আটকানো গেল না। রানা ওর দিকে কটমট করে তাকাতে বলল, 'সরি। হাসি পেল এই জন্যে যে...'

'জানি,' ম্লান মুখে বলল রানা। 'কোথায় সে তা-ই আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না, অথচ শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছি, হাসি তো পাবেই। কে জানে, হয়তো ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হবে...'

চিংড়ি মাছের মত ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে রানার বুকের ওপর পড়ল লিলি। বোতাম খোলা জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল। 'এতক্ষণে একটা কাজ পেলাম!'

'মানে?'

'আমার ওপর নির্দেশ আছে, তোমাকে সব সময় হাসি-খুশি রাখতে হবে,' শার্টের বোতাম খুলে রানার লোমশ বুকে মুখ ঘষল লিলি। 'তোমাকে উৎসাহ আর প্রেরণা যোগানো আমার প্রথম দায়িত্ব।'

গম্ভীর হলো রানা। 'খুবই পবিত্র দায়িত্ব, সন্দেহ নেই। কিন্তু শার্ট আর ট্রাউজারের বোতাম এক নয়, এটা আগে বুঝতে হবে তোমাকে।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল লিলি, তারপরই অদম্য হাসিতে কেঁপে উঠল তার সারা শরীর। 'কি অসভ্য রে বাবা!'

ইউনাইটেড এয়ার ট্রাভেলস-এর অফিস থেকে টিকেট সংগ্রহ করল ওরা। ওদের নির্দেশে এরপর সরাসরি ইউনাইটেডের নিজস্ব টার্মিনালের সামনে চলে এল ড্রাইভার। এয়ারপোর্টে আসার পথে লো রিস্ক সেফ ডিপোজিট কোম্পানীর বক্স থেকে লম্বা একটা কেস ছাড়িয়েছে রানা। নিগ্রো পোর্টার সেটার দিকে কেমন সন্দেহের চোখে তাকাল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। প্রশ্ন করল শ্বেতাঙ্গ টিকেট ক্লার্ক।

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: amimsumon@yahoo.com Web: http://amimsumon.tk

'হ্যাঁ, এটা একটা রাইফেল,' বলল রানা। 'হান্টিং রাইফেল। চেক করিয়ে নিয়ে যেতে পারব কি?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ক্লার্ক।

'খুব দামী জিনিস, কাজেই সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন, তা না হলে ইন্সুরেন্স আপনাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসবে,' সাবধান করে দিল রানা।

'অফকোর্স, স্যার,' সবিনয়ে বলল টিকেট ক্লার্ক। 'এবার আপনাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট জেনে নিন। বলেছিলেন স্মোক করবেন, তাই না? তাহলে লাইন-এ আর বি। হ্যাভ এ গুড ফ্লাইট, স্যার।'

কিন্তু ঝামেলা এখানেই শেষ হলো না। রানা আর লিলির মত রেডিওতে পাসপোর্ট অফিসাররাও হোটেল শেরাটনের ঘটনাটা শুনেছে। একজন মানুষ খুন হয়েছে ওখানে। খুনী পালিয়েছে। এবং হোটেল থেকে অদৃশ্য হয়েছে একটা দম্পতি। চেহারার বর্ণনা জানিয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়েছে পুলিস আর এফ.বি.আই.। রানার মত লিলির চেহারাও আজ সকালে বদল হয়েছে, চেহারার সাথে পাসপোর্টের ফটো হুবহু মিলে গেল।

কিন্তু কাস্টমস চেকিঙের সময় আটকে গেল ওরা। গেট দিয়ে ঢোকার সময়ই মেটাল ডিটেকটর ফাঁস করে দিল রানার সাথে পয়েন্ট টু টু রয়েছে।

'টার্গেট পিস্তল, আনলোডেড,' ব্যাখ্যা করল রানা।

'সরি, মি. প্রেয়ার। অ্যাটাচি কেসে করে ওটা আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না।' ইউনিফর্ম পরা অফিসার মাথা নাড়ল। 'এফ.এ.এ. রুলসে নিষেধ আছে। গন্তব্যে পৌঁছে ওটা আপনি ফেরত পাবেন।'

কোন মন্তব্য না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। অ্যাটাচি কেস খুলে বের করে দিল পিস্তলটা।

'ধন্যবাদ, এবার আপনারা যেতে পারেন।'

ওদের বাহন ডিসি-৮, ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্ট অর্ধেকও ভরেনি। সোনালি ডানার চিলের মত সাবলীল ভঙ্গিতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে টেক-অফ করল, নিখুঁত দাড়ি কামানো পাইলটের রয়েছে বিশ হাজার ঘণ্টা প্লেন চালাবার অভিজ্ঞতা। শুধু ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টেই মেদহীন চারজন স্টুয়ার্ডেসকে দেখা গেল, হাতে হাতে নিয়ে গেল তাজা ফুল আর কানে কানে মধুঝরা হাসি, উপরি পাওনা হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত সুগঠিত পায়ের প্রদর্শনী। দিক বদল করে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলো ডগলাস জেট, মাটি ছাড়ার নয় মিনিট পর পরিবেশিত হলো বিনা পয়সায় আরোহীদের পছন্দ মত পানীয়।

কি যেন ভাবছে রানা।

'পেনি ফর ইওর থটস,' লিলি হাসছে না।

মাথা নাড়ল রানা। 'যত কম জানবে ততই তোমার জন্যে ভাল। ভিলেন টাইপের কেউ যদি তোমাকে জেরা করে, তুমি কিছু না জানলে আমি নিরাপদে থাকব।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিল লিলি। 'কেন, ভিলেনরা কেউ আমাকে জেরা করবে কেন?'

'কারণ ভিলেনদের স্বভাবই তাই।'

সময়মত পাক্কা দিয়ে গেল স্টুয়ার্ডেস। একাধিক ক্লি.সি.আর. চালু রয়েছে। হেডসেট আর ইয়ার প্লাগও আছে, পাঁচটা চ্যানেলের যে-কোন একটার সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনা যেতে পারে।

'আরও ব্র্যান্ডি দেই?' সোনালি চুলের স্টুয়ার্ডেস জিজ্ঞেস করল।

নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে উঠল লিলির। 'না, লাগবে না।'

কিন্তু প্রশ্নটা করা হয়েছে রানাকে। ওর কাছ থেকে উত্তর পাবার আশায় একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েই থাকল স্টুয়ার্ডেস। খানিক আগেই লক্ষ করেছে লিলি, বেহায়ার মত বারবার শুধু রবিনের দিকেই তাকাচ্ছে মেয়েটা।

আবার জিজ্ঞেস করল স্টুয়ার্ডেস, 'মি. প্রেয়ার, মোর ব্র্যান্ডি?'

রানার শুনতে পাবার কথা নয়, হেডসেট পরে রয়েছে। লিলি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্টুয়ার্ডেসকে হাত বাড়াতে দেখে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল সে।

রানার মাথা থেকে আলগোছে হেডসেটটা খুলে নিল স্টুয়ার্ডেস, মুখে মুক্তো ঝরা হাসি, চোখে কৌতুক মেশানো দুষ্টামির ভাব। প্রশ্নটা আবার করল সে।

লিলির দিকে তাকাল রানা। 'তুমি কি বলো, হানি?'

'মাত্র তিনটে বাজে, আর তোমাকে খেতে দেব না,' প্রয়োজনের চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল লিলি। ভুলেও স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকাল না। রানার কাঁধে মাথা রাখল সে। 'ঘুম পাবে।'

স্টুয়ার্ডেসের দিকে ফিরে অসহায় ভঙ্গিতে মুক্ত কাঁধটা ঝাঁকাল রানা।

স্টুয়ার্ডেস চলে যেতে রানার কাঁধ থেকে মাথা তুলে সাপের মত হিস হিস করে উঠল লিলি, 'ডাইনী!'

'আত্মসমালোচনা ভাল জিনিস,' সহাস্যে বলল রানা। 'কিন্তু সেটা মনে মনে করা উচিত।'

'কে বলল আত্মসমালোচনা করছি?' ফোঁস করে উঠল লিলি। 'গাল দিচ্ছি ওকে!'

'কেন, কেন?' অবাক হবার ভান করল রানা।

'বেহায়া, এক নম্বর ছোটলোক, আস্ত একটা ডাইনী! এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন তোমাকে গিলে খাবে!'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। তারপর লিলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আকাশের কতটা ওপরে উঠেছি বলতে পারবে? বেহেশতের কাছাকাছি চলে আসিনি তো?'

কোথায় গেল ঈর্ষা, খিল খিল করে হেসে উঠল লিলি। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তুমি একজন কমিউনিস্ট হয়ে এ-সব বাবিশ বিশ্বাস

– Sumon – Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কারো-দোজখ, বেহেশতও'

'ভয়ে বলব নাকি নির্ভয়ে?'

'নির্ভয়ে।'

রানার সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'করি।'

'তুমি? একজন কমিউনিস্ট?' হাঁ হয়ে গেল লিলি। 'ওহ্, গড!'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, একসাথে সশব্দে হেসে উঠল।

তারপর রানা বলল, 'ধর্মের চেয়ে জোরাল আফিম আর হয় না।'

'ধর্মের কথা বাদ দাও,' বলল লিলি। 'তোমার কথা বলো। আমি তোমাকে বুঝতে চাই।'

'আমি কর্মে বিশ্বাসী, আবার আমি ভোগীও,' বলল রানা। 'আমার ভেতর ভাল কাজ করার প্রবণতা জন্মগত, প্রবণতাটি কিছু পাবার আশায় মুখাপেক্ষী নয়। আমার ভেতর ধ্বংসের বীজও লুকিয়ে আছে: ধ্বংস আমি করিও, তবে বিবেকের নির্দেশে ন্যায়ের স্বার্থে ধ্বংস করি। মানুষ হয়ে জন্মেছি সেজন্যে নিজেকে ভাগ্যবান বলে জানি, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ত্রুটিহীন, আদর্শ মানুষ আমি কোন দিনও হতে পারব না, কারও পক্ষেই হওয়া সম্ভব নয়–সেজন্যে আমার ক্ষোভ আর যন্ত্রণার শেষ নেই...'

'তুমি ভোগী, এই কথাটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?' মনোযোগী ছাত্রীর মত গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে লিলি।

'সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে আমি মহান এক শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ উপলব্ধি করতে পারি,' বলল রানা। 'অপূর্ব সুন্দর যে-কোন জিনিস আমাকে আলোড়িত এবং মুগ্ধ করে, শ্রদ্ধায় সেই শিল্পীর প্রতি নত হয়ে আসে আমার মাথা, কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে যায় হৃদয়। নগণ্য আমি, কিন্তু ভাগ্যবান, এই অনুভূতি গ্রাস করে আমাকে। নারীদেহ সেই মহান শিল্পীর এক-মহৎ সৃষ্টি।' ওর চোখের তারায় ঝিক করে উঠল দুষ্টামি। 'আমি সেই মহৎ সৃষ্টির একজন সমঝদার হবার চেষ্টায় থাকি।'

'সোজা কথায়, আমি তাহলে একটা শিল্প?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল লিলি। ধীরে ধীরে রানার কাঁধে হাত রাখল সে। দু'জন দু'জনের চোখে তাকিয়ে আছে। 'তাহলে বলো, আমি কেমন শিল্প?'

'খুবই উঁচুদরের শিল্পকর্ম,' শিল্প সমালোচকের মত গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যদি লজ্জা না পাও তাহলে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রথমে ধরা যাক তোমার বুকের গঠন...'

দাঁত দিয়ে জিভের ডগা কেটে রানার মুখে হাতচাপা দিল লিলি। 'পাগল নাকি! মুখে একটু লাগাম নেই!' হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠল সে! 'বলে কি, কতক্ষণ হুঁশ ছিল না আমাদের?'

লিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দেয়ালের দিকে তাকাল রানা। লাল হরফে কয়েকটা আলোকিত লেখা ফুটে উঠেছে বোর্ডে–সীট বেল্ট বেঁধে নিন। এখন থেকে আর সিগারেট খাওয়া যাবে না। আমরা লাস ভেগাসে ল্যান্ড

করতে যাচ্ছি। ইত্যাদি।

একটু পরই স্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল।

প্লেন থেকে যেন গরম তন্দুরে নেমে এল ওরা। ছায়ায় সাতাশি ডিগ্রী টেম্পারেচার। বহুদূর পর্যন্ত কোন ছায়া নেই। হিম টার্মিনাল ভবনে ঢুকে হাঁফ ছাড়ল ওরা। চারদিকে নারী-পুরুষের ভিড়, কিন্তু শুধু মেয়েদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল লিলি। 'একি, রবিন!'

'আগে বোধহয় লাস ভেগাসে আসোনি তুমি, তাই না?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার কথা বিশ্বাস হলো এবার? নারীদেহ মহান এক শিল্পীর মহৎ এক শিল্প, কথাটা লাস ভেগাসের মেয়েদের চেয়ে ভালভাবে আর কেউ জানে না।'

'নিশ্চয়ই ট্রেনিং নিয়েছে ওরা,' বিহ্বল ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না লিলি। 'চর্চা না করলে এ কসরত সেখানো অসম্ভব।'

'সোফিয়া লরেনের মত? দু'দিকে সার সার টুলের ওপর ফুটবল রাখা থাকত, মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবার সময় কোমর ঝাঁকিয়ে বলগুলোকে টুলের মাথা থেকে ফেলে দিত–নিতম্বে ঢেউ তোলা এভাবে শেখে সে।'

শুধু নিতম্বের ঢেউ নয়, চারদিক থেকে ক্লিক ক্লিক শব্দেও অস্থির হয়ে উঠল লিলি। রানার পিছু নিয়ে বারবার ডানে বাঁয়ে ঘাড় ফেরাতে হলো তাকে। জিজ্ঞেস করল, 'সব্বাই এখানে জুয়াড়ী নাকি?'

স্লট মেশিনগুলোকে একবার দেখে নিল রানা। প্রতিটি মেশিন গোগ্রাসে খুচরো পয়সা গিলছে। 'এদের তুমি ঠিক জুয়াড়ী বলতে পারো না–খ্যাপাটে বলতে পারো। লাস ভেগাসে এদের সংখ্যাই বেশি। কে কত তাড়াতাড়ি পকেট হালকা বা ভারী করতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় মেতে আছে সবাই। সত্যিকার জুয়াড়ীও আছে, তবে সংখ্যায় তারা কম।' রানা ব্যাখ্যা করল, সময়টা হপ্তার মাঝামাঝি, লাস ভেগাসে এখন শুধু সেমিনার অনুষ্ঠানের ধুম লেগে থাকবে। জুয়াড়ীরা আসতে শুরু করবে শুক্রবার থেকে, সোমবার সকাল পর্যন্ত থাকবে তারা। মঙ্গল, বুধ, আর বৃহস্পতি, এই তিন দিন লাস ভেগাসের হোটেলগুলো কম পয়সায় জুয়া খেলার সুযোগ করে দেয়, তা না হলে সেমিনারে যারা আসে তারা খেলবে না।

ভেগাসে ছাব্বিশ হাজার হোটেল আর মোটেল কম রয়েছে। তিন লাখ ধর্মভীরু মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করে এখানে, ভীতি প্রকাশের জন্যে একশো তেতাল্লিশটা চার্চ ব্যবহার করা হয়। গেমিং টেবিলের সংখ্যা এক হাজার, ষোলো হাজারের কিছু বেশি স্লট মেশিন, এয়ারপোর্টেরগুলো সহ।

শুধু এম.জি.এম. গ্র্যান্ড হোটেলেই রয়েছে একুশশো কামরা, হোটেলটার আকার-আকৃতি আর জৌলুসের সাথে তুলনা করলে তাজমহলকে মনে হবে পুতুল-ঘর। বারোটা সুইমিং পুল, বত্রিশটা রেস্তোরাঁ, আঠারোটা ডান্স ফ্লোর, ক্ষুদ্রতম পোশাক পরা সুন্দরতম ক্যাবারে নর্তকীদের সংখ্যা কয়েকশো, পাঁচশোর বেশি রুলেৎ টেবিল, এগারোটা টেনিস কোর্ট, দুটো খেলার

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

মাঠ–তালিকা বাড়তেই থাকবে।

দুটো হিলটন রয়েছে ভেগাসে, বড়টায় কামরা রয়েছে দেড় হাজার। সার্কাস সার্কাস নামে একটা সার্কাস পার্টি আছে, টিকেট কেটে যে-কেউ তাদের চারশো পঁচিশটা কামরার যে-কোন একটায় ঢুকে বসে, খেলা দেখতে পারে। নামকরা হোটেল, যেমন স্যান্ডস, কাইজার'স প্যালেস, রিভারিয়া থান্ডারবার্ড এবং ট্রপিকানা-র রয়েছে নিজস্ব ক্যাসিনো। হোটেলের খদ্দের বা ক্যাসিনোর জুয়াড়ী নিঃসঙ্গ বোধ করলে কর্তৃপক্ষ কোন আলাদা পয়সা ছাড়াই মনোলোভা সঙ্গিনী জুটিয়ে দেবে।

'তারমানে গোটা ব্যাপারটা সেক্স-কেন্দ্রিক!' মন্তব্য করল লিলি।

'সেক্সের কথা কখন বললাম! আমি টাকার কথা বলছিলাম!'

'বাট মানি ইজ সেক্স, রবিন!'

'ইউ আর রানানা। মানি ইজ পাওয়ার,' দৃঢ় কণ্ঠে ভুলটা শুধরে দিল রানা।

'ওই একই হলো। মানি ইজ পাওয়ার ইজ সেক্স, হুইচ এক্সপ্রেসেস ক্যাপিটালিজম।'

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিল ওরা। আলোচনা থেমে নেই।

রানা বলল, 'বলতে চাইছ ধনীরা টাকার পাহাড় গড়ছে, আর প্রসেসটাই এমন যে তাতে করে গরীবদের শোষিত না হয়ে উপায় নেই?'

'একটু বেশি সহজ করে দেখছ ব্যাপারটাকে, তবে ঠিক লাইনে এগোচ্ছ। বলতে গেলে তুমি নিজেও এক ধরনের ক্যাপিটালিস্ট।'

'আমি?'

'এক অর্থে। তুমি ভালভাবে বেঁচে আছ, তারমানেই কেউ বঞ্চিত হচ্ছে। বিশদ জিজ্ঞেস কোরো না, কারণ সোশিওলজিতে ভর্তি হয়েও মাত্র এক সেমিস্টারের বেশি টিকতে পারিনি।'

ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার, 'কোথায় যাবেন, স্যার?'

'লিল শ্যাতো,' বলল রানা।

'কোথায় ওটা, রবিন?'

'স্ট্রিপ।'

'ট্যাক্সিতে?'

হাসল রানা। 'হোটেলটা স্ট্রিপে। রুট নাইনটি-ওয়ান, সবগুলো ভাল হোটেল এক সারিতে দেখতে পাবে তুমি। জায়গাটার নাম স্ট্রিপ।'

'সুন্দর?'

'ভেগাস সুন্দর। কিন্তু সবই চড়া দাম দিয়ে কিনতে হয়। সুন্দর এবং দামী।'

সুন্দর যে তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল নিয়ন সাইনগুলো দেখে। এখনও সন্ধে হয়নি, শহর এখনও এক মাইল দূরে, অথচ রঙচঙে অক্ষরগুলো

এক একটা এত বড় যে পরিষ্কার পড়া গেল। একদিকের গোটা আকাশকে যেন আলোক সজ্জায় সাজানো হয়েছে।

কথা বলছে বটে, কিন্তু কাজের কথা সারাক্ষণই ভাবছে রানা। কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টার থেকে শেষ মেসেজটায় বলা হয়েছে, তাড়াতাড়ি করুন। তা না হলে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু বললেই তো তাড়াতাড়ি করা যায় না। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড বলতে ওরা বোঝাতে চেয়েছে একশো ছত্রিশজন টেলি-বোমাকে খতম করতে আসছে গ্রু। মূল অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করবে রানা, নাকি গ্রু-র কমান্ডো গ্রুপগুলোকে ঠেকাবে?

দুটোই জরুরী। তবে দ্বিতীয় কাজটা এফ.বি.আই-কে দিয়ে করানো যায়। কিংবা আর কাউকে দিয়ে।

মস্কো তো তাগাদা দেবেই। ওরাও বুঝতে পারছে, কাজ মোটেও এগোচ্ছে না। বুঝতে পারছে, আমেরিকায় পৌঁছে মাছি মারছে মাসুদ রানা। অথচ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে ওকে।

এলোমেলো হয়ে গেল রানার চিন্তা ভাবনা।

যদি সফল হই? ডালচিমস্কিকে যদি ধরতে পারি? তাহলে আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত। কিন্তু কপালে সম্ভবত একটা বুলেট জুটবে–হয় এদের, না হয় ওদের।

একটা ফুয়েল স্টেশনের পাশে ড্রাইভারকে থামতে বলল রানা। গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে, লিলি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'এফ.বি.আই-কে ফোন করতে,' বলে হন হন করে এগোল রানা। সোজা গিয়ে ঢুকল ফোন বুথে।

দু'দিন পরের ঘটনা। ভোর সাড়ে তিনটে। লাস ভেগাস এয়ারপোর্ট।

ঝকঝকে তিনটে শার্সিডিজে চড়ে এল ওরা। সবার একই পোশাক–কালো স্যুট, সাদা টাই, কালো হ্যাট। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে এমনভাবে তাকাল, যেন পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। একটু খেয়াল করতেই গেটের গার্ড টের পেয়ে গেল, প্রত্যেকে ওরা স্যুটের নিচে শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে। টুল ছেড়ে উঠল না সে, তবে আস্তে করে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কারবাইনটা ধরল। গুনল সে, বারো জন লোক। কিন্তু এগিয়ে এল মাত্র দু'জন। হাঁটার ভঙ্গিতেই গন্ধ পাওয়া যায় এফ.বি.আই-এর, পা ফেলার সাথে তাল মেলাচ্ছে না হাতগুলো, শরীরের কাছ থেকে একটু দূরে আড়ষ্ট ভাবে ঝুলে আছে, সামান্য বাঁকা হয়ে।

কারবাইনটা কোলের ওপর তুলল গার্ড। এই গেট দিয়ে শুধু টারমাকে ঢোকা যায়। এয়ারপোর্ট অফিসাররা ছাড়া আর কারও ঢোকার অনুমতি নেই, তাদের সবার কাছে পাস থাকে।

PROTECT

Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com ~ Web: http://amisumon.tk

টুল ছাড়ল গার্ড। কারবাইনটা লোক দুজনের দিকে তাক করল। প্রাক্তন সৈনিক সে, বোকার মত ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত নয়।

ছ'ফুট লম্বা লোক দু'জন তিন হাত দূরে থামল। 'টু ফাইভ থ্রী ওয়ান নাইন জিরো ফোর থ্রী,' মার্জিত কিন্তু ভারী কণ্ঠস্বর, দু'জনের একজন বলল গার্ডকে। 'কার নম্বর?'

'সিকিউরিটি চীফ বনি ওয়ার্ডারের,' বলল গার্ড।

দ্বিতীয় লোকটা পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করল। একটা পরিচয়-পত্র, অপরটা প্যাডে লেখা নির্দেশ। প্রথমে সে প্যাডের কাগজটা দিল গার্ডকে। 'পড়ুন।'

টাইপ করা নির্দেশ, তবে সিকিউরিটি চীফের সইটা চিনতে পারল গার্ড। পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, টেরোরিস্টদের দুটো গ্রুপকে গ্রেফতার করার জন্যে এফ.বি.আই. অফিসারদের বারো জন সদস্য এয়ারপোর্টে যাচ্ছে। তাদের সাথে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে।

গার্ড মুখ তুলতেই তার হাতে গুঁজে দেয়া হলো আইডেনটিটি কার্ড।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল গার্ড।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সবার কার্ড দেখাতে হবে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল গার্ড। 'তার কোন দরকার নেই, স্যার। বলুন কি করতে হবে আমাকে।'

'গ্রুপ দুটোকে টারমাক থেকে গ্রেফতার করব আমরা,' এফ.বি.আই. অফিসারদের একজন কার্ডটা ফেরত নিয়ে বলল। 'টার্মিনাল ভবনে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে। টের পেয়ে যদি বাধা দিতে চেষ্টা করে, ওখানে নিরীহ লোকদের আহত হবার সম্ভাবনা কম। দু'বারই আমরা এই গেট ব্যবহার করব। আপনার একমাত্র কাজ এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু না বলা।'

'কোন প্রশ্ন থাকলে টু ফাইভ থ্রী ওয়ান নাইন জিরো থ্রী-তে ফোন করে জেনে নিন,' বলল দ্বিতীয় লোকটা।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল গার্ড। তারপর ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে। ফোন সে করবে, তবে এদের সামনে নয়। 'এখুনি ঢুকতে চান আপনারা? ক'জন?'

দু'জনের একজন কোটের আস্তিন সরিয়ে হাতঘড়ি দেখল। 'হ্যাঁ, এখুনি। মেক্সিকো ফ্লাইট ল্যান্ড করতে আর সাত মিনিট বাকি। আটজন।'

'ঠিক, আসুন,' বলে গেট খুলে দিল গার্ড।

তিনটে গাড়িতে চারজন লোক থেকে গেল, বাকি আটজন গেট পেরিয়ে টারমাকে ঢুকল। রানওয়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল তারা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর গেট হাউসে ঢুকল গার্ড। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার পর্দা আধ ইঞ্চি সরাল। মার্সিডিজগুলো থেকে কেউ এদিকে আসছে না। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে।

অপরপ্রান্তে বেল বাজছে, কিন্তু রিসিভার তুলছে না কেউ। পাঁচবার, ছয়বার। কানেকশন কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করল গার্ড। চারবার, পাঁচবার বেল বাজল। তারপর রিসিভার তুলল কেউ। ঘুম জড়ানো, ভারী, তিক্ত কণ্ঠস্বর, 'কোন্ বেআক্কেল!'

'স্যার, সাউথ গেট-বি থেকে আমি...'

'হ্যাঁ, জনসন দা ইডিয়ট। কি চাই তোমার?'

'স্যার, আপনার সই করা নির্দেশ নিয়ে বারো জন এফ.বি.আই. এজেন্ট...'

'জানি। কি হয়েছে তাই বলো!' ভারী কণ্ঠস্বর হঠাৎ খাদে নামল। 'তোমার সাথে প্যাচাল পাড়তে গিয়ে মিলেসের যদি ঘুম ভেঙে যায়, আস্ত রাখবে না!'

ফিক করে হেসে ফেলল গার্ড জনসন। 'কিছু হয়নি, স্যার। জানতে চাইছিলাম...'

'জানি কি জানতে চাইছ। এদের সাথে সহযোগিতা করবে কিনা। কোরো না।'

'স্যার! কি বললেন, স্যার?'

'সহযোগিতা কোরো না। তাহলে তোমার মত ইডিয়টের চাকরি খাওয়ার একটা অজুহাত তৈরি হবে। বেশি করে ঘাড়তেড়ামি কোরো, তাহলে নিজের সাথে আমারও বারোটা বাজাতে পারবে। যাজেসব!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আপনমনে হাসতে লাগল গার্ড। একটা গোপন কথা জানা গেল আজ। অমন রগচটা বস্, তিনি-ও কিনা বউকে যমের মত ভয় করেন!

নয় মিনিট পর, দু'মিনিট দেরি করে ল্যান্ড করল মেক্সিকো ফ্লাইট। পাসপোর্ট আর কাস্টমস চেকিঙের ঝামেলা চুকিয়ে একশো বাইশ জন আরোহী এক এক করে বেরিয়ে এল শেড থেকে, সোজা টার্মিনাল ভবনের দিকে এগিয়ে আসছে তারা।

আটজন এফ.বি.আই. এজেন্ট দু'সারিতে দাঁড়াল, চারজন চারজন করে। আরোহীদের কেউ কোন নির্দেশ দেয়নি, তবু সারি দুটোর মাঝখানটাকে গলি ধরে নিয়ে এক এক করে সবাই ঢুকল সেটার ভেতর, একদিক দিয়ে ঢুকছে এবং অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মানুষের এ এক অদ্ভুত প্রবণতা, একজন কিছু করলে সবাই তাকে অনুসরণ করে।

গ্রুপ-র চারজন কমান্ডো আছে আরোহীদের মধ্যে। একশো বাইশজনের মধ্যে থেকে তাদের চিনে বের করতে হবে। তারা কে কেমন দেখতে বা কে কি পরে থাকবে জানা নেই। তারা আসছে শুধু এই তথ্যটাই জানানো হয়েছে টেলিফোনে করে। তবে আটজনের মধ্যে সাতজন ব্যাপারটা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তায় ভুগছে না। তারা জানে, শেষ অর্থাৎ অষ্টম ব্যক্তি কমান্ডো চারজনকে দেখিয়ে দেবে। ওদের কেউ নয় সে, মাত্র আধ ঘণ্টা আগে টার্মিনাল ভবন

PROTECTED

Sumon - Email: aminsumon@yahoo.com Web: http://aminsumon.tk

থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। কমান্ডো চারজনকে রিসিভ করে নিয়ে যাবার জন্যে একটু আগেভাগেই এয়ারপোর্টে পৌঁচেছিল বেচারা।

কিছুটা ভাগ্য, বাকিটা দূরদৃষ্টির কল্যাণে লোকটাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। কমান্ডো দলটাকে রিসিভ করার জন্যে কেউ না কেউ আসবে, এই ধারণা থেকেই টার্মিনালে লোক রাখা হয়েছিল। আগের দিন পাওয়া একটা তথ্য অবশ্য উৎসাহিত করে ওদেরকে। কাল ওরা হোটেলগুলোয় খবর নেয়, কোথাও চারজনের জন্যে কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে কিনা। প্রথমে নামকরা হোটেলগুলোর সাথে যোগাযোগ করে ওরা। বেশি খাটতে হয়নি, পিকানা-র সাথে যোগাযোগ করতেই রিসেপশন থেকে জানানো হলো, হ্যাঁ, এক ভদ্রলোক সশরীরে এসে চারজনের জন্যে চারটে কামরা রিজার্ভ করে গেছেন, তাঁরা আগামী কাল ভোর তিনটে চল্লিশ মিনিটের মেক্সিকো ফ্লাইটে ভেগাসে আসছেন। এফ.বি.আই. কার্ড দেখানোর পর লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে আপত্তি করেনি রিসেপশনিস্ট। এখানেই ওরা থেমে থাকেনি, অন্যান্য আরও হোটেলের সাথে যোগাযোগ করল। জানল, একই চেহারার লোক আরও তিনটে হোটেলে মোট আরও বারো জনের জন্যে কামরা রিজার্ভ করেছে।

সেই বর্ণনা অনুসারে আধ ঘণ্টা আগে লোকটাকে চেনা সম্ভব হয়েছে। টয়লেটে নিয়ে গিয়ে তাকে এবং নিজেদের একজন লোককে বিবস্ত্র করানো হয়, কাপড় বদল করে তারা। নিজেদের লোকটাকে তারা টার্মিনাল ভবনে পাহারায় রেখেছে। রাশিয়ানটাকে নিয়ে এসেছে নিজেদের সাথে। অস্ত্রের মুখে বেচারা একদম কেঁচো বনে গেছে। জানে, তার পরিচয় যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, মস্কো যতই চেঁচামেচি করুক, মার্কিন আইনে তার যাবজ্জীবন হতে বাধ্য। তবে ওরা তাকে কথা দিয়েছে, সে যদি সহযোগিতা করে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হতে পারে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয়ও দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু যদি সে সহযোগিতা না করে?

কোন বিচার হবে না। তবে কাল তার একটা খবর বেরুবে কাগজে। তার খবর, কিন্তু সে পড়তে পারবে না। কারণ সেটা হবে তার মৃত্যুর খবর।

মন খারাপ করে দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা, নিরস্ত্র। গ্রেফতার করার সময়ই সার্চ করে পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছে ওরা। 'চারজন একসাথে আসছে,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'দু'জন ছাই রঙের স্যুট পরে, একজন না—হ্যাঁ, বাদামী স্যুট। তার পাশে জ্যাকেট পরা লোকটা।' ঢোক গিলল সে।

তার পাশ থেকে সারির প্রথম অফিসার বলল, 'স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করুন। ওরা তো আর আপনাকে চেনে না।' কমান্ডো চারজনকে দু'সারির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যেতে দিল ওরা, কোন রকম বাধা দিল না। কমান্ডোরা কে কি ভাবল কে জানে, কেউ তারা দু'পাশে দাঁড়ানো অফিসারদের দিকে ভুলেও একবার তাকাল না। কমান্ডো চারজনের পিছনে যারা ছিল বাধা দেয়া হলো তাদের। অফিসারদের একজন এক হাতে কার্ড আর অপর হাতে পিস্তল

নিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। বাকি সাতজন অনুসরণ করল কমান্ডো চারজনকে। টার্মিনাল ভবনের কাছাকাছি পৌঁছে অফিসারদের তিন জন কমান্ডোদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো। একই সময়ে পিঠে শক্ত কিছুর ঠেকো অনুভব করল রুশ আততায়িরা।

দাঁড়িয়ে পড়ল কমান্ডোরা। হতচকিত এবং বিহ্বল।

'এফ.বি.আই.' অফিসারদের একজন বলল। 'কিছু প্রশ্ন করার আছে, সবাইকে হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।'

কোন ধস্তাধস্তি হলো না, তর্ক-বিতর্ক হলো না। ছয়জন অফিসার চারজন কমান্ডোকে ঘেরাও করে সাউথ গেট-বি অভিমুখে এগোল। কয়েক সেকেন্ড পর তাদের সাথে যোগ দিল বাকি দু'জন অফিসার।

পরবর্তী মেক্সিকো ফ্লাইট থামা এগারোটায়। সাউথ গেট-বি এবং টারমাকে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হলো।

তৃতীয় ফ্লাইটের কমান্ডোদের গ্রেফতার করা হলো লাউঞ্জ থেকে বেরুবার মুখে। এখানে তুমুল ধস্তাধস্তি হলো, ছুটে এল এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির লোকজন, হৈ-হট্টগোলের মধ্যে দৌড় দিল একজন কমান্ডো। মার্সিডিজ নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল অফিসারদের তিনজন লোক, নিরস্ত্র কমান্ডোকে ধরে ফেলল তারা। লাউঞ্জের বাইরে এফ.বি.আই. এজেন্টদের চ্যালেঞ্জ করে বসল এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির লোকজন। ব্যাজ, পরিচয়-পত্র, ইত্যাদি দেখে তারা অবশ্য একটু পরই ক্ষমা চেয়ে নিল।

চার এবং শেষ কমান্ডো গ্রুপটাকে টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে দিল ওরা। মার্সিডিজ নয়, ভাড়া করা ট্যাক্সি নিয়ে স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিল বারো জনের দলটা। এখানে পালাতে গিয়ে গুলি খেলো একজন কমান্ডো, তবে আঘাতটা মারাত্মক নয়।

প্রতিটি ঘটনাই দূর থেকে চাক্ষুষ করল রানা। পরম স্বস্তি বোধ করল ও, জানল ভালয় ভালয় কয়েদ করা গেছে গ্রু-র লোকগুলোকে। একশো বত্রিশ জন রুশ জীপ-কাভার আপাতত বেঁচে গেল ওদের হাত থেকে।

কিন্তু জানচিদ্দিক্কির হাত থেকে ওদের সে বাঁচাবে কিভাবে?

পরদিন সন্ধ্যায় বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। লিলি কাপড় পরছে, জ্যাকেটের ডান পকেটে সাইলেন্সারটা রাখল রানা। রিলোড করা পয়েন্ট টু-টু রেখেছে ভেতরের ব্রেস্ট পকেটে।

লিস প্যাভোর লাউঞ্জে বিয়ার খেলো ওরা। 'চলো দেখি বড়লোক হওয়া যায় কিনা,' বলে হাত ধরে টানতে টানতে পাশের কামরায় রানাকে নিয়ে এল লিলি। একশো নব্বই ডলার হারার পর লিলিই আবার টেনে বের করে আনল ওকে। বলল, 'আমি একটা কুফা। যতক্ষণ সাথে থাকব কোন কাজই হবে না তোমার।'

ট্যাক্সি নিয়ে আরেক হোটেলে এল ওরা। বিয়ারের বদলে শ্যাম্পেন চাইল

~ Sumon ~ Email: ...@yahoo.com Web: http://...tk

লিলি, অনেকটা বাধ্য হয়েই হুইস্কি নিতে হলো রানাকে। আটটা দশ পর্যন্ত এখানে থাকল ওরা, সময় কাটল ক্যাবারে দেখে। তারপর ওরা প্রচুর সময় নিয়ে ডিনার খেলো। আধ ঘণ্টা পর পর তিন বার টেলিফোন করার জন্যে উঠে গেল রানা। প্রতিবার ফিরে এল আগের চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে।

সাড়ে দশটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত বিভিন্ন নাইট ক্লাবে ঢুঁ মারল ওরা। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁটল কিছুক্ষণ। লিলিকে একটা বুকস্টলে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার কোন বুথে ঢুকল রানা।

ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি থামাল রানা। আড়াইটা বাজে। আগের মতই গম্ভীর ও। ড্রাইভারকে বলল, 'থাড়াবরার্ড।'

'একা একা কষ্ট পাও, আমার কি!' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে লিলি, ম্লান চেহারা।

'লোকটাকে পেয়েছি।'

'কাকে পেয়েছ, কোথায় পেয়েছ, কিছুই আমি জিজ্ঞেস করব না,' বলল লিলি। রানার দিকে ফিরল সে, ওর একটা হাত ধরল। 'শুধু লক্ষ রাখতে অনুরোধ করব তুমি পাশে থাকা সত্ত্বেও আমি যেন নিঃসঙ্গ বোধ না করি।'

থাড়াবরার্ডের সবচেয়ে বড় রেস্তোরাঁয় বসল ওরা। ফোন করে আগেই রিজার্ভ করা হয়েছে টেবিলটা। হালকা, মৃদু মিউজিকের সাথে ফ্লোরে অর্ধনগ্ন ফ্রেঞ্চ মেয়েরা নাচছে। রেস্তোরাঁয় একজন লোক ঢুকল—ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, ব্রাউন হ্যাটের কিনারা থেকে বেরিয়ে আছে পাকা চুল, শক্ত-সমর্থ বলিষ্ঠ গড়ন, পরনে অ্যাশ কালারের স্যুট, হাতে একটা বড় আকারের সাদা গোলাপ। কোন দিকে না তাকিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে ক্যাসিনোর দিকে চলে গেল সে। রানা তাকে একবার মাত্র দেখল, তারপর আর সেদিকে তাকাল না।

বিশ মিনিট পর চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা, 'আসছি।'

'টেলিফোন, না টয়লেট?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

রানা হাসল না। 'দুটোই।'

ক্যাসিনোয় ঢুকে এদিকে ওদিকে তাকাল রানা। ছিয়াশি নম্বর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিনসেন্ট গগল। দু'জন সামনাসামনি হলো, কিন্তু কথা বলল না। পাশাপাশি হেঁটে আরেক দরজা দিয়ে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এল ওরা। চারতলার রেস্তোরাঁয় আরেকটা টেবিল রিজার্ভ করা আছে।

টেবিলটা কেবিনের ভেতর। সামনাসামনি বসল ওরা। সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দেবে রানা, এই সময় গোলাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল গগল। হাত বাড়িয়ে নিল রানা, কিন্তু ফুলের দিকে নয় তাকিয়ে আছে বন্ধুর দিকে।

'ডন আর.কে. আমার স্কটল্যান্ডের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন,' বলল গগল।

কেবিনে বোমা পড়লেও এতটা চমকাত না রানা। ওর সমগ্র অস্তিত্ব একটা ঝাঁকি খেয়ে অবশ হয়ে গেল যেন।

'ভয়ের কিছু নেই, এখন তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত,' আশ্বাস দিল গগল।

'পড়ে দেখো।'

কি পড়ে দেখতে হবে রানাকে বলে দিতে হলো না। সাদা গোলাপের পাপড়ির ভেতর ছোট্ট একটুকরো কাগজ লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেল। চিরকুটে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান লিখেছেন, 'রানা, মস্ত একটা ফাঁড়া গেল। প্রথম স্ট্রোক, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে এখন থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার তোমার, দায়িত্ব তো তোমাকে নিতেই হবে। কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

রানা মুখ তুলতেই গগল বলল, 'কি একটা কাজে স্কটল্যান্ডে এসেছিলেন। আসার পরদিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ট্রোক, তবে জোরাল নয়। ডাক্তাররা কমপ্লিট রেস্ট নিতে বলেছেন, ক'দিন পর আবার পরীক্ষা করবেন।' অপারেশনও দরকার হতে পারে, কিন্তু সে-কথা চেপে গেল গগল। 'আশ্চর্য মানুষ তোমার বস,' বলল সে। 'তোমার খোঁজ জানেন না, কিন্তু আমি জানি সে-খবর ঠিকই রাখেন। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলেন তিনি, প্লেন নিয়ে একাই তাঁকে আমি দেখতে চলে যাই। খানিক আগে ফিরেছি, তাই টেলিফোনে পাওনি আমাকে। ওনাকে জোর করে আমার বাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছি।'

'আমি যাব,' বলল রানা। বস গগলের বাড়িতে বিশ্রাম নিতে উঠেছেন! প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।

'উনি নিষেধ করেছেন।'

'আমাকে যেতে হবে।'

'তোমাকে দেখে উনি রেগে যাবেন,' বলল গগল। 'তাতে তাঁর ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। কাজ শেষ হলে যেতে বলেছেন। ভাল একটা হান্টিং রাইফেল নিয়ে যেয়ো।'

হার্টের রোগীকে উত্তেজিত করা চলে না। ওকে দেখে বস যে রেগে যাবেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। সিদ্ধান্তটা বদলাতে হলো। হাতের কাজ শেষ করে দেখতে যাবে বসকে। হান্টিং রাইফেল? কিসের লোভে গগলের বাড়িতে উঠেছেন বস, পরিষ্কার হয়ে গেল। স্কটল্যান্ডে বিশাল বনভূমির মালিক গগল, হরিণের স্বর্গরাজ্য। 'বনি ওয়ার্ডারের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বারো ঘণ্টা আটকে রেখে ছেড়ে দিয়েছি,' বলল গগল। 'এয়ারপোর্ট থেকে কয়েকবার ফোন করা হয়, তাকে দিয়েই রিসিভ করিয়েছি সবগুলো। পিস্তলের মুখে শেখানো বুলি আওড়ে গেছে।'

'ছেড়ে দেয়ার পর?'

'সাউথ গেট-বি আর টার্মিনালের তিনজন গার্ডকে সাসপেন্ড করেছে, বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হয়েছে দু'জন সিকিউরিটি অফিসারকে।'

'এফ.বি.আই.?'

'ওরা রহস্যের কোন কিনারাই করতে পারছে না।' ফিক করে হাসল

~ Sumon ~ Email: amimsumon@yahoo.com Web: http://amimsumon.tk

গগল।

'কোথায় রেখেছ ওদের?'

'গোটা আমেরিকা আমার সেফ হাউস, যেখানেই রাখি, কারও সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। ওদের কি মস্কোয় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করব?'

'এখন না। আমি বলব।'

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওয়েটার। অর্ডার দিল গগল। ওয়েটার বেরিয়ে যেতে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আরও সাহায্য দরকার না হলে দেখা করতে বলতে না, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমাকে একজন অসৎ পুলিসের সন্ধান দিতে পারো? আর, পনেরো বছরের পুরানো রাশিয়ান নোটবুক দরকার একটা।'

'কি কাজের জন্যে তাকে চাইছ বললে বুঝতে পারতাম কি ধরনের অসৎ লোক দরকার তোমার।'

সিগারেট বের করল রানা। অফার করল গগলকে। মাথা নাড়ল গগল। ট্রে-তে করে জনি ওয়াকারের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এল ওয়েটার।

'আমি একজন লোককে খুঁজছি। সে কোথায় আমি জানি না। তবে আমেরিকাতেই আছে বলে আমার ধারণা। তাকে খুঁজে বের করতে হলে পুলিস আর এফ.বি.আই-এর সাহায্য দরকার, কিন্তু সরাসরি ওদের সাহায্য চাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমি অসৎ একজন পুলিসের সাহায্য নেব, যার পক্ষে পুলিস বিভাগের সমস্ত সুযোগসুবিধে কাজে লাগানো সম্ভব।'

প্রথমে নিজের গ্লাসে, তারপর রানার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল গগল। বরফ মিশিয়ে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল। রানার গ্লাসে রানাকেই বরফ মেশাতে হলো।

সময় বয়ে চলেছে। নিঃশব্দে পান করছে ওরা। রানার সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এল। দু'জনের গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢালল গগল। সে হয়তো মনে মনে চিন্তা-ভাবনা করছে, কিন্তু চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

আরও পাঁচ মিনিট পর গগল বলল, 'অ্যালিস টেনডেল।'

'অ্যালিস টেনডেল,' পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'পদ?'

'সার্জেন্ট,' বলল গগল। 'তোমাকে ভালই সাহায্য করতে পারবে বলে মনে করি। সাহায্য করার অভ্যেস আছে।'

'তোমার মত,' বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা, ওর এই বন্ধুটি অদ্ভুত রকমের স্পর্শকাতর, কি কথার কি মানে করে বসবে বলা কঠিন। মুশকিল হলো, কোন প্রতিক্রিয়া হলে সেটা ধরতে পারা যায় না। অনেক মাস বা অনেক বছর পর হয়তো ছোট্ট একটা মন্তব্য করবে, তখন বোঝা যাবে কথাটা তাকে আঘাত করেছিল।

'তাকে বলবে আমি তার প্রশংসা করেছি,' অনুরোধ করল গগল। 'কখন দেখা হবে ফোনে জানাব।'

'এনভেলাপে ভরে যদি হাজার পাঁচেক ডলার দিতে চাই, মাইন্ড করবে না তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক হাজার। নোটবুকটা পেতে দেরি হবে।'

রানা কিছু বলতে গিয়ে বাধা পেল।

আবার বলল গগল, 'দরকার হলে পরে বাড়িয়ো।' হঠাৎ রানার দিকে ঝুঁকল সে। 'তোমার বস্ সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমার জানা নেই। উনি কি খান, কিসে অভ্যস্ত, কি লাগবে না লাগবে, কিছুই আমি জানি না। বুঝতেই পারছ মেহমানের খাতির যত্নে ত্রুটি থাকুক তা আমি চাই না।'

'হার্টের রোগী যা খায় তাই খাবেন,' অবাক হয়ে বলল রানা। 'কি লাগবে না লাগবে, তোমার লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারে।'

'আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ না,' বলল গগল। একটু যেন গম্ভীর মনে হলো তাকে। 'সব কথা কি সবাইকে জিজ্ঞেস করা যায়? আমি বলতে চাইছি, মানে-নেশা-টেশা, মেয়ে-টেয়ে...'

চোখে পানি এসে গেল রানার, হাসতে হাসতে। এমন প্রাণখোলা, বাঁধনহীন হাসি সারা বছর হাসেনি ও। এক সময় হঠাৎ করেই থামল। গগলের দিকে তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারল না দু'জনের সম্পর্ক ইতিমধ্যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গগল স্থির পাথর।

'তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি, গগল,' বলল রানা। 'তোমার বস আর.কে. একজন ঋষি, যোগীপুরুষ। এ-সব বিষয়ে তাঁর কোন মোহ নেই।'

'মিলে গেল,' বলে উঠে দাঁড়াল গগল, চেহারা সেই আগের মত নির্লিপ্ত। 'পাঁচ মিনিট পর যেয়ো। বিল আমি দিচ্ছি।' কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কি মিলে গেল? গগলও কি তাই ভেবেছিল, রাহাত খান এসবে অভ্যস্ত নন? তাহলে জিজ্ঞেস করল কেন? আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। লোকটাকে আজও সে ভালমত বুঝে উঠতে পারল না। পাঁচ মিনিট পর কেবিন থেকে বেরিয়ে টয়লেটে ঢুকল ও। বেসিনে ফেলে চিরকুটটায় আগুন ধরাল, ট্যাপ খুলে দিতে পানির সাথে পাইপে নেমে গেল ছাইটুকু। রেস্তোরাঁয়, লিলির কাছে ফিরে এসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'শো কেমন লাগল?'

ম্লান মুখে লিলি বলল, 'ভাল।'

হাত বাড়িয়ে লিলির মুখে আলতো করে আঙুল বুলাল রানা। 'দেরি হলো বলে দুঃখিত। আমার বন্ধু...'

এতক্ষণে রানার দিকে ফিরল লিলি। 'কোন অজুহাত দেখাতে হবে না, রবিন। আমি খুব ক্লান্ত, বিছানায় যেতে চাই।'

কিন্তু বিছানায় ওঠার পর রানা আবিষ্কার করল, লিলি মোটেই ক্লান্ত নয়।

Junior ~ Email: amisumon@yahoo.com ~ Web: http://amisumon.tk

তিন

বার্কশায়ারকে ভাল লেগে গেল ডালটিমস্কির। এর আগে ডেটনে ছিল সে, তার তুলনায় ম্যাসাচুসেটস-এর উপত্যকা আর পাহাড় দশ ডিগ্রী বেশি ঠাণ্ডা। বিশাল খড় নিয়ে গরমে হাঁসফাঁস করছিল সে, এখানে পৌঁছে শান্তি পেল। আমেরিকার গ্রীষ্মকাল এরকম জঘন্য তার ধারণা ছিল না, জুলাই মাসের মস্কোর চেয়ে পুরোপুরি বিশ ডিগ্রী বেশি গরম। ওহায়ো এবং বার্কশায়ারের আবহাওয়া তুলনা করলে, আর সেই সাথে দিগন্তের কাছে পাহাড়ী ঢালের দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে যায় শীতকালে কেন এলাকাটা স্কি-র জন্যে এত জনপ্রিয়।

আলবানি পর্যন্ত প্লেনে করে, তারপর বাসে চড়ে পিটসফিল্ড, সেখান থেকে ভাড়া করা কার নিয়ে এখানে পৌঁছেছে সে। অটো রেন্টাল এজেন্সির ম্যানেজার ছোট শহর স্টকব্রিজে একটা হোটেলে জায়গা পাইয়ে দিতে সাহায্য করে তাকে। হোটেলটার নাম গ্রে লায়ন ইন, রুট সেভেনের সাথেই। হপ্তার শেষ দিকে ট্যুরিস্টদের প্রচণ্ড ভিড় লেগে যায়, পৌঁছুবার আগেই কামরা রিজার্ভ করে রাখে তারা, তবে হপ্তার মাঝামাঝি সময়ে চেষ্টা করলে দু'দিনের জন্যে কামরা পাওয়া সম্ভব। ডালটিমস্কির জন্যে দু'দিনই যথেষ্ট, কারণ এখনও সে কোথাও দু'দিনের বেশি থাকার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

গ্রে লায়ন ইন পুরানো ধাঁচের হোটেল। কামরাগুলো বড় বড়, সিলিং অস্বাভাবিক উঁচু, বারান্দাগুলোয় ফুটবল খেলা যেতে পারে। হোটেলের চার পাশেই বাগান। রান্নাবান্না করে সুইস শেফ। শহরটাও খুব সুন্দর, প্রতিটি রাস্তার দু'পাশে সার সার গাছ। পাবলিক লাইব্রেরীটা এত বড়, অবাক না হয়ে পারা যায় না। মিউজিয়ামটাও ছোট নয়, পুরোটা দেখতে হলে সারা দিন লেগে যাবে। সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো আর্ট গ্যালারি—এত বিচিত্র ধরনের নুড ছবি আছে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। আরেকটা জিনিস খুব আগ্রহের সাথে লক্ষ করেছে ডালটিমস্কি। প্রকাণ্ড একটা বাড়ি। ওটা নাকি শিশুদের মানসিক হাসপাতাল। রোগী পিছু প্রতি হপ্তায় পাঁচশো ডলার চার্জ করা হয়, তারমানে ধনীর দুলাল যারা পাগলটাগল হয়ে যায় বা যাচ্ছে শুধু তারাই এখানে থাকতে পারে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্য মেশানো কৌতূহল আছে ডালটিমস্কির, সেজন্যেই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। দারোয়ান ফিরিয়ে দেয়ার সময় তাকে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগে অনুমতি নিতে হবে।

অনুমতির জন্যে ছুটোছুটি করার ধৈর্য বা সময় কোনটাই নেই তার। তবে হাসপাতালটায় ঢুকতে পারল না বলে মনে একটা ক্ষোভ জমা হলো।

হোটেলে ফিরে এসে মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকল ডালটিমস্কি। বার বার ফোনের দিকে তাকাল। দেবে নাকি ডায়াল করে? দিই, দিই আরেকটা ফাটিয়ে?

কিন্তু প্ল্যানটা অন্যভাবে করা হয়েছে। আরেকটা টেলি-বোমা ফাটাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা আজ নয়—কাল। তবে প্ল্যান বদল করতে অসুবিধে কি? এখন আমি রেগে আছি, এখন নয় কেন? সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে নিচের ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে নামল সে।

ভাল ভাল সব খাবারের অর্ডার দিল ডালটিমস্কি। কিন্তু খেলো খুব অল্প, বেশিরভাগ পড়েই থাকল। কিন্তু অর্ডার আমি ঠিকই দিয়েছিলাম, মনে মনে বলল সে। আমি তো সে-ই লোক যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। আমি খেতে বসলে সামনে তো ভাল ভাল সব খাবার থাকতেই হবে। মাথায় কত যে আবোলতাবোল চিন্তা-ভাবনা আসছে! সবচেয়ে দুঃখজনক বলে মনে হলো, আশপাশের লোকজন কেউ তাকে চিনতে পারছে না। জানে না, ছোট একটা খাতা রয়েছে তার পকেটে, সেই খাতার কি ক্ষমতা! যারা খাচ্ছে তাদের খাওয়া বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে করল একবার। 'তোমাদের সবার জীবন আমার হাতে,' চিৎকার করে এই কথাটা বললেই হবে। আচ্ছা, একজন সুস্থ মানুষ কি এভাবে চিন্তা করে? এত কিছু ভাবছি, এ-সব কি অশুভ কোন লক্ষণ? মাথা খারাপের লক্ষণ নয় তো?

প্ল্যান বদল করার পোকা মাথায় ঢোকার পর থেকে অস্থিরতা বেড়ে গেছে তার। পোকাটা মাথায় ঢুকল কেন? বাচ্চাদের মানসিক হাসপাতালে তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ওখানে ঢুকলে কি হত? কি দেখতে পেত সে?

আমি জানি না।

হয়তো আমি আমার বাল্যকালটা দেখতে পেতাম ওখানে।

হ্যাঁ, অবশ্যই। ছোটবেলায় আমিও তো ওদের মত ছিলাম। একটু পাগলাটে।

কিন্তু এখন আর আমি পাগলামি করি না। আমি যা করছি তাকে অ্যাকশন বলা যাবে না কোনমতে, শুধুই রিয়্যাকশন। ঢিল মেরেছ পাটকেল খাও। এক আঙুল দেখিয়েছ, দু'আঙুল দেখাব। টিট ফর ট্যাট। বিদ্রোহ করেনি, করতে পারে এই অভিযোগে ওরা মেরে ফেলল সবাইকে! পাষণ্ড, নরাধম! কি সুন্দর সেট হয়ে গিয়েছিল জীবনটা। ইচ্ছে করলেই নতুন নতুন সহকারিণী পাচ্ছিলাম, একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা পেতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। হঠাৎ করে আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো মাথায়। কিছুই করিনি, করতে পারি এই অভিযোগে ধরতে আসছে, ধরা পড়লে মেরে ফেলবে! বললাম, রসো, তাহলে আমিও একহাত দেখাচ্ছি!

এখন? এখন কেমন লাগছে? হাহ্-হা!

না, শিডিউল বদলাবার কোন মানে হয় না। ইচ্ছে করলে রাগটাকে আমি সামলে রাখতে পারি। তারচেয়ে নতুন নতুন প্ল্যান তৈরি করে সময় কাটানো

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

যাক।

নিজের কাছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ ডলার আছে। এক অর্থে অনেক টাকা, আরেক অর্থে কোন টাকাই নয়। টাকাও আমার দরকার হবে যদি আগের জীবনটা ফিরে পেতে চাই। মস্কোর কাছে চাইলে দেবে না, কিন্তু ওয়াশিংটন কি না বলতে পারবে? সবগুলো টেলি-প্রোগ্রাম ফাটিয়ে দিলে ওদের ক্ষতি হবে···আন্দাজ করা যাক—তিন হাজার মিলিয়ন ডলার। দূর, ক্ষতি আরও বিশ গুণ বেশি হতে বাধা। আহা, না হয় ধরোই না তিন হাজার মিলিয়ন ডলার। তা-ও তো খুব কম নয়। ঠিক আছে, তাই। এখন আমি যদি ওদের কাছ থেকে এক হাজার···না···একশো মিলিয়ন ডলার দাবি করি, দেবে না?

একশো মিলিয়ন ডলার কম হয়ে যায়। যদি চাই, বেশি করে চাওয়াই ভাল। দর কষাকষির একটা ব্যাপার তো থাকবেই। আমেরিকানরা আবার এ-ব্যাপারে সাংঘাতিক পটু। ঠিক আছে, পাঁচশো মিলিয়ন ডলার দিয়ে শুরু করব। তিনশো মিলিয়নের কমে রাজি হব না।

নিজের ঘরে ফিরে এসেও হিসেবটা নিয়ে ব্যস্ত থাকল ডালচিমস্কি। কিন্তু টাকার চেয়ে বড় একটা নেশার দিকে আকৃষ্ট হলো সে। টেলি-বম বুক।

খাতাটা দেখতেই তার ভাল লাগে। খাতায় হাত বুলোবার সময় প্রায় যৌন উত্তেজনার মত একটা আনন্দ, একটা শিহরণ বয়ে যায় তার শরীরে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর ডালচিমস্কি দেখল, খাতাটা বুকের সাথে নিয়ে শুয়ে আছে সে। টাকার ভূত নেমে গেছে ঘাড় থেকে, আরও বড় নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। বিশ্রাম নেয়ার পর তাজা হয়ে গেছে শরীর, মাথাটাও ভাল খেলছে। টাকা দিয়ে কি হবে, শুনি? টাকা দিয়ে কি সব কেনা যায়? একটা টেলি-বম ফাটাবার যে আনন্দ, আর কিছুর সাথে তার তুলনা চলে? বিশ্বব্যাপী একটা পারমাণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি, আর কিছুতে কি তা পাওয়া সম্ভব? বৈষম্য, দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার, নির্যাতন, আর বিকৃতি—দুনিয়ার যেদিকেই তাকাও, শুধু এই সব দেখতে পাবে তুমি। কি কমিউনিস্ট দেশ, কি পুঁজিবাদী দেশ, সবখানে এক অবস্থা। মানুষের সভ্য হবার সমস্ত চেষ্টা মানুষ নিজেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে বটে, কিন্তু চারপেয়েদের কোন খারাপ গুণই ত্যাগ করতে পারেনি, বুদ্ধি আর মেধা দিয়ে আরও বরং সুকৌশলে প্রয়োগ করতে শিখেছে। মানুষজাতির ভবিষ্যৎ কি, এই প্রশ্নের উত্তর যে-কেউ দিতে পারবে। ধ্বংস।

সেই ধ্বংস আমি ত্বরান্বিত করতে পারি, সে ক্ষমতা আমার আছে। সেই ধ্বংসের কারণ যদি আমি হই, কোথাও লেখা থাক বা না থাক, আমিই হব মানব সভ্যতার ইতিহাসে শেষ চরিত্র।

কল্পনা করতে গিয়ে পুলক অনুভব করল ডালচিমস্কি, তার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। দেখল পারমাণবিক বিষবাষ্প গ্রাস করছে পৃথিবীকে। প্রতি

মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ মারা যাচ্ছে। ইউরোপ উজাড় হয়ে গেল। গোটা আমেরিকায় ঘাসের একটা কণা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাশিয়া নো ম্যান'স ল্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এশিয়ায় প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। নির্জন, নিস্তব্ধ পৃথিবী। অনুর্বর, বন্ধ্যা। পাঁচশো কোটি ছোট বড় কঙ্কালের মধ্যে তারটাও থাকবে।

কল্পনা করছে, আর খাতাটায় হাত বুলাচ্ছে ডালচিমস্কি। সারা শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ। অসম্ভব-সুযোগ যখন পাওয়া গেছে নিজেকে সে বঞ্চিত করতে পারে না। প্ল্যান বদলানোর প্রশ্নই ওঠে না। নামটা আগে সই করা হয়ে যাক, মস্কো রাঘব-বোয়ালদের আরও একটু ঘাম ঝরুক, তারপর একসাথে সব ক'টা ফাটিয়ে দেবে সে। এক রাতে সবগুলো। প্রথম ফোনটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে করবে সে। বলবে, 'আমি রাশিয়া। এক রাষ্ট্রে যেমন দু'জন প্রেসিডেন্ট থাকতে পারে না, তেমনি এক পৃথিবীতে দুই মাতব্বর থাকতে পারে না। তুমি আমেরিকা, তোমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। যদি পারো তো ঠেকাও।' এরপর সারা রাত ধরে ডায়াল করবে সে। একশো ছত্রিশটা টেলি-বম ফাটিয়ে দেবে। জানা কথা, আমেরিকানরাও বসে থাকবে না। রাত শেষ হবার আগেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মস্কো। রাশিয়ার মিসাইলগুলো আঘাত হানবে ওয়াশিংটনে। শুরু হয়ে যাবে খেল। ডালচিমস্কি তখনও ফোন করছে, কানাডা থেকে।

কয়েক দিন থেকেই পরবর্তী টার্গেট কাকে করবে ভাবছে ডালচিমস্কি। ধীরে ধীরে খাতার পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। একটু অধৈর্য বোধ করল, টার্গেট আগেই বেছে রাখা উচিত ছিল।

খাতা বন্ধ করে বাথরুমে গেল ডালচিমস্কি। মনের যা অবস্থা, মুখে কিছু রুচবে না এখন। কাজটা সেরে তারপর নাস্তা খাবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ব্যস্তভাবে কাপড় পরল সে। তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাতে গিয়ে এক জায়গায় কেটে গেছে গাল, জ্বালা করছে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ডালচিমস্কি। রাস্তা পেরিয়ে হন হন করে হাঁটছে। হোটেলের কাছাকাছি কোন ফোন বুদ ব্যবহার না করাই ভাল। একটা বাজারের ভেতর দিয়ে এগোল সে। মানুষ ইচ্ছে করলে কি না পারে, হঠাৎ মনে হলো কথাটা। আজ কত দিন হয়ে গেল কোন মেয়ের গন্ধ পর্যন্ত নেইনি! কে জানত আমার মধ্যেও সংযম আছে!

সকালটা গরম। মেয়েরা শুধু বুক আর নাভির নিচেটা ঢেকে রাস্তায় বেরিয়েছে। বুড়ো এক লোককে রাস্তা পেরোতে সাহায্য করছে এক যুবক। দেখে হাসি পেল ডালচিমস্কির। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলে, 'ওহে, কোন লাভ নেই!' আবার রাস্তা পেরোল সে। প্রায় ছুটতে শুরু করেছে। দেরি আর সহ্য হচ্ছে না তার।

রাস্তার মোড়ে খালি একটা বুদ পাওয়া গেল। হোটেল থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে সে। বুদে ঢুকে হাঁপাতে লাগল ডালচিমস্কি। ভুরুতে

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

লোমের গোড়াগুলো ঘামে ডুবে আছে। চটচট করছে বগলের তলা। রিসিভার তুলল সে। ডায়াল করল ইন্ডিয়ান গর্জ, টেক্সাসে।

অপরপ্রান্ত থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল, 'বেকারি।' কথার সুরে টেক্সাসের টান।

'মি. হ্যারি মার্কস?'

'বলছি।'

'মিসেস বোয়েনা যা বলেছে–সত্যি কিনা, আপনাদের ওখানে নাকি নয় ইঞ্চি লম্বা প্যানকেক পাওয়া যায়?' জিজ্ঞেস করল ডালচিমস্কি।

অপরপ্রান্ত থেকে কয়েক সেকেন্ড কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

চোখে ঘাম পড়ল ডালচিমস্কির। অপেক্ষা করছে সে।

টেক্সাস থেকে লোকটা বলল, 'দুঃখিত, প্যানকেক শেষ হয়ে গেছে।'

ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে এল মূর্তিমান শয়তান। ব্রেকফাস্ট করতে বসে প্যানকেকের অর্ডার দিল সে।

নাস্তা শেষ করে বিল মেটাল ডালচিমস্কি, মোটা বকশিশ দিল ওয়েটারকে। সিঁড়ি বেয়ে নিজের কামরায় যাবার সময় আপনমনে হাসতে লাগল সে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডিওতে শোনা যাবে খবরটা।

প্রথমবার রানার ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে এগারোটায়। রিসিভারটা খাটের পাশেই, কিন্তু সেটা তুলতে হলে টপকাতে হবে লিলিকে। বেচারির যাতে ঘুম না ভাঙে সেজন্যে সাবধানে ঘুরপথে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে যাবে রানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা মেয়েটা কথা বলে উঠল, 'স্টীম রোলারে চ্যাপ্টা হতে চাইছি।'

তৃতীয়বার বাজতে শুরু করল ফোনের বেল। রিসিভার তুলল রানা, একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্ত থেকে ওর কণ্ঠস্বর চিনতে পারল গগল। একাই কথা বলে গেল সে। তার কথা শেষ হতে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, গড়ান দিয়ে লিলির ওপর থেকে বিছানায় নামল।

'কে, কেন–কিছুই আমি জিজ্ঞেস করব না,' বলল লিলি। চাদরের বাইরে শুধু তার সুন্দর মুখটা বেরিয়ে আছে। চোখ বন্ধ, নড়ল শুধু ঠোঁট জোড়া। 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না আমি তোমার স্ত্রী···অ্যাই! কি করছ!' শিউরে উঠল সে। চাদরের তলায় ঢুকে লিলিকে বুকে টেনে নিয়েছে রানা আবার। 'ছাড়ো! এখন ঘুমাব··· ধ্যেৎ! কি হচ্ছে! হি হি!'

তারপর দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল একটা পঞ্চাশ মিনিটে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার, ভারী পর্দা গলে রোদ বা আলো কিছুই ঢুকতে পারছে না। বাইরে দিনের সবচেয়ে বেশি গরম এখন, একশো এক ডিগ্রী, তবে কামরার ভেতরটা ঠাণ্ডা। হাতঘড়ি দেখে সতর্ক হয়ে গেল রানা, বেশি সময় নেই। ডালচিমস্কি

এখন কি করছে? পরমুহূর্তে ভাবল, এ-ধরনের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো স্রেফ বিলাসিতা। সরাসরি কাজে নেমে পড়তে হবে ওকে। পা টিপে টিপে বিছানা থেকে নামল ও। তারপর বিছানার ওপর ঝুঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল নগ্ন নারীদেহ।

'আমি কি এতই কুৎসিত?' এবারও ঘুম ভেঙে গেছে লিলির।

হেসে ফেলল রানা। উত্তর না দিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল, টয়লেটে ঢুকে আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডের পিছন থেকে বের করল পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটো, দুই প্রস্থ প্লাস্টিকের মাঝখানে লুকানো ছিল ওটা। কামরায় ফিরে এসে দ্রুত কাপড় পরল ও।

'কোন মেয়ের কাছে না গেলেই হলো!' রানার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে রয়েছে লিলি।

'দরজাটা বন্ধ করবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তারচেয়ে বাইরে থেকে আমাকে তালা দিয়ে রাখাই তো ভাল,' বলল লিলি। 'চাইলেও পালাতে পারব না।'

'পালিয়ে যাবে কোথায়! খুঁজে বের করে ফেলব না!'

'কেমন খুঁজতে জানো সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' খোঁচা দিয়ে বলল লিলি।

লাগলও রানাকে। নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল ও। হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এসে অটো রেন্টাল কোম্পানী থেকে গাড়ি ভাড়া করল একটা।

ক্রীম কালারের মার্সিডিজটা বেলা সাড়ে তিনটের সময় একটা ফটো স্টুডিওর সামনে দাঁড় করাল রানা। পাঁচটার সময় দেখা করল অ্যালিস টেনডেলের সাথে।

একেবারে বাঘের ঘরে, পুলিস হেডকোয়ার্টারের ভেতর। রিসেপশনে অপেক্ষা করার সময় অস্বস্তি বোধ না করে পারল না রানা। শরীর এবং অবচেতন মনের জানা আছে, পুলিস মাত্রেই তার শত্রু। স্বদেশী, বিদেশী, সব পুলিস সম্পর্কেই কথাটা খাটে। এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ই আইন ভাঙছে রানা, ওর প্রায় প্রতিটি কাজ গোপনীয় আর বেআইনী। আইন ভাঙার সুযোগ ভোগ করে বলেই ওর ক্ষমতা একজন পুলিস অফিসারের চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি। কিন্তু পুলিস যদি ওকে চ্যালেঞ্জ করে, জোর দাবিয়ে পালানো ছাড়া ঝামেলা বা বিপদ এড়াবার পথ থাকে না।

খানিক পর ভেতরের একটা অফিস থেকে বেরিয়ে এল অ্যালিস টেনডেল। মাথা নেড়ে কথা বলতে নিষেধ করল সে, ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। তার পিছু পিছু ছোট্ট একটা অফিস কামরায় ঢুকল রানা। কামরার চারদিকে দেয়াল রয়েছে, মাঝামাঝি অংশ থেকে সিলিং পর্যন্ত কাঁচ।

PROTECTED

- Sumon - Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

'ভিনসেন্ট গগল আপনার খুব প্রশংসা করল,' একটা চেয়ারে বসে বলল রানা।

'বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি,' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট অ্যালিস টেনডেল।

লোকটার গায়ের রঙ তামাটে, পেশীবহুল শরীর। মুখটা সব সময় হাসি হাসি। বছরে ষোলো থেকে আঠারো হাজার ডলার বেতন পায়, সেদিক থেকে বিচার করলে তার পরনের স্যুটটা একটু বেশি দামী হয়ে গেছে বলতে হবে। হীরে বসানো সোনার আঙটি আর রোলেক্স হাতঘড়িও অন্য রকম গল্প শোনায়।

'একজন নিখোঁজ লোকের সন্ধান চাইছি,' বলল রানা। 'হতে পারে তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে।'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল সার্জেন্ট। তারপর আবার হাসি হাসি মুখ করল। 'কে, মিস্টার গ্রেয়ার?'

'একজন বুককীপার, আমাদের পারিবারিক এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিল। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হয়–অনেক দূর সম্পর্কের।'

সার্জেন্টের চোখে কৌতূহলের আলো ফুটে উঠল। 'এটা কি তাহলে একটা পারিবারিক ব্যাপার, স্যার?'

পরিবার বা পারিবারিক, এ-সব শব্দের একটাই মানে–মাফিয়া। অ্যালিস টেনডেল জানতে চাইছে কেস্টার সাথে কোন প্রতাপশালী মাফিয়া পরিবার জড়িত কিনা।

'হ্যাঁ–পুব উপকূলের একটা পরিবার তাকে হারিয়ে শোকে কাতর হয়ে পড়েছে,' বলল রানা। মাফিয়া পরিবারের নিজস্ব ভাষায় শোকে কাতর এই শব্দ দুটোর আলাদা অর্থ আছে। শোকে কাতর মানে রাগে অন্ধ।

সার্জেন্টের চেহারায় স্থায়ী আসন গাড়তে যাচ্ছে গাম্ভীর্য। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল সে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কত টাকা আশা করা উচিত হবে। নেহাত ঠেকায় না পড়লে মাফিয়ারা পুলিসের কাছে সাহায্যের জন্যে আসে না। তবে নিজেকে লোকটা স্মরণ করিয়ে দিল, ভিনসেন্ট গগলের দোস্ত, বুঝে শুনে হাত পাততে হবে।

আবার মুখ খুলল রানা, 'লোকটা মাস কয়েক আগে নিখোঁজ হয়েছে, সার্জেন্ট। আমরা সবাই তার ব্যাপারে উদ্বেগের মধ্যে আছি। এখানেও থাকতে পারে, আবার অন্য কোথাও-ও থাকতে পারে–কিছুই জানি না।'

'সাথে যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে?'

'ফার্মের মোটা একটা টাকা তার সাথে থাকার কথা। আমরা সন্দেহ করছি সে তার স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।'

প্রাণটাও হারাতে যাচ্ছে, মনে মনে ভাবল টেনডেল। মাফিয়ার টাকা মেরে দিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত পার পায়নি। যত খরচই পড়ুক ওরা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। এটা একটা নীতির প্রশ্ন। সে নিজেও নীতি মেনে

চলে, কাজেই এ-ধরনের কাজে তার সমর্থন এবং শ্রদ্ধা আছে। হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়াতে না হলে ওদের সে সাহায্য করবে।

জন গ্রেয়ার নামে পরিচয়-দাতা লোকটা টেবিলের ওপর একটা ফটো রাখল। ফটোর পাশে রাখল মোটা একটা সাদা এনভেলাপ। 'ওর নাম নিক,' বলল রানা। 'নিক ডালো। কালো চোখ, কামানো মাথা, তবে পরচুলা পরে থাকতে পারে। চৌকো, ছয় ফিট লম্বা। ভাল ইংরেজি বলতে পারে না, কথায় মধ্যে বিদেশী টান আছে।'

সার্জেন্ট ভাবছে, এনভেলাপে কত টাকা? 'কত দিন ধরে নিখোঁজ?'

'সম্ভবত দু'তিন মাস। আমরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আপনারা হয়তো তার নামটা মিসিং পারসন তালিকায় তুলে নিতে পারবেন, তারপর টেলিটাইপ...'

কৌতুক বোধ করল সার্জেন্ট টেনডেল। মাফিয়া পরিবারগুলোর নার্ভ আছে বলতে হবে! নিজেদের কাজে তারা এমনকি জাতীয় পুলিস টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসকেও কাজে লাগাতে চায়! 'ঠিক আছে, ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করে দেখব,' আশ্বস্ত করল সে।

ফটো আর এনভেলাপ নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল টেনডেল। সন্দেহ নেই, টয়লেটে বসে টাকা গুনতে গেল। খানিক পরই ফিরে এল সে, হাতে শুধু ফটোটা রয়েছে, এনভেলাপটা সম্ভবত পকেটে। 'মিস্টার গ্রেয়ার, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।' দুটো আঙুল দেখাল রানা। 'খুঁজে বের করতে পারলে।'

'আপনি শুধু জানতে চান, মিস্টার ডালোকে কোথায় পাওয়া যাবে, এই তো? নাকি চান আমরা তাকে আটক করব?'

'না, সার্জেন্ট, না! তেমন মারাত্মক কিছু করেনি সে। বেচারা শুধু ভুলে গেছে সে কে আর তার আসল ঠাঁই কোথায়।'

'কোথায় উঠেছেন আপনি, মিস্টার গ্রেয়ার?'

'লিস শ্যাতো, খুব সুন্দর হোটেল।'

'কিন্তু ওখানে ট্রিপটিজ হয় না,' অভিযোগের সুরে বলল সার্জেন্ট টেনডেল।

'সময় কাটাবার কথা যদি বলেন, ট্রিপটিজের চেয়ে রাইফেল রেঞ্জ আমাকে বেশি টানে,' বলল রানা। 'ভাবছি একটু ঠাণ্ডা পড়লে শিকারে বেরুব।'

রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল সার্জেন্ট টেনডেল। রাইপার? হিট ম্যান? কিন্তু পেশাদার খুনীদের চেহারা তো এরকম হয় না। দেখে তো মনে হয় যেন কলেজে অধ্যাপনা করে, তবে অ্যাথলেটিক্সে অলিম্পিক স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছে।

কিন্তু আজকাল অবশ্য জোর করে কিছুই বলা যায় না। হতে পারে, এই

Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com ~ Web: http://amisumon.tk

চেহারার আড়ালে লোকটা পেশাদার খুনীও হতে পারে। রানাকে সে জানাল, চার মাইল দূরে একটা নাইট রেঞ্জ আছে, আলোর ব্যবস্থা ভালই, তাপমাত্রা আশি ডিগ্রীতে নামলে ওখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করা যেতে পারে। পরামর্শের জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল রানা।

হোটেল কামরায় ফিরে লিলিকে পেল না রানা। সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটাই আগে জাগল মনে। তবে একটু পরই জানা গেল কেউ লিলিকে খুনও করেনি, এফ.বি.আই. তাকে গ্রেফতারও করেনি। আরেকটা চাবি ছিল তার কাছে, দরজা খুলে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। ফিরতে অবশ্য দেরি হয়েছে, কারণ প্রৌঢ় এক লোক গদগদ হয়ে কাছে ভেড়ার চেষ্টা করেছিল। রাজকীয় ডিনার খাওয়ার প্রস্তাব পায়ে ঠেলে ফিরে এসেছে লিলি। রানাকে সে বলল, 'আমি যে তোমার সতী সাধ্বী স্ত্রী, প্রমাণ হলো?'

একবারও জিজ্ঞেস করল না কোথায় গিয়েছিল রানা। রাত দশটায় পর ডিনার খেয়ে আবার যখন বেরুল রানা, তখনও লিলি জানতে চাইল না কোথায় যাচ্ছে সে। মার্সিডিজ নিয়ে সরাসরি ক্লাবে চলে এল রানা। অর্থপক্ষের সাথে কথা বলে রাত্রি কবাল তাদের, কিছু টাকা হাত-বদল হলো। এক ঘণ্টা প্র্যাকটিস করতে পারবে রানা। ইচ্ছে করলে অতিরিক্ত অ্যামুনিশনও কিনতে পারবে।

একের পর এক, বারবার ফায়ার করল রানা। প্রতিবার ভাল রেজাল্ট করল। নতুন রাইফেল নিয়ে রাতের বেলা প্র্যাকটিস করার অভিজ্ঞতা কাজে লেগে যেতে পারে। কেউ জানে না কখন কোথায় ডালচিমস্কির সাথে দেখা হয়ে যাবে তার।

চার

সন্ধ্যা ছ'টার খবরে কিছুই বলা হলো না, হতাশায় ম্লান হয়ে গেল ডালচিমস্কির চেহারা। কোথাও কিছু ধ্বংস হলে তার খবর যোগাড় করার ব্যাপারে মার্কিন রিপোর্টাররা ভারি পটু। রেডিও বা টিভিতে দুর্ঘটনার কথা দিয়েই শুরু করা হয় খবর পড়া। প্রায়ই শোনা যায়, শিকাগোর একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে আগুন লেগে যাওয়ায় পঞ্চান্ন ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে, ডালাস কিংবা নিউ অর্লিয়ন্সে উন্মাদ এক স্নাইপার বিনা কারণে সতেরোজন শিশুকে গুলি করে মেরেছে, স্কুল বাস খাদে পড়ে যাওয়ায় শিক্ষক সহ বাহান্নজন ছাত্রের সলিল সমাধি ইত্যাদি। এ-সব খবর দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপা হয়। তবে টোকিও বা কাঠমুণ্ডুতে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পাঁচ-সাতশো লোক মারা গেলে রেডিও বা টিভিতে খবরটা এলেও, একেবারে

শেষের দিকে দু'এক কথায় সেরে দেয়া হয়, আর কাগজগুলোয় ছাপা হয় ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে। সান্ধ্য সংস্করণ কিনে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলাল ডালচিমস্কি। কোন খবর নেই। আশ্চর্য ব্যাপার তো, টেক্সাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা অংশ! ঘটনা ঘটেছে অথচ গুরুত্ব পায়নি, এমন হতেই পারে না।

তাহলে কি কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা চেপে গেছে?

অসম্ভবিকর হতে পারে মনে করে সোভিয়েত সরকার প্লেন দুর্ঘটনা সহ আরও অনেক ঘটনার কথা চেপে যায়। দেখাদেখি আমেরিকান সরকারও সে-পথ ধরেছে নাকি?

ডিনার খেতে খেতে আপনমনে মাথা নাড়তে লাগল ডালচিমস্কি। উঁহুঁ, তা সম্ভব নয়। এ-ধরনের একটা খবর ইচ্ছে করলেই চেপে রাখা যায় না। একটা নয়, দুটো নয়, চল্লিশটা নিউক্লিয়ার গুজবহেড! সবগুলো বিস্ফোরিত হলে কল্পনার বাইরে আওয়াজ হবে। সে আওয়াজ চেপে রাখা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর আগুন? তা-ও তো আকাশ ছোঁবে! একশো মাইল দূর থেকে দেখতে পাবে মানুষ!

হয়তো সবগুলো বিস্ফোরিত হয়নি।

হয়তো এয়ারফোর্সের 'স্পেশাল উইপনস' বাঙ্কারের কাছে সিকিউরিটি গার্ডরা হ্যারি মার্কসকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।

ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা করো। সে-ধরনের কিছু ঘটে থাকলেও, এগারোটার খবরে নিশ্চয় বলা হবে। এগারোটার খবরে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও বাদ পড়ে না।

সাড়ে দশটা থেকে রুট সেভেনের নামকরা একটা বারে বসে আছে ডালচিমস্কি। এগারোটার খবরে ইন্ডিয়ান গর্জ, টেক্সাস, বা কাছেপিঠের এয়ার বেস সম্পর্কে একটা কথাও বলা হলো না। প্রাক্তন কে.জি.বি. ডকুমেন্টস এক্সপার্ট অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। পোটা ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা না থেকে পারে না। আবিষ্কার করল, মাত্রা ছাড়িয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে সে।

নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। এর আগে প্রতিবার সব কিছু ঠিকঠাক মত সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু এবারের ব্যাপারটা কেঁচে গেছে। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এসে সুটকেস গোছাতে লাগল সে, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। গোলমাল কিছু যদি ঘটেই থাকে, সবচেয়ে নিরাপদ হবে কেটে পড়া। মুহূর্তের মধ্যে গায়েব হয়ে যাওয়া।

না।

রাত দুপুরে হোটেল ছেড়ে চলে গেলে লোকের মনে সন্দেহ হবে।

রাতে ভাল ঘুম হলো না। ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের বিল মেটাল ডালচিমস্কি, পিটসফিল্ডের রেন্টাল এজেন্সিতে ফিরিয়ে দিল গাড়িটা। সকাল এগারোটায় বাসে চড়ল, ম্যাসাচুসেটস টার্নপাইক হয়ে বোস্টনের দিকে ছুটল বাস। বার্কশায়ারে আসাটাই তার বোকামি হয়ে গেছে, কারণ এখানে কোন

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: aminsumon@yahoo.com Web: http://aminsumon.tk

রেল বা এয়ার সার্ভিস নেই। বোস্টনের মত বড় শহরে থাকলে যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিকে রওনা হওয়া সম্ভব। তাছাড়া প্রচুর লোকজনের ভিড়ে নিরাপদ বোধ করবে সে। এখান থেকে ইচ্ছে করলে মন্ট্রিয়লেও চলে যেতে পারে।

মুখ তুলল ডালচিনস্কি, আঁটসাঁট ব্লাউজ পরা যুবতী এক মেয়ের চাউস বুকের ওপর চোখ আটকে গেল। ধীর পায়ে 'রেস্ট রুম'-এর দিকে চলে গেল। রেস্ট রুম মানে টয়লেট, রাশিয়ার বাসগুলোয় এ-ধরনের সুযোগ সুবিধে থাকে না। কিন্তু টয়লেটের কথা বা আমেরিকায় কি আছে আর রাশিয়ায় কি নেই এ-সব সে ভাবছে না। ভাবছে মেয়েটার কথা। না, তাও সে ভাবছে না। কিছুই ভাবছে না। যুবতী মেয়েটার যৌবন দেখে রিয়াক্ট করছে তার শরীর। তার ভেতর কি যেন একটা আপনাআপনি নড়ে উঠেছে, নড়ে উঠে নিঃসঙ্গতার কথা আর নিজের শরীরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। শরীর আর মনের চাহিদা দমন করার চেষ্টা করল সে, তিরস্কার করল নিজেকে, কিন্তু মেয়েটাকে রেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ঘন ঘন ঢোক গিলল, চোখ ফেরাতে পারল না। নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করল, একটা মেয়ে বা তার নিজের শরীরের চাহিদার চেয়ে মিশনটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। টেলি-রুম ফাটাবার আনন্দের সাথে আর কিছুর কোন তুলনা চলে না।

কিন্তু কোথায় সে আনন্দ? হ্যারি মার্কস বিস্ফোরিত হয়নি।

একবার না পারিলে দেখো শতবার। একজোড়া স্তনের কথা ভুলে গিয়ে কাজের কথা ভাবো।

বোস্টনের পার্ক স্কয়্যারে বাস থেকে নামল সে। আরলিংটন স্ট্রীট খুব বেশি দূরে নয়, হেঁটেই চলে এল হোটেল হিলটন পর্যন্ত। বড়সড় হোটেল, এগারোশো কামরা। লোকজনের ভিড়ে নিরাপদ বোধ করল সে। তবু সারাটা দিন উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল। মারাত্মক কিছু একটা যে ঘটেছে তাতে আর সন্দেহ কি। হেরাল্ড আমেরিকান-এর সান্ধ্য সংস্করণেও কোন খবর থাকল না।

বিপদের আশঙ্কা করতে লাগল ডালচিনস্কি। তার মনে হতে লাগল, কারা যেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। ঘন্টার পর ঘন্টা হোটেল কামরায় পায়চারি করেও উত্তেজনা কমানো গেল না। রুম সার্ভিসকে ডেকে ঘরেই ডিনার দিতে বলল, টেলিভিশনের সামনে থেকে নড়তে চায় না। নতুন একটা ভয় উঁকি দিচ্ছে মনের আনাচেকানাচে—হোটেলের নিচে হয়তো ওত পেতে আছে অজানা কোন বিপদ। পুলিস হতে পারে, এফ.বি.আই. হতে পারে। গোটা হোটেল ঘিরে রেখেছে। অপেক্ষা করছে কখন সে নামবে।

নাহ, নিজেকে ধোঁকা দেয়ার কোন মানে হয় না! আমেরিকান পুলিস বা এফ.বি.আই. তার সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানে রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আর কে.জি.বি.। কে.জি.বি. এজেন্টদের পাঠানো হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ তাদের মধ্যে কে স্ট্যালিনপন্থী আর কে নয় কেউ তা জানে

না। এলে আসলে গ্রু-র কমান্ডোরা আসবে, এসেছেও তারাই।

তা আসুক। খাতাটা ওদের পেতে হচ্ছে না।

পায়চারি করতে করতে বিড় বিড় করছে ডালচিনস্কি। সত্যি যদি দেখি হোটেলটা ঘিরে ফেলছে ওরা, সাথে সাথে টেলিফোন করতে শুরু করব। তার আগে দরজায় চেয়ার-টেবিল-ওয়ার্ডরোব ঠেকিয়ে ভেতরে ঢোকার পথটা বন্ধ করতে হবে। বিশটা ফোন করতে এক ঘন্টার মত সময় লাগবে তার। এখন থেকে শুরু করলে মাঝরাতের মধ্যে সবগুলো টেলি-রুম ফাটিয়ে দিতে পারবে সে।

জানালার দিকে হেঁটে গেল ডালচিনস্কি। সাততলা নিচে রাস্তা। গ্রু-র লোকদের যদি দেখা যায়, আমেরিকা আর রাশিয়ার দুর্ভাগ্য বলতে হবে সেটা। গোটা দুনিয়ার দুর্ভাগ্য।

কিন্তু নিচের রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দু'একজন পথিক ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ দাঁড়িয়ে নেই। রাস্তার কিনারায় কোন গাড়িও থেমে নেই।

রাত দশটার কিছু পর কামরা থেকে বেরুল ডালচিনস্কি। সিঁড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করল সে, এলিভেটরে চড়তে ভয় করছে। জানে, এলিভেটরে বোমা ফিট করে রাখতে খুব পছন্দ করে গ্রু-র কমান্ডোরা।

বিশাল বড় নিয়ে সাততলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এসে হাঁপাতে লাগল সে। টয়লেটে ঢুকে বসল, জিরিয়ে নিচ্ছে। তারপর লাউঞ্জে বেরিয়ে এসে চারদিকে সতর্ক চোখে তাকাল। লোকজনের মধ্যে কেউ তার শত্রু থাকতে পারে। যুবক-যুবতীদের একটা দল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, গলা ছেড়ে হাসছে তারা, বুদ্ধি করে তাদের সাথে ভিড়ে গেল সে। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসে পিছন দিকটা দেখে নিল। না, কেউ অনুসরণ করছে না। হন হন করে হাঁটতে শুরু করল সে। কোথায় যাচ্ছে জানে না। শুধু জানে, নোংরা কোন এলাকায় যেতে হবে। যেখানে সস্তা ছায়াছবি দেখানো হয়, থিয়েটারের মঞ্চে প্রায় উলঙ্গ হয়ে অভিনয় করে মেয়েরা, অলিতে গলিতে ঘুর ঘুর করে বেশ্যাগুলো।

দুশ্চিন্তা-মুক্ত হবার জন্যে খানিক আনন্দ-ফুর্তি করা দরকার তার আজ।

ঘন্টা দেড়েক হাঁটার পর জায়গামত পৌঁছে গেল ডালচিনস্কি। রাস্তার দু'ধারে সার সার দরজা, প্রতিটি দরজা আলোকমালায় সাজানো। দরজার পাশেই টিকেট কাউন্টার। ভেতরে লম্বা একটা করিডর, করিডরে সার সার বাক্স আকৃতির ঘর। ঘরের ভেতর একটাই টুল, সেটায় বসে একটা গোল ফুটোয় চোখ রাখতে হয়। ফুটোর ওদিকে আলোকিত মঞ্চ, একজোড়া যুবক-যুবতী আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছে। অন্তত দরজার পাশের দেয়ালে সাঁটানো পোস্টারে সে প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছে।

একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল ডালচিনস্কি। এ ধরনের টিকেট ঘরে বসা লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল। এ ধরনের প্রৌঢ় খদ্দেরদের স্বভাব তার জানা আছে। প্রায় সবাই প্রথম প্রথম ভেতরে

Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

ঢুকতে ইতস্তত বোধ করে। কিন্তু একবার শো দেখার পর নিয়মিত দর্শক বনে যায়। চোখাচোখি হলে লজ্জা পেয়ে সরে যেতে পারে।

চোখাচোখি হলো না, তবু সরে গেল ডালচিমক্কি। প্রায় ছুটতে শুরু করল সে। রাস্তার দু'পাশে হন্যে হয়ে কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ তার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ফোন বুদের ভেতর ঢুকল ডালচিমক্কি। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে খুচরো পয়সাগুলো স্পর্শ করল। খুচরো পয়সা কোন সমস্যা নয়। উত্তর আমেরিকায় পা দেয়ার পর থেকে সব সময় তিন ডলারের মত খুচরো পয়সা পকেটে রাখছে সে। দরকার হলেই যাতে বোমাবাজি শুরু করে দিতে পারে। পকেটে পয়সা থাকায় নিজেকে তার নিঃশঙ্ক বলে মনে হচ্ছে।

ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকল ডালচিমক্কি। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, তবে শীত, গরম বা শরীরের কথা ভাবছে না সে। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, খেয়াল করল না। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতরটা। রিসিভার তুলে ফেন্সানের নম্বরে ডায়াল করতে শুরু করল। কাজটা হয়তো বোকামি কিংবা সেধেতই বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবু তাকে জানতে হবে।

'হ্যালো,' নারীকণ্ঠ, গলায় টেক্সাসের সুরে, খুব একটা কম নয় বয়স।

'মি. হ্যারি মার্কস...?'

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেন্ড কোন শব্দ হলো না, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল। 'আপনি বোধহয় খবর পাননি। মি. মার্কস অ্যাক্সিডেন্ট...'

তাকে শেষ করতে না দিয়ে প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল ডালচিমক্কি, 'নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু নয়?'

আবার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ হলো। 'সিরিয়াস,' মহিলা বলল। 'ইন্টারস্টেট ধরে কাল তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এয়ার বেসের দিকে। বড় একটা ট্রেইলর ট্রাক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তাঁর পিছু পিছু নামছিল, ব্রেক ফেল করে। ধাক্কা লাগার সময় ট্রাকের স্পীড ছিল আশি, তাঁর গাড়ি খাদে পড়ে যায়।'

চোখ বুজল ডালচিমক্কি, দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করল। খাদের কিনারা থেকে ছোট্ট গাড়িটা খসে পড়ছে। 'মি. মার্কস...?'

'মারা গেছেন,' মহিলা বলল। 'ভয়াবহ, এক কথায় ভয়াবহ। তিনি কোন সুযোগই পাননি।'

অ্যামবুশ?

ফাঁদে ফেলে মারা হয়েছে তাকে?

গ্রু-র কমান্ডোরা এ-ধরনের দুর্ঘটনার আবরণেই শত্রুদের যমের বাড়ি পাঠায়, জানা আছে ডালচিমক্কির। ডীপ-কাভার এজেন্টদের সে ব্যবহার করার আগে কমান্ডোরা তাদের মেরে ফেলবে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রু? 'দুঃখজনক, মর্মান্তিক...,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে। আপনি তাঁর বন্ধু?'

'ঠিক তা নয়, জানাশোনা ছিল। দয়া করে মিসেস মার্কসকে আমার সহানুভূতি জানাবেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি তার বোন।'

রিসিভার রেখে দিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল ডালচিমক্কি, কাঁপছে। শুধু উদ্বিগ্ন নয়, ভয়ও পেয়েছে। মার্কসকে যদি মেরে থাকে, অন্যান্যদের ওপরও তাহলে চোখ রাখছে ওরা। হয়তো পঞ্চাশ জনের একটা দল পাঠিয়েছে গ্রু। মেক্সিকো আর কানাডায় এরকম দল আছে ওদের। তারা হয়তো ওকেও খুঁজছে। পরচুলা পরেছে, নতুন গোঁফ গজিয়েছে ঠোঁটের ওপর, তবু ওকে তারা চিনে ফেলতে পারে। ট্রেনিং পাওয়া শিকারী তারা, শিকারের খোঁজে বেরিয়ে খালি হাতে ফেরে না। ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিড়বিড় করে বলল সে, 'আমাকে ধরা অত সহজ নয়!'

'কিন্তু আমি তোমার হাতে ধরা দিতে চাই, প্রিয়তম।' হেসে উঠে প্রায় ডালচিমক্কির গায়ে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। সেই বাসে দেখা মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল ডালচিমক্কির। এই মেয়েটার বুকজোড়া তার চেয়েও বড়। ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর বয়স, চোখ আর ভুরু নাচিয়ে নিজেই বলে দিচ্ছে, পতিতা। ঠোঁটে সবজান্তার হাসি, কাপড় থেকে ভুর ভুর করে সেন্টের কড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। সম্ভাদরের কীট একটা, পৌরুষশক্তি প্রয়োগ করার জন্যে আদর্শ পাত্রী হতে পারে। ওর সাথে গেলে অন্তত ঘণ্টাখানেক গ্রু-র কথা ভুলে থাকা যায়।

ডালচিমক্কিকে ইতস্তত করতে দেখে খিল খিল করে হাসল মেয়েটা। 'নিজেকে ঠকিয়ো না হে, আত্মাকে কষ্ট দিয়ো না। বোঝাই যাচ্ছে, অ্যাকশন দরকার তোমার।'

'তা দরকার,' স্বীকার করল ডালচিমক্কি।

'এসো তাহলে একটা পার্টির ব্যবস্থা করি,' প্রস্তাব করল মেয়েটা। 'আমার এক গার্লফ্রেন্ড আছে, একই কামরায় থাকি আমরা। সোনালি মেয়ে। তা-আ-আ-রি দুষ্টু। আর এত সব মজার মজার কৌশল জানে না, কি বলব! কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

'মন্দ কি!' রাজি হয়ে গেল ডালচিমক্কি। কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। এতটা অসংযমী হওয়া কি উচিত হচ্ছে? বিশেষ করে নিজেকে যখন চিনি? বন্ধ ঘরে দুটো মেয়েকে পেয়ে যদি নিজেকে সামলে রাখতে না পারি? আরে দূর, আমি কি অবোধ শিশু? 'চলো তাহলে। কোথায়?'

'পঞ্চাশ ডলার, ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'কাজ দেখে তোমার অবশ্য পাঁচশো ডলার দিতে ইচ্ছে করবে।' জিভের ডগা বের করে ঠোঁট ভেজাল সে। ডালচিমক্কিকে যেন বিশ্বাস করতে হবে মেয়েটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছে।

Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com ~ Web: http://amisumon.tk

তৃতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলে এল ওরা। লাল চোখে ঘুম নিয়ে দরজা খুলে দিল দ্বিতীয় মেয়েটা। হাড্ডিসারই বলা চলে, অস্বাভাবিক লম্বা, শেষবার কবে গোসল করেছে বলা মুশকিল। সোনালি চুল, কিন্তু যত্ন করা। আগে পঞ্চাশ ডলার দিতে হলো, তারপর ওরা বিবস্ত্র করল ডালচিমস্কিকে। দু'জন ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিল তাকে। তারপর বিবস্ত্র হলো নিজেরা। সবই যান্ত্রিকভাবে ঘটছে, এর আগে বহু বার এ-সব করেছে ওরা। চোখ বুজে পড়ে থাকল ডালচিমস্কি। শরীরটাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মাথাটাকে চিন্তা-শূন্য করার চেষ্টা করল সে।

'তুমি নিউ ইয়র্ক থেকে আসছ, ডার্লিং?' লম্বা মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তবে আমার জন্ম হল্যান্ডে।'

'কথা শুনে আঁচ করা যায়।'

আদরের হাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

'তুমি ক্লান্ত,' প্রথম মেয়েটা বলল। 'হাত-পা কিছুই তোমাকে নাড়তে হবে না, যা করার সব আমরা করছি।'

মেয়েটা বলার পর ডালচিমস্কিরও তাই মনে হলো, সে ভীষণ ক্লান্ত। কতক্ষণ পর জানে না, হঠাৎ চোখ মেলে উপলব্ধি করল, ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অন্তত কয়েক মিনিট তো বটেই। ঘুমটা ভেঙেছে ইঞ্জিনের শব্দে, রাস্তা দিয়ে ভারী একটা ট্রাক ছুটে গেছে বলে মনে হলো। সোনালি মেয়েটা এখনও তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, আদর করছে তাকে। কিন্তু প্রথম মেয়েটা বাথরুমে। খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখতে পেল ডালচিমস্কি, সিঙ্কের ওপর আজনায় তার প্রতিবিম্ব।

ডালচিমস্কির মানিব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখছে সে।

সাথে সাথে বুঝতে পারল ডালচিমস্কি কি করতে হবে। দু'হাত তুলে খপ্ করে সোনালি চুল মেয়েটার গলা পেঁচিয়ে ধরল সে, তারপর হ্যাচকা টান দিয়ে মট্ করে ভেঙে ফেলল ঘাড়। তৃপ্তির একটা ঢেউ বয়ে গেল তার সারা শরীরে। একেই বলে গায়ের জোর!

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ঠোঁটে নিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল ডালচিমস্কি। নিঃশব্দ পায়ে মেঝেতে নামল সে। টেবিল থেকে তুলে নিল টেবিল-ল্যাম্পটা। সুইচবোর্ডের সামনে থেমে প্লাগটা খুলল। বাথরুমের দরজার সামনে এসে দেখল, ব্যস্তভাবে টাকা গুনছে মেয়েটা।

চার হাজার দুশো বাষট্টি ডলার। মেলা টাকা! আপনমনে হাসতে লাগল মেয়েটা। ঘাড় ফেরাতে শুরু করল সে। টেবিল-ল্যাম্পের গোড়াটা সর্বশক্তি দিয়ে তার মুখের ওপর নামিয়ে আনল ডালচিমস্কি, মধুর হাসিটুকু থ্যাতলানো মুখের ভেতর সেঁধিয়ে দিল। টলমল করতে থাকল অসহায় নারী, তার গলায় কর্ডটা পেঁচাল ডালচিমস্কি। নব্বই সেকেন্ড পর মারা গেল বিশাল বক্ষ মেয়েটা। মেঝে থেকে মানিব্যাগ আর টাকা তুলে দ্রুত কাপড় পরল ডালচিমস্কি। মেয়েটার নীল আন্ডারপ্যান্ট দিয়ে ল্যাম্পের গোড়াটা মোছার ব্যর্থ

চেষ্টা করল সে। হোটেল থেকে বেরুবার সময় ভাবল, তেমন কিছু এসে যায় না। স্রেফ বেশ্যা ছিল ওরা। কেউ ওদের অভাব বোধ করবে না। পচে দুর্গন্ধ না ছোটা পর্যন্ত কেউ হয়তো জানতেও পারবে না কিছু।

তত্ক্ষণে অনেক দূরে চলে যাবে ডালচিমস্কি। অন্তত এক হাজার মাইল দূরে। তার পকেটে থাকবে খাতাটা আর তিন ডলার খুচরো পয়সা। দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ ডালচিমস্কি কোথায় আছে কেউ তা জানবে না।

পাঁচ

মানুষ বোধহয় বেশিরভাগই কিছুটা সৎ কিছুটা অসৎ। অন্তত সার্জেন্ট টেনশেল সেরকম একজন মানুষ। অবৈধ পয়সা খায় সে, তবে বিনিময়ে নিষ্ঠার সাথে দ্রুত কাজও করে দেয়। পুরোপুরি অসৎ হলে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকায় নিক ডালোর নামটা তুলত না বা টেলি-প্রিন্টারের সাহায্যে তার চেহারার বর্ণনা সারা দেশে প্রচারের ব্যবস্থাও করত না। শুধু যে চেহারার বর্ণনা আর নামটা প্রচার পেল তাই নয়, এফ.বি.আই. আর পুলিস বিভাগের টেলি-ফটো সার্ভিসের কল্যাণে দেশের সবগুলো রাজ্যের সবগুলো পুলিস স্টেশন আর এফ.বি.আই. শাখা অফিসে নিক ডালোর অর্থাৎ নিকোলাই ডালচিমস্কির ফটোও পৌঁছে গেল। কে.জি.বি. চীফ লুদভিক কায়কোভস্কি যদি জানতে পারতেন ডকুমেন্টস এক্সপার্টের ফটো মার্কিন পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে মাসুদ রানা নির্ঘাত মূর্ছা যেতেন তিনি।

পঞ্চাশটা রাজ্যের স্টেট, সিটি, এবং ফেডারেল পুলিস সেদিন বিকেল থেকেই নিক ডালোকে খুঁজতে শুরু করল। কাজটা রুটিন, কাজেই কেউই কোন টেনশনে ভুগল না। শুধু এই একজন লোককে খুঁজছে না তারা—চুরি যাওয়া গাড়ি, পলাতক কিশোর-কিশোরী, ড্রাগস বিক্রেতা, অদৃশ্য আসামী, লুঠ হওয়া স্বর্ণালঙ্কার, এবং আরও হাজার হাজার লোক আর মালামাল খুঁজে বের করতে হবে তাদের।

পরদিন জর্জিয়াতে ডালো নামে এক লোক গ্রেফতার হলো। কিন্তু তার বয়স মাত্র চব্বিশ, নতুন চাকরিতে ঢুকে তহবিল মেরে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

ডেট্রয়টের একজন মটরসাইকেল পেট্রলম্যান একটা ইমপেরিয়াল গাড়ির পিছু নিল। তার সন্দেহ হলো, ড্রাইভার লোকটার চেহারা নিক ডালোর মত। খানিক পর জানা গেল, ভদ্রলোক ফোর্ড মটর করপোরেশনের একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সান ফ্রান্সিসকো-য় গ্রেফতার করা হলো এক লোককে। থানায় নিয়ে এসে জেরা করার সময় জানা গেল—বয়স চেহারা ইত্যাদি অনেকটা মিললেও লোকটা আসলে লোক নয়, মেয়েলোক—পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি লম্বা

PROTECTED

লেসবিয়ান। থানা থেকে বেরুবার সময় সে বলে গেল, পুলিসের বিরুদ্ধে মানহানির কেস করার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

ওহায়ো থেকে খবর এল, সেখানকার পুলিস নারোনা ডালোপোলিস নামে এক প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করেছে, লোকটা অশ্লীল ছবির ব্যবসা করে।

ওদিকে রানা ওর শুটিং প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে। রোজ রাতে এক ঘন্টা করে রেঞ্জে থাকে ও, হাতের টিপ ঝালিয়ে নেয়। তারপর সঙ্গিনীকে নিয়ে বের হয় শহর দেখতে, নামকরা রেস্তোরাঁয় ডিনার খায়, ক্যাসিনোয় জুয়া খেলে, আর নাইটক্লাবে নাচানাচি করে হোটেলে ফিরে আসে। পরদিন দুপুর বারোটার আগে ওদের ঘুম ভাঙে না।

এক রাতে লিটল স্টার ক্যাসিনোয় রুলেৎ খেলে দুশো ডলার জিতল রানা। একটা টেবিলে বসে বিয়ার খাচ্ছে, ওয়েটার এসে চিরকুট দিয়ে গেল একটা। রানা সেটা পড়ছে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লিলি বলল, 'দেখব না।'

'এক্সকিউজ মি,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা। সোজা টয়লেটে গিয়ে ঢুকল ও। চওড়া এনভেলাপে মোড়া একটা প্যাকেট রিসিভ করে বেরিয়ে এল। লিলির কাছে যখন ফিরে এল, হাতে কিছুই নেই।

'কে ডেকেছিল, কি কথা হলো, কিছুই আমি জানতে চাইব না,' বলল লিলি।

'এই না হলে আদর্শ স্ত্রী!'

ক্যাসিনোর চারদিকে চোখ বুলাল লিলি। 'ডাকাতি করে এখান থেকে কেউ পালাতে পারবে বলে মনে হয় না, তুমি কি বলো? সিকিউরিটি সিস্টেমে কোন খুঁত না থাকারই কথা।'

সিগারেট ধরাল রানা। 'কোন কাজই অসম্ভব নয়। যোগ্য লোক, উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট, নিখুঁত প্ল্যান দাও, ফোর্ট নক্স লুঠ করে আনতে পারি। সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে কোন জায়গা নেই। হয়তো ভেতরের এক লোকের সাহায্য দরকার হবে। ওয়েলি এয়ারপোর্ট, কুরিয়ার সেন্টারে কি ঘটেছিল, মনে আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি।

'কি যেন নাম লোকটার? শিকাগো ট্রিবিউনে পুরো ঘটনাটা ছাপা হয়েছিল। জনসন। পঁচিশ বছর জেল হয় তার। সার্জেন্ট জনসন।'

মার্কিন আর্মির একজন সার্জেন্ট ছিল লোকটা, মনে পড়ল লিলির। আর্মড ফোর্সের কুরিয়ার সেন্টারে অসংখ্য টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট ছিল, প্রায় সবগুলোর ফটো তুলে পাচার করতে যাচ্ছিল লোকটা। মনে করা হত, ভল্টটার ধারেকাছেও কেউ পৌঁছুতে পারবে না। বারোজন সশস্ত্র গার্ড পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। খরচ বহুল ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে ভল্টে হাত দেয়া সত্যি অসম্ভব বলে মনে হত। কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখায় জনসন। সেই থেকে অনেক এসপিওনাজ অর্গানাইজেশনের ট্রেনিং প্রোগ্রামে জনসনের ক্লাসিক অপারেশন ঠাঁই করে

নিয়েছে। 'তুমি পারবে—এখানে?' অনেকটা বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল লিলি।

'আন্দাজ করি পারব, কিন্তু কার দায় পড়েছে? কিছুক্ষণ পর পর সরিয়ে ফেলা হচ্ছে টাকা—হানা দিলে বেশি হলে আশি হাজার থেকে এক লাখ ডলার পাবে তুমি। যদি ডাকাতি করতে চাই, বড় একটা ব্যাংক বেছে নেব। আমরা যাকে খুঁজছি, ওই ব্যাটাও তাই বেছে নিয়েছিল, তুমি জানো? তার মত আমি অবশ্য কাউকে খুন করব না।'

'বলতে চাইছ ব্যাংক ডাকাত হিসেবে তারচেয়ে যোগ্য তুমি?'

'দশগুণ।'

'কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে কোন কোন কাজে তোমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য সে?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'কেন অস্বীকার করব? অনেক কিছুতেই আমার চেয়ে ভাল সে। একটা সার্টিফিকেট এখুনি তাকে দেয়া যায়—চ্যাম্পিয়ন টেলিফোনার। এই, আরেক দফা বিয়ার চলবে নাকি?'

'কফি?' সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার, করিডরে চ্যারিটি উডস্টকের সাথে দেখা হয়ে গেল কর্নেল জন ক্যাসেলের।

মাথা ঝাঁকাল উডস্টক। ক্যাফেটেরিয়ার দিকে এগোল ওরা। আড়চোখে তাকিয়ে জন ক্যাসেল নিশ্চিত হলো, হ্যাঁ, আজও চ্যারিটি ব্রেসিয়ার পরেনি। অর্থাৎ পরপর ছ'দিন! চ্যারিটির এ এক ধরনের উদ্ভট জেদই বলতে হবে, ভাবল সে। নাহয় তার নতুন, হালকা গোলাপী ব্রেসিয়ারটার দিকে বারবার তাকাত সে, তাই বলে রেগেমেগে সেটা চিরকালের জন্যে খুলে ফেলতে হবে? এখন যে তাকাচ্ছি, এখন কি করবে? 'পলব্রেথের সাথে কথা বলছিলাম,' নরম সুরে বলল সে।

হেনরি পলব্রেথ কর্নেল নয়, এজেন্সির সিনিয়র কর্মকর্তাদের একজন। চোদ্দ বছর ধরে গাধার খাটনি খেটে জন ক্যাসেলের সমমর্যাদায় উঠে এসেছে লোকটা। ওয়ার্কিং গ্রুপ ফাইভে সি.আই.এ-র প্রতিনিধিত্ব করে সে। সেজন্যে বছরে আট হাজার ডলারের বেশি বেতন পায়। টলস্টয়, হেকড, ফিদেল কাস্ট্রোর যৌন-জীবন সম্পর্কে যা কিছু জানার সব জানে। খুব ভাল দাবা খেলে।

'তারমানে বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছিলেন আপনি,' বলল চ্যারিটি উডস্টক।

'ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার ঘটনা আর কলোরাডোর ঘটনা, দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিল,' বলল কর্নেল। 'বলল, এফ.বি.আই. নাকি লিভেনওয়ার্থ আর্মি হসপিটালের ঘটনাটা নিয়ে খুব চেতে আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল চ্যারিটি। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কর্নেল ভাবল, ওর নগ্ন

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

কাঁধে হাত রাখার জন্যে আরও সাধনা করতে হবে আমাকে। 'এ-সব ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না, জানলেও এই মুহূর্তে মুখ খুলতে রাজি নই।'

'ঠিক তাই তাকে বলেছি, চ্যারিটি। বলেছি, আমাদের ধারণা সবগুলোই সম্ভবত পাগল-ছাগলদের কাজ।'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল চ্যারিটি, রীতিমত শব্দ করে ঢোক গিলল জন ক্যাসেল।

'বেন সুইটল্যান্ডও আমার অফিসে এসেছিল,' বলল সে।

'তিনি আবার কি চান?'

'বিগ বড সম্পর্কে জানতে চাইছিল,' বলল ক্যাসেল। 'কন্ট্রোল রুম থেকে হয়ে আমার কাছে আসে।'

'তারমানে তিনি জানেন, দ্বিতীয় পাখিটাও গাইছে না!' গম্ভীর হলো চ্যারিটি। 'আপনার কাজিন সম্পর্কে নিশ্চয়ই খুব উদ্বেগ প্রকাশ করল?'

'মাত্রা ছাড়িয়ে। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি, ওর ব্যাপারে তাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'আপনার কাজিনকে জানিয়েছেন, ছারপোকাটা ধরা পড়েছে?' জিজ্ঞেস করল চ্যারিটি, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই লক্ষ করল, তার বুকের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জন ক্যাসেল।

'আমরা তাকে চিনতে পেরেছি,' তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল জন ক্যাসেল। 'কিন্তু ধরিনি। দ্বিতীয় পাখিটাও গাইছে না, তারমানে প্রমাণ সহ এখন তাকে ধরা বেশ কঠিনই হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে চ্যাপেলকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতাম,' বলল চ্যারিটি। 'সুযোগ না পেলে একজন লোক কিভাবে বেঈমানী করবে?'

'এই জন্যেই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে...,' শুরু করল ক্যাসেল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে চ্যারিটি বলল, 'ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কিছু বলার থাকলে আগে একটা নোটিস দেবেন, মি. ক্যাসেল। কেননা আমারও তো শোনার জন্যে একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার।'

মাথা নিচু করে নিয়ে ক্যাসেল বলল, 'তোমার তো এতদিনে বোঝার কথা যে আমি খুব লাজুক প্রকৃতির মানুষ...।'

আবার তাকে বাধা দিল চ্যারিটি, 'নোটিস!'

ক্যাফেটেরিয়ায় বসল ওরা। ক্যাসেল বলল, 'ঠিক আছে, আজ তোমাকে নোটিস দিলাম...।'

'আবার যেদিন কফি খেতে আসব এখানে সেদিন আপনার কথা শোনা যাবে,' বলল চ্যারিটি। 'এখন কাজের কথা হোক, কেমন?'

'কাজের কথা?'

'বেন সুইটল্যান্ড বা হেনরি গলব্রেথ, এদেরকে সন্তুষ্ট করা দরকার,' বলল চ্যারিটি। 'তা না হলে ডিরেক্টরের কাছে অভিযোগ করে বলবে, আমরা

সহযোগিতা করছি না।'

ওয়েটার ওদেরকে কফি দিয়ে গেল।

'কিভাবে সন্তুষ্ট করতে চাও?' আগ্রহী হয়ে উঠল কর্নেল।

'অ্যানালিস্ট হিসেবে আমার ওপর খুব আস্থা ওদের। ভার্জিনিয়া, কলোরাডো, এবং লিভেনওয়র্থে যা যা ঘটেছে সব লিখে ফেলব আমি, তারপর গবেষণা করব...।'

'গবেষণার ফলাফল কি হবে আমি আন্দাজ করতে পারছি,' হাসতে লাগল কর্নেল।

'পাগলদের কাজ,' বলল চ্যারিটি। 'দিন কয়েক অন্তত বোকা বানিয়ে রাখা যাবে ওদের।'

'গুড আইডিয়া, চ্যারিটি,' খুশি হয়ে উঠল কর্নেল। 'তাড়াতাড়ি শেষ করো তোমার গবেষণা। কাল বাদে পরশু এখানে বসে ফলাফলটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি আমরা, কি বলো?'

'আপনি কিন্তু মোটেও লাজুক নন, মি. জন ক্যাসেল,' বলল চ্যারিটি, 'স্যার। এদিকে কেন, আমার চোখের দিকে তাকাতে পারেন না?'

জন ক্যাসেলের হাতের কাপ থেকে লাফ দিয়ে টেবিলে পড়ল খানিকটা কফি। চ্যারিটি উডস্টকের বুকের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তার চোখের দিকে তাকাল সে। মেয়েটা হাসছে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল তার।

'তোর ইয়ে করি, ইয়ংব্লাড!'

রোজ সকালে মনে মনে গালটা দিয়ে তারপর কাজে হাত দেয় জর্জ স্যাক্সটন। ডিটেকটিভ পুলিস অফিসার হিসেবে যোগ্য এবং সৎ সে, কিন্তু তার দাদার বাবা সিসিলীয় মাফিয়া পরিবারের একজন প্রতাপশালী সদস্য ছিল এ-কথা তো আর মিথ্যে নয়। কাজেই কেউ তাকে অপমান করলে বা অসুবিধেয় ফেললে ঐতিহ্যবাহী রক্তে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জাগে। আইনের লোক, ছুরিতে শান না দিয়ে শান দেয় মুখে। বেলুন আকৃতির পেট বিশিষ্ট লেফটেন্যান্ট ইয়ংব্লাড প্রায় এক বছর হলো হোমিসাইড ডিভিশনে বদলি করে পাঠিয়েছে স্যাক্সটনকে। বোস্টন পুলিস ডিপার্টমেন্টের কেউই বাধ্য না হলে হোমিসাইডে আসতে চায় না। কারণ হোমিসাইডে ডিউটি দিতে হয় বিরতিহীন চব্বিশ ঘণ্টা, অথচ বেতন সবাই যা পায় তাই। খুন-খারাবি কোথাও না কোথাও ঘটছেই, আর রিপোর্টাররা চিনেজোঁকের মত সব সময় লেগে থাকছে গায়ে। গরম গরম এমন সব খবর আর চোখা চোখা এমন সব অভিযোগ ছাপা হয় কাগজগুলোয়, প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক থাকে এই বুঝি চাকরিটা গেল। রিপোর্টারদের ধারণা, দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রতিটি হত্যা রহস্যের কিনারা হয়ে যাওয়া উচিত। এদের জানা নেই, পুলিস স্ট্যাটিস্টিক্স বলে, পারিবারিক কলহের জের হিসেবে যে-সব খুন-খারাবি ঘটে সেগুলো বাদে বাকি খুনগুলোর রহস্য বেশিরভাগই অনুদঘাটিত থেকে যায়।

Sumon - Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে ফটো দুটো আবার দেখল স্যাক্সটন। একজোড়া নিহত বেশ্যা। একেবারেই সাধারণ, কোন বৈশিষ্ট্য নেই। দু'জনেরই কালো চুল, তবে একজনের সোনালি রঙ করা। যার পেটে অপারেশনের দাগ রয়েছে গত বছর দু'বার তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ বছর শীতে তিন মাসের জেল খেটে বেরোয় দ্বিতীয় মেয়েটা–মহিলা-জেলখানায় থাকার সময় সিফিলিসের চিকিৎসা করায় সে। সস্তানরের মেয়ে ছিল ওরা, খুনও হয়েছে সস্তানরের এক হোটেলে। অথচ কাগজগুলো এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে যেন দু'জন বিশ্ব সুন্দরীকে হারিয়েছে তারা।

মায়ের ওপর ঘৃণা আছে এমন কোন লোক খুন দুটো করে থাকতে পারে, ভাবল স্যাক্সটন। মেয়েদের যারা খুন করে তাদের মধ্যে এই অদ্ভুত একটা মিল দেখা যায়, বেশিরভাগই তারা মাকে ঘৃণা করে। কিংবা এমন কোন লোকের আর, স্কুল জীবনে যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল, অপমানটুকু আজও ভুলতে পারেনি।

মেয়ে দুটো সাধারন, কিন্তু খুনী লোকটাকে সাধারণ ভাবা যাচ্ছে না।

মলি কাউন্টারের বয়স পঁচিশ, কানাডা থেকে আমদানী। রিটা টেমপল স্থানীয়, পনেরো বছর বয়সে স্কুল থেকে পালায়। ল্যাব কর্মীরা খুব ভালভাবে পরীক্ষা করেছে কামরাটা। অ্যাশট্রে থেকে শুকনো ঘাসের ভাঙা অংশ, কার্পেটের এক ধার থেকে কুকুরের পশম, বিছানা থেকে শক্ত একটা পাকা চুল পেয়েছে তারা। চুলটা সম্ভবত কারও গোঁফ থেকে খসে পড়া। নগদ টাকা পাওয়া গেছে আটানব্বই ডলার। বেশ অনেকগুলো হাতের ছাপও পাওয়া গেছে।

ওগুলোর মধ্যে ডালচিমস্কির ডান হাতের ছাপও রয়েছে, কিন্তু জর্জ স্যাক্সটন তা জানবে কিভাবে? সে একজন ডিটেকটিভ, জাদুকর নয়। কাজেই রাজ্যের রাজধানী স্প্রিংফিল্ডে ওগুলো পাঠিয়ে দেয় সে, দু'দিন পর সেখান থেকে রিপোর্ট এল–শুধু নিহত মেয়ে দুটোকে আইডেনটিফাই করা গেছে। এরপর স্যাক্সটন অপর নমুনাটা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিয়েছে, এফ.বি.আই-এর মাটার ন্যাশনাল প্রিন্ট ফাইলে রাখা নমুনাগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখার জন্যে।

চুইংগাম চিবাতে চিবাতে স্যাক্সটন ভাবল, কুকুরের পশমটাও কি পাঠানো উচিত ছিল? মাথা নাড়ল সে, খুন তো আর কুকুরটা করেনি! করেছে একটা দানব। লোকটা যে অস্বাভাবিক শক্তিশালী তাতে কোন সন্দেহ নেই। লম্বা মেয়েটাকে, যার চুল সোনালি রঙ করা, ঘাড় মটকে মারা হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়েটাকে খুন করা হয়েছে টেবিল-ল্যাম্পের গোড়া দিয়ে বাড়ি মেরে। চওড়া মুখ ছিল মেয়েটার, প্রায় সবটাই ভেতর দিকে দেবে গেছে–প্রচণ্ড গায়ের জোর দরকার হয়েছে। লোকটা মেয়ের দালাল হতে পারে? মাথা নাড়ল ডিটেকটিভ স্যাক্সটন। দালাল হলে কামরায় আটানব্বই ডলার পাওয়া যেত না।

ফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলল স্যাক্সটন। ফেডারেল হেডকোয়ার্টার থেকে টেলি-প্রিন্টারে রিপোর্ট আসতে শুরু করেছে। 'আসছি,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

চার মিনিট পর প্রিন্ট-আউট নিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এল।

নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এই হাতের ছাপ মাস্টার ফাইলে নেই। যারই হাতের ছাপ হোক ওটা, কখনও মার্কিন সেনাবাহিনীতে ছিল না সে, বা পঞ্চাশটা রাজ্যের কোথাও কখনও গ্রেফতার হয়নি।

তবে ভবিষ্যতে লোকটা আবার কোন অপরাধ করতে পারে। চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করবে স্যাক্সটন। ফোনের রিসিভার তুলে সংশ্লিষ্ট মহলকে নির্দেশ দিল সে, 'ফাইলে লিখে রাখো খুনী সম্ভবত সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক। পরিচিত দু'জন বেশ্যাকে খুন করেছে, এই অভিযোগে গ্রেফতার করতে হবে।'

নগদ তিন লাখের বেশি ডলার ও আমেরিকান এক্সপ্রেস চেক নিয়ে ব্রডওয়ে অ্যান্ড কলম্বাসের কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকোলাই ডালচিমস্কি। নিউ ইয়র্কে নয়, সান ফ্রান্সিসকোয়। নামকরা এক রেস্তোরাঁয় সী-ফুড ডিনার খেয়েছে সে। একটা বারে বসে তিন আউন্স হুইস্কি গিলেছে। বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার পর হ্যভানা চুরুট কিনেছে এক প্যাকেট। কিনে ভালই করেছে, এখন আর হাত দুটোকে নিয়ে কোন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। ধূমপানে সে তেমন অভ্যস্ত নয়, তবে চুরুট টানতে কোন অসুবিধেও হচ্ছে না। স্বস্তিবোধটা ফিরে এসেছে মনে। আঙুলের ফাঁকে চুরুট থাকায় হাত দুটো আগের মত আর নিশপিশ করছে না।

ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় সীটে একটা ম্যাগাজিন পেয়েছিল, তাতেই মেয়েটার নাম আর ফটো দেখে সে। বারবারা র‍্যাপোর্ট, সাধারণ একটা নাম। কিন্তু ম্যাগাজিনে লেখা হয়েছে, ড্যান্সার হিসেবে মেয়েটা নাকি অসাধারণ। তার নাচ দেখে আশি বছরের বুড়োও নাকি যৌবন ফিরে পায়। চার ভঙ্গিতে চারটে ছবি ছাপা হয়েছে তার, দেখে হাঁ হয়ে গেছে ডালচিমস্কি। একটা শরীরে এত যৌবন ধরে কি করে!

বারবারা টপলেস ড্যান্সার, রীদম নাইট ক্লাবে রোজ রাতে তার প্রোগ্রাম থাকে।

রীদমের সামনে পৌঁছে সত্যি সত্যি দম আটকে এল ডালচিমস্কির। দোতলা সমান বিকিনি পরা বিজ্ঞাপন পোস্টারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে। চড়া দাম দিয়ে টিকেট কিনে লাইনে দাঁড়াল সে।

গভীর রাতে নাইট ক্লাব থেকে ঘামে গোসল হয়ে বেরিয়ে এল ডালচিমস্কি। মাথাটা ঝোঁ ঝোঁ করে ঘুরছে। ভেতরের কলকব্জা সব যেন সচল হয়ে উঠেছে। কয়েকটা ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

PROTECTED

Junior ~ Email: amisumon@yahoo.com ~ Web: http://amisumon.tk

এরপর যে ডীপ-কাভার এজেন্টের ঘুম ভাঙাবে তার নাম স্যালি ভানকান। নিউ ইয়র্ক, ইথাকায় একটা বোর্ডিং হাউস চালায় সে। প্রায় বারো বছর ধরে। তারপর দু'দিন করে বিরতি নিয়ে আরও চারটে টেলি-বম ফাটাবে ডালচিমস্কি। এই চারটের পর বাকিগুলোর ঘুম ভাঙাবে সে প্রতি ঘণ্টায় বিশজনের। স্নায়ুর বিরতিহীন ঢেউ আতঙ্কিত করবে মানুষকে, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করবে। পাল্টা আঘাত হানতে বাধ্য হবে পেন্টাগন। ইউ.এস. মিসাইল আর বম্বারগুলো লক্ষ্যস্থলের দিকে একবার রওনা হয়ে গেলে ক্রেমলিনের ভিলেনরা প্রাণভয়ে ভীত ইঁদুরের মত ছুটোছুটি করবে, কিন্তু তখন আর কারুরই কিছু করার থাকবে না।

তবে এ-সব দেখার জন্যে উপস্থিত থাকবে না ডালচিমস্কি, কারণ শেষ টেলিফোনগুলো মায়ামির একটা বুদ থেকে করবে সে। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই প্লেনে করে ফিও রওনা হয়ে যাবে। ফোন করতে মোট কত পয়সা লাগবে হিসেব করে রেখেছে, অতিরিক্ত দশ ডলার খুচরো পয়সা সহ পকেটেই আছে সব। হ্যাঁ, গোটা পরিস্থিতি এখনও তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ওরা হয়তো তাকে খুঁজছে, কিন্তু তার হদিশ বের করা অত সহজ নয়, কাজেই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাতঘড়ি দেখল ডালচিমস্কি। দুটো দশ। বারবারা তার খুব উপকার করেছে, এখন একটা মেয়ে দরকার। আশপাশের রাস্তায় দু'একটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আপনমনে হাসতে লাগল ডালচিমস্কি। আবার যদি কোন মেয়ে তার মানিব্যাগ হাতড়ায়, একশো ত্রিশ ডলারের বেশি পাবে না। এত অল্প টাকার জন্যে কাউকে খুন করার দরকার কি! প্রথমবার ভুলই হয়ে গেছে, মেয়ে দুটোকে খুন না করলেও পারত সে। একই ভুল করে সান ফ্রান্সিসকো পুলিসকে খোঁচানো বোকামি হয়ে যাবে। বোস্টনের মেয়ে দুটোর ভাগ্য খারাপ, তিক্ত হেসে ভাবল সে।

ভাগ্য তার বদলেছে। নিগ্রো এক মেয়ের সাথে দেখা হলো তার, মেয়েটার মায়াভরা চোখ। আধ ঘণ্টার জন্যে মাত্র ত্রিশ ডলার নিল। বেশি কথা হলো না, পেশাদারী দক্ষতার সাথে মেয়েটা তার ভূমিকা পালন করল। তাকে খুন করতে হলো না বলে বিরাট স্বস্তি বোধ করল ডালচিমস্কি। ভাবল, কাল রাতেও হয়তো ভাগ্য সহায়তা করতে পারে, তাকেও হয়তো খুন না করে পারবে সে।

ছয়

ইথাকা কলেজের চেয়ে চার গুণ বড় কর্নেল ইউনিভার্সিটি, তবে দুটোরই আলাদা ঐতিহ্য, গুরুত্ব, এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শহরটা পড়ে উঠেছে আপার

নিউ ইয়র্ক স্টেটের আকর্ষণীয় একটা এলাকা জুড়ে। ইথাকা ছাত্র-ছাত্রীদের শহর হিসেবেই পরিচিত। ট্যুরিস্টরা বড় একটা এদিকে আসে না, তবে অভিভাবকদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। বেশিরভাগ তারা হলিডে ইন বা শেরাটন মটর ইনেই ওঠে, ট্যাক্স বাদেই প্রতিদিনের জন্যে ভাড়া গুনতে হয় পনেরো থেকে বিশ ডলার। ছাত্ররা অত পয়সা পাবে কোথায়, কাজেই তারা দলবেঁধে কোন অ্যাপার্টমেন্ট বা সস্তাদরের কোন বোর্ডিং হাউসে ঠাঁই করে নেয়। এ-ধরনের একটা বোর্ডিং হাউসের মালিক স্যালি ভানকান। তার বোর্ডিং হাউসটা তিনতলা, মোট নয়টা কামরা আছে, করনেল ক্যাম্পাস থেকে গাড়িতে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। দালানের সামনে ছোট লন আর চওড়া পোর্চ আছে, লনের কিনারা ঘেঁষে সার সার ঝাঁকড়া-মাথা গাছ, রোদ উঠলে প্রচুর ছায়া পাওয়া যায়।

বারো-তেরো বছর আগে মি. ভানকান নামে এক লোক ছিল বটে। লোকটার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ফুড পয়জনিঙে অকস্মাৎ মারা যেতে হয় বেচারাকে। ফুড পয়জনিঙের কারণটা অবশ্য জানা যায়নি, তবে সে যে বাসি সসেজ খেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিসেস ভানকান হাসিখুশি, মোটাসোটা মহিলা। মাতৃসুলভ নানা গুণের অধিকারিণী। অচেনা অতিথিকে মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিতে পারে। কারও বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। কিছুটা আপনভোলা, এমন একটা পোশাক নেই যেটা তার গায়ে সুন্দরভাবে ফিট করে। অতিথিদের জন্যে নিজেই রান্না করে সে। ব্যক্তিগতভাবে কামরায় কামরায় গিয়ে অতিথিদের খোঁজ-খবর নেয়। তার একটা শখ হলো মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পেয়ালা-বাসন তৈরি করা। সবই যে বিক্রি করে তা নয়, কিছু কিছু দানও করে সে। নতুন অতিথিরা তার হাতে কাদা-মাটি দেখে বিস্মিত হলেও পুরানো অতিথি বা ইথাকার লোকজন দৃশ্যটার সাথে পরিচিত। রান্নাবান্না ভালই করে সে, দামও তেমন বেশি নয়।

স্যালি ভানকান ঘরকুনো মানুষ, বোর্ডিং হাউস ছেড়ে কোথাও বড় একটা যায় না। পড়শীদের সবার সাথে তার সম্পর্ক ভাল। তারা জানে, স্বামী মারা যাওয়ার পর গাড়িতে চড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে মিসেস ভানকান। ইথাকার লোকজন পরস্পরকে সাহায্য করতে ভালবাসে, কাজেই স্যালি ভানকানের অনেক সমস্যার সমাধান আপনাআপনি হয়ে যায়। তার বাজার করার কাজটা পড়শীরাই খুশি মনে করে দেয়।

ইথাকায় দুটো সংগঠনের সাথে জড়িত স্যালি ভানকান। নেচার ক্লাব আর বার্ড ওয়াচারস লীগ। উনিশশো তিয়াত্তর সাল থেকে লীগের ট্রেজারার সে, প্রতি বসন্তে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে আসছে। বছরে এক কি দু'বার মীটিঙে উপস্থিত থাকতে হয় তাকে, তখনই শুধু বোর্ডিং হাউস থেকে বেরোনো হয় তার। আর বাইরে বেরুনোর সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে সে। অতিথিদের সাথে আলোচনা করে একজনকে নির্বাচিত করা হয়, তার অনুপস্থিতির সময়টুকু সেই লোক বোর্ডিং হাউস ছেড়ে মুহূর্তের জন্যেও

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

কোথাও যাবে না, এবং যে কোন টেলিফোন মেসেজ আসা মাত্র খাতায় লিখে রাখবে। বোর্ডিং হাউস ছাড়ার আগে ফোনের সামনে নিজের হাতে খাতা আর পেন্সিল রেখে যায় স্যালি ডানকান। বলে যায়, অতিথিরা নির্দিষ্ট দশ মিনিট সময়-সীমার মধ্যে বাইরে কোথাও ফোন করতে পারবে, বাকি সময় মুক্ত রাখতে হবে লাইন। নিয়মটা হাউস রুল হিসেবে মেনে চলতে হবে সবাইকে।

কারণটার সরল একটা ব্যাখ্যাও আছে। স্যালি ডানকানের অসুস্থ এক বোন আছে ওহায়োতে। হঠাৎ করে তার অসুস্থতা বেড়ে যেতে পারে, বা যে-কোন দিন মারা যেতে পারে সে। কাজেই সময় মত খবর পাবার জন্যে ফোনের লাইন মুক্ত রাখা দরকার। সত্যি তার কোন বোন ওহায়োতে আছে কিনা সেটা অবশ্য আলাদা প্রশ্ন, কেউ এ ব্যাপারে কখনও কৌতূহল প্রকাশ করেনি। স্যালি ডানকানের এ-ধরনের ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপার আরও দু'চারটে আছে বৈকি, কিন্তু সে-সব সম্পর্কে তার নিজেরও ভাল ধারণা নেই। ওডেসায় তার দুই ভাই আছে। এক বোন আছে মার্কিনেক-এ, ইনস্টিটিউট অভ আর্কটিক মেডিসিন-এর ডেপুটি ডিরেক্টর।

মি. ডানকান ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময় ইউ.এস. আর্মিতে এঞ্জিনিয়ার ছিল। হঠাৎ একদিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করে সে। স্ত্রী মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে, কিন্তু তার কাদা মাটিতে সি-থ্রী প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের গন্ধ কেন? স্বামীর কৌতূহল দমন করতে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা তাকে বিদায় করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো স্যালি ডানকানকে। মনের ভেতর থেকে বলিষ্ঠ নির্দেশ পেয়ে কাজটা সারল সে, এবং তারপর বেমালুম ভুলে গেল। সম্মোহনের এমনই জাদুকরী গুণ।

হপ্তা ঘুরে আজ আবার বৃহস্পতিবার রাত এসেছে। অতিথিরা বৃহস্পতিবার রাতের জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে। কারণ আজকের রাতেই স্পেশাল পর্ক চপ পরিবেশন করে স্যালি ডানকান, সাথে ওয়াটারমেলনের খোসা দিয়ে তৈরি আচার থাকে। কর্নেল ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর একবার বলেছিলেন, স্যালি ডানকানের পর্ক চপ ইথাকার একটা গর্ব।

সাড়ে ছ'টা বাজে। বড় একটা ডিশে করে পর্ক চপ নিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকছে স্যালি ডানকান, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা। স্কুল অভ এগ্রিকালচারের ইনস্ট্রাক্টর ভদ্রলোক দেখলেন স্যালি ডানকানের হাত জোড়া, কাজেই তিনিই রিসিভারটা তুললেন।

কয়েক সেকেন্ড পর বললেন তিনি, 'নিউ ইয়র্ক থেকে কার্টল্যান্ড নামে এক ভদ্রলোক। একটা কামরা চান—ডাবল রুম—আঠারো তারিখ থেকে তিন রাতের জন্যে।'

ডিশটা টেবিলে রাখল স্যালি ডানকান। 'কার্টল্যান্ড? পুরো নাম?'

'আলফ্রেড—না, আলবার্ট। কি বলব ভদ্রলোককে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কথা বলবেন না, মিসেস ডানকান?'

'দরকার নেই।' অতিথিদের বিস্মিত করে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল স্যালি ডানকান। টেবিলে বসা ক্ষুধার্ত অতিথিরা ভাবল এখুনি ফিরে আসবে সে, হয়তো ওয়াটারমেলনের আচার আনতে গেছে। কিন্তু সেই যে গেল, আর ফিরল না স্যালি ডানকান। স্টোররুমে ঢুকে দুই বাক্স 'কাদা' নিল সে, তারপর গ্যারেজ খুলে গাড়িতে চড়ল—অনেক বছর পর এই প্রথম। জানালা দিয়ে সবাই তাকে চলে যেতে দেখল। পরস্পরের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকাল অতিথিরা।

এগারো মাইল গাড়ি চালিয়ে এল স্যালি ডানকান, রাস্তার পাশে থেমে নেমে পড়ল। পিছনের বনেট খুলে ভেতর থেকে একটা সুটকেস বের করল সে, মাটির বাক্স দুটো সহ তিনশো গজ ভেতরে ঢুকল জঙ্গলের। ঘাসে খানিকটা ঢাকা পড়ে থাকলেও ম্যানহোলটা দেখতে পেল সে। সুটকেস থেকে একটা যন্ত্র বের করে ম্যানহোলের ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকাল। নিচে, কংক্রিটের সাথে আরও একটা স্টীল প্লেট রয়েছে। দমল না স্যালি ডানকান। ছোট একটা সি-থ্রী প্লাস্টিক টুকরোর সাথে সো-সাইন ডিটোনেটর জোড়া লাগাল, ফিউজটা সেট করল এক মিনিটে। হন হন করে হেঁটে ষাট কি সত্তর গজ দূরে সরে এল সে, বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিস্ফোরণের আওয়াজ রাস্তা থেকে শুনতে পাবার কথা, কিন্তু রাস্তায় এই মুহূর্তে কোন পথিক বা যানবাহন নেই। ম্যানহোলের কাছে ফিরে এসে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল স্যালি ডানকান। স্টীল প্লেটটা খুলে গেছে। আরও নিচে দেখা যাচ্ছে সরু শ্যাফট, শেষ মাথায় কেবল। রাবার গ্লাভস পরল স্যালি ডানকান, দু'ফলা কাটিং টুল-টা হাতে নিয়ে লোহার মই বেয়ে শ্যাফটের নিচে নামল।

ধারাল প্লায়ার্স নিয়ে আধ ঘণ্টা চেষ্টা করার পরও কেবল কাটা গেল না। কেবলের গায়ে ইস্পাতের আবরণ রয়েছে, ভারী শক্ত সেটা। লোহার মই বেয়ে আবার ম্যানহোল থেকে জঙ্গলে বেরিয়ে এল স্যালি ডানকান। সুটকেস থেকে ভারী একটা কাঁচের বোতল বের করল। আবার নিচে নামল সে। বোতলের রঙহীন তরল পদার্থ ইস্পাতের আবরণে অল্প অল্প করে সাবধানে ঢালল। এবার কাজ হলো, শক্ত ইস্পাত গলে গেল অ্যাসিডে। কাটার দিয়ে তার কাটতে আর কোন অসুবিধে হলো না।

সাথে সাথে বহু দূর দু'জায়গায় জ্বলে উঠল অ্যালার্ম লাইট। একটা জ্বলল কলোরাডো স্প্রিঙসে, পাহাড়ের নিচে গভীর এক পাতালপুরীতে। আরেকটা জ্বলল গ্রীনল্যান্ডের থিউলে, ইলেকট্রনিক সিগারে ঠাসা অদ্ভুতদর্শন এক ভবনে। টেকনিশিয়ানরা দ্রুত তৎপর হয়ে উঠল।

'হাই হাপ, রেড অ্যালার্ম সিগন্যাল!' কলোরাডোর নর্থ আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের একজন ক্যাপটেন আঁতকে উঠল। 'ব্যাপারটা কি?'

'আরে সর্বনাশ, একি!' আর্কটিকের ইউ.এস. এয়ারফোর্সের ব্যালিস্টিক মিসাইল আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের একজন ডিউটিরত লেফটেন্যান্ট চমকে

Sumon - Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

উঠল। 'কোথায় কি ঘটল!'

ভাষা আর মুখভঙ্গি যাই হোক, দু'জনেই জানে যে লাল আলো আর বিপ বিপ অ্যালার্ম গুরুতর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবহ না-ও হতে পারে। এন.ও.আর.এ.ডি হেডকোয়ার্টারে বসানো রাডার আউটপোস্টের সাথে মেইন ল্যান্ড-লাইন লিঙ্কিং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও লাল আলো জ্বলতে পারে। অবশ্য মাত্র মাস তিনেক আগে হলে এই অ্যালার্মকে গুরুতর পরিস্থিতি বলে ধরে নিত ওরা। তিন মাস আগে আরও কয়েক ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে, তার মধ্যে একটা হলো স্যাটেলাইট। কোথাও কোন সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিলে অন্যান্য বিকল্প সার্কিটগুলো আপনা থেকেই সচল হয়ে উঠবে। ঘটলও ঠিক তাই। স্যালি ডানকান তারটা ছেঁড়ার দশ সেকেন্ড পর বিকল্প সার্কিটগুলো কাজ শুরু করে দিল। পনেরো সেকেন্ড পর কলোরাডোর ক্যাপটেন সিগারেট ফেলে দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল। 'মেইন্টেন্যান্স,' বলল সে, সাট ফুট লম্বা দেয়াল-মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছে, 'মিউল-এর দিকে যে মেইন বী-মিউজ ল্যান্ড লাইনটা গেছে সেটায় কোথাও গোলযোগ দেখা দিয়ে থাকতে পারে। সার্কিট চেকিঙের ব্যবস্থা করো, তারপর রিপেয়ার ক্রু পাঠাও।' ডিসপ্লে প্যানেলের দিকে তাকাল সে, নর্থ আমেরিকান সিকিউরিটির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ফ্যাক্টস' দেখানো হয়েছে তাতে। তিনটে বিশাল রাডার স্টেশনের—মিউল, ইংল্যান্ড, বা আলাস্কা—কোনটাতেই হানাদার রকেট দেখা যাচ্ছে না। ইলেকট্রনিক প্যাট্রলে রয়েছে অসংখ্য প্লেন আর জাহাজ, সেগুলোও কোন হামলার সঙ্কেত দিচ্ছে না। আক্রমণ নয়, যান্ত্রিক গোলযোগ।

এন.ও.আর.এ.ডি-র মেইন্টেন্যান্স এক্সপার্টরা কালবিলম্ব না করে লাইন চেক করার ব্যবস্থা করল। কলোরাডো থেকে হাডসন বে পর্যন্ত লাইনটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিয়ে সিগন্যাল পাঠানো হলো। গোলযোগের নির্দিষ্ট জায়গাটা বেছে বের করতে সময় লাগল সাত মিনিট। জায়গাটা চার্লি ফরাট-ফোর নামে পরিচিত, ইথাকার কাছাকাছি। সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে রিপেয়ার ট্রাক থেকে ইকুইপমেন্ট নামাতে শুরু করল ক্রুরা। ইতিমধ্যে কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেছে স্যালি ডানকান। আইন মেনে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে সে। কানাডিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি একটা জায়গায় পৌঁছুতে হবে তাকে।

ভোর হবার খানিক আগে লেক ওন্টারিয়োর দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছুল সে। এখান থেকেই তুলে নেয়া হবে তাকে। অন্তত সে-ধরনের একটা নির্দেশের কথাই তার মনে পড়ছে। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে সৈকতে চলে এল সে। অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল, হেলিকপ্টারটা যদি দেখতে পায়।

সূর্য উঠল।

অপেক্ষা করছে স্যালি ডানকান, জানে না তাকে উদ্ধার করার জন্যে প্লেন বা হেলিকপ্টার কিছুই আসবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, তবু সে অপেক্ষা করে থাকল।

*

লাস ভেগাসে অনেক দেরি করে ঘুম ভাঙল রানার। কাল গভীর রাতে ফটল্যান্ডে টেলিফোন করে বসের সাথে কথা বলেছে ও। রাহাত খান এখন পুরোপুরি সুস্থ, কিন্তু হরিণ শিকারের লোভে আরও কিছুদিন ডিনসেন্ট গগলের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকতে রাজি হয়েছেন তিনি। ঘুম থেকে উঠেই সিদ্ধান্ত নিল রানা, আজই একবার সার্জেন্ট টেনডেলের সাথে যোগাযোগ করবে। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। বিছানা থেকে নেমে রেডিওটা অন করল, দেখা যাক নতুন কোন দুঃসংবাদ আছে কিনা। খবর পড়া শেষ হতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। তারপরই কে.জি.বি. থেকে পাওয়া মেসেজটার কথা মনে পড়ে গেল। মস্কো জানিয়ে দিয়েছে, ওকে আর সময় দিতে রাজি নয় তারা, যা করার দু'একদিনের মধ্যে করতে হবে। যদি না পারে, ফিরে আসুক মস্কোয়।

মস্কো?

কোথায় ফিরবে রানা, সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে ধৈর্য হারানোর জন্যে মস্কোকে দোষ দিতে পারে না ও। যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে, জালচিমস্কিকে খুঁজে বের করা যায়নি।

ক্যাসিনোয় পাকা জুয়াড়ী যারা খেলতে আসে তাদের মধ্যে অনেক বুড়ো-বুড়িও থাকে। লাকি চান্স-এ ঢুকে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল রানা, অ্যানিস টেনডেল বাদে টেবিলটাকে ঘিরে আর যারা বসে আছে তাদের কারও বয়সই ষাটের নিচে নয়।

'পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে আপনার,' অভিযোগের সুরে বলল সার্জেন্ট। 'ফলে তিন ডলার বেশি হারতে হলো আমাকে।'

দশ মিনিট আগে পৌঁছেছে রানা, কেউ ওকে লক্ষ করছে কিনা দেখার জন্যে খরচ হয়ে গেছে পনেরো মিনিট। 'তাহলে তো আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়,' বলে টেনডেলের হাতে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল ও। একশো ডলার দিল না, কারণ তাতে লোভী হয়ে উঠতে পারে লোকটা। 'এবার বলুন, কোন খবর আছে?'

মাথা নেড়ে স্লটে একটা ডলার ফেলল টেনডেল। ডলার গিলে ফেলল মেশিন। 'আরও হয়তো দিন দুয়েক সময় লাগবে, মি. প্লেয়ার। আমরা সবাই তাকে খুঁজছি—সারা দেশে। লোকাল ফোর্সকেও কাজে নামিয়েছি আমি। প্রতিটি ইঁটই খুলে দেখা হবে।'

'যথেষ্ট করছেন আপনি,' বলল রানা। 'তবে কি জানেন, আমার পরিবার সামান্য একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মেশিনে আরেকটা ডলার ঢোকাল টেনডেল। 'ধৈর্য জিনিসটা পুণ্যের মত—মেয়েদের মধ্যে মাঝেমধ্যে দেখা যায়, পুরুষদের মধ্যে একেবারেই নেই।' খুচরো পয়সায় ভরে গেল কাপটা। গুনে দেখা গেল চব্বিশ ডলার। 'আমার ভাগ্য বদলাচ্ছে, মি. প্লেয়ার। হয়তো আপনারটাও

PROTECTED

Email: aminsumon@yahoo.com Web: http://aminsumon.tk

বদলাবে।'

'তাড়াতাড়ি?'

জেতা পয়সাগুলো জ্যাকেটের পকেটে ভরল টেনডেল। 'বলা কঠিন। আপনি হয়তো সময়টা কমিয়ে আনতে পারেন। পুরস্কার ঘোষণা করুন।'

লোভ। কিন্তু বিরক্ত হলো না রানা। লক্ষণটা শুভ, কারণ লোভী লোকের চাহিদা মিটলে কাজ করে। 'দু'হাজার?'

'চলবে।'

অঙ্কটা এরচেয়ে বড় হলে সন্দেহ দেখা দেবে, নিখোঁজ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহলে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে। কিংবা গোটা ব্যাপারটার সাথে কারও জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। দু'হাজার ডলারে পেট ভরবে সার্জেন্টের, বদহজম হবার ভয় থাকবে না। আর কেউ হয়তো এক পয়সারও মুখ দেখবে না, সবটুকু একাই খাবে টেনডেল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে আরও দু'হাজার চাইবে সে। খুশি আর চুপ রাখার জন্যে দেবেও রানা।

'টাকাটা বরং আপনাকে দিয়ে রাখি,' বলল রানা। 'হালকা হব, নিরাপদও বোধ করব। সাথে ওই পরিমাণই আছে।'

সার্জেন্ট বলল, এখুনি একবার তাকে টয়লেটে যেতে হবে। তারমানে টাকাটা সবার সামনে নেবে না সে।

ক্যাসিনো থেকে একসাথে বেরুল ওরা।

'আজই আমি বেতারে খবরটা ছড়িয়ে দেব,' বলল টেনডেল। 'কোন খবর এলেই জানাব আপনাকে। কোথায় যেন উঠেছেন বলেছিলেন?'

'নিস শ্যাতো।'

'গ্রা-ই-ই-ট। আশা করি সুখবর খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারব। জানি পরিবারের একজন হারিয়ে গেলে মনের অবস্থা কি হয় সবার। ভারি দুঃখজনক।'

ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরল রানা, ফিরেই বিকেল পাঁচটায় রেডিওর খবরে অদ্ভুত ঘটনাটা শুনল। লেক ওন্টারিয়োর দক্ষিণ তীরে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ এক মহিলা ঘন ঘন হাত নাড়ছিল, অবসর উপভোগ করতে আসা একদল অ্যাংলার ফিশিং লঞ্চ থেকে তাকে দেখতে পায়। হাবভাব দেখে মনে হয় মহিলা কোন গুরুতর বিপদে পড়েছে, কিন্তু সৈকতের কাছাকাছি পানি এত কম আর চারদিকে এত পাথর ছিল যে লঞ্চ নিয়ে তারা এগোতে সাহস পায়নি। কাজেই এক ঘণ্টা পর লোকাল পুলিসকে ঘটনাটা জানায় তারা। থানা থেকে একটা রেডিও কার পাঠানো হয়।

পুলিস কার কাছাকাছি গেলে, মধ্য বয়স্কা মহিলা পিস্তল বের করে গুলি করে বসে। রেডিও কার চালাচ্ছিল একজন অফিসার, বুকে গুলি খেয়ে সাথে সাথে মারা যায় সে, গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীল একটা পুরানো মরিসের গায়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। পরে জানা গেছে নীল মরিসটার মালিক ইথাকার অধিবাসী স্যালি ডানকান। উল্টে যাওয়া পুলিস কার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে অপর অফিসার বেরিয়ে আসে, তারপর আড়াল নিয়ে পয়েন্ট থ্রী-এইট

ক্যালিবারের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভার দিয়ে গুলি ছোঁড়ে। বুকে গুলি খায় মহিলা, গলা থেকে তিন ইঞ্চি নিচে।

কিন্তু গুলি খেয়ে মারা যায়নি সে। মারা গেছে বিষ খেয়ে। দ্বিতীয় অফিসার নিজের চোখে তাকে একটা পিল গিলে ফেলতে দেখেছে। ইথাকার সবাই মিসেস ডানকানকে খুব ভাল করে চেনে, কিন্তু তার এই আকস্মিক মানসিক বিপর্যয় সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেনি।

স্যালি ডানকান। টেলি-বম তালিকার একটা নাম। সাঙ্কেতিক সিগন্যাল, কোন নম্বর, কুশ নাম, অ্যানাইনমেন্ট—সব মুখস্থ করা আছে রানার। এখন আর কোন লাভ নেই। স্যালি ডানকানের বিপদ কেটে গেছে। নিহত পুলিস অফিসারের মতই ভাগ্যটা তার খারাপ।

ভাগ্য আমারও খারাপ, ভাবল রানা। একের পর এক মারা যাচ্ছে ওরা, কাউকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। ওর মন বলছে, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গড়াবে—খুব তাড়াতাড়ি।

ঠিক করা ছিল, দুটো টেলি-বম ফাটাবার মাঝখানে আটত্রিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে ভালচিমস্কি, কিন্তু পরদিন সকালে হাডসন এয়ারপোর্টে নামার পর আরেকটা ফোন করার ঝোঁক সামলাতে পারল না সে। মায়ামির দক্ষিণে হোমস্টেড এয়ারফোর্স বেস রয়েছে, ওদের পানির ট্যাংকে জীবাণু ছেড়ে দিলে খুব মজা হয়। স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ড-এর বি ফিফটি-টু বিমানের ক্রুরা পাইকারীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে খবরটা কোনমতে চেপে রাখা সম্ভব নয়।

সত্যি চেপে রাখা গেল না। তবে এসোশিয়েটেড প্রেস এন.এ.সি-র প্রেস রিলিজ অবিশ্বাস করল না, তাতে বলা হলো, ফুড পয়জনিঙে ছয়জন নেভিগেটর মারা গেছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে আরও দু'শো বাহান্ন জন। আগামী কয়েক দিন তারা বিমান চালাতে পারবে না। কিন্তু মাসুদ রানা বা কে.জি.বি. রেসিডেন্ট প্রেস রিলিজের বক্তব্য বিশ্বাস করল না, বিশ্বাস করল না ইউ.এস.এ.এফ-এর স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অফিস। এ-ধরনের 'ঘটনা'-র সংখ্যাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কারা যেন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে, তাদের শাস্তি পেতে হবে। প্রতিটি ইউ.এস. এয়ার বেসে 'অ্যালার্ট' লেভেল 'ডেঞ্জার' পয়েন্টে তোলা হলো—সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে। আবার যদি আক্রমণ করা হয়, ইউ.এস.এয়ারফোর্স অবশ্যই পাল্টা আঘাত হানবে।

সাত

রিঙ হতেই রিসিভার তুলল রানা।

'মি. প্রেয়ার?'

Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com ~ Web: http://amisumon.tk

'হ্যাঁ।'

'বোধহয় একটা ভাল খবর আছে আপনার জন্যে,' বলল সার্জেন্ট টেনডেল।

'কি রকম ভাল?'

'হিউসটনে রয়েছে সে।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার, কিন্তু তারপরই তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক জানেন?'

'ঠিক। ঘণ্টাখানেক আগে এয়ারপোর্টে পুলিস তাকে দেখতে পায়। মি. ডালো পরচুলা পরে আছে, নতুন গোঁফও গজিয়েছে। কারণটা বলতে পারব না।'

ব্যাটা ন্যাকামি করছে, ভাবল রানা। প্রশ্নটা আবার করল ও, 'কোথাও ভুল হয়নি তো?'

'ফটোর সাথে তার চেহারার মিল রয়েছে, আর কি চান আপনি, মি. প্রেয়ার, স্যার?' কথার সুরে বিদেশী টান। হোটেলে ডীন বার্গার নামে উঠেছে সে। হাবভাব দেখে মনে হয়, খুব অস্থির। কামরা থেকে বেরোয় না বললেই চলে।'

'বেচারা দিশেহারা বোধ করছে,' বলল রানা। 'অনুতপ্ত কিনা। আপনি তো জানেন না, একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে ওর আমরা চিকিৎসা করাচ্ছিলাম।'

আমি যেন একটা পাখা, আবোলতাবোল বোকাচ্ছে, ভাবল টেনডেল। মাফিয়াদের ধরন-ধারণ জানা আছে তার। নামটা ডালো হোক আর কালো হোক, ব্যাটাকে জ্যান্ত কবর নয়তো হাঙরের পেটে চালান দেয়া হবে।

'হোটেলটার নাম বলুন।'

'এয়ারপোর্টের সাথে,' বলল টেনডেল। 'স্টার। তিনশো পাঁচ নম্বর কামরা। তার ওপর চোখ রাখার জন্যে হিউসটন পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছি আমি। ওরা একজন লোককে পাঠিয়েছে, হোটেলের লবি পাহারা দিচ্ছে সে। আপনি শুধু ডেস্ক ক্লার্ককে গিয়ে বলবেন, সাথে সাথে হাতস ফোনের সাহায্যে মি. ল-কে ডেকে দেবে সে।'

রসিকতাটুকু গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন একমাত্র কাজ পরবর্তী ফ্লাইট ধরে হিউসটনে পৌঁছানো। ধন্যবাদ জানিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা, ফোন করল এক ট্রাভেল এজেন্টকে, জানতে পারল টেক্সাসের দিকে আগামী ছ'ঘণ্টা কোন প্লেন নেই। একটা 'একজিকিউটিভ জেট' চার্টার করল ও।

ছয় সীটের লকহীড পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যে টেক-অফ করল। দু'হাজার ছয়শো ডলার বেরিয়ে গেল নগদ, লিলির নিয়ে আসা টাকার ওজন আরও খানিকটা কমল।

বেলা তিনটের সময় সঙ্গিনী আর রাইফেল নিয়ে হিউসটন এয়ার টার্মিনালে ঢুকল রানা। পনেরোটা এয়ারলাইন্স কাজ করে এখানে, সুবেশী আরোহীদের ভিড়ে চাপটা হবার যোগাড় হলো। বেয়োনেট চার্জে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

একজন ইনফ্যান্ট্রি লেফটেন্যান্টের মত ভিড় ঠেলে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল রানা। স্টার হোটেলের লবিতে ঢুকে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে লিলির মুখোমুখি হলো ও। 'সাথে অস্ত্র আছে?'

চোখ পিটপিট করল লিলি, কি ধরনের উত্তর পেলে খুশি হবে রবিন? 'হ্যাঁ।'

'গুড। আমি একা ওপরে উঠব। লোকটার ছবি দেখো।' ডালচিমস্কির ফটো দেখাল রানা।

ছবিটা ভাল করে দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল লিলি। ওর ধারণা হয়েছিল পয়েন্ট থারটি-টু অটোমেটিকটা দেখে রবিন হয়তো অস্বস্তি বোধ করবে, যদিও কোল্টটা মার্কিন অস্ত্র, এবং প্রায় নিখুঁত একটা জাল লাইসেন্সও রয়েছে তার সাথে। রবিন খুশি হওয়ায় স্বস্তি বোধ করল সে। কর্তৃপক্ষ তাকে বলে দিয়েছে, রবিনকে যে-কোন মূল্যে হাসিখুশি রাখতে হবে।

ডেস্ক ক্লার্ককে বলতেই লাউডস্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। পরপর দশবার ডাকা হলো মি. ল-কে। কিন্তু জনাব আইনের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রানা অনুরোধ করল, তবু ভদ্রলোককে বারবার ডাকা হোক। আরও প্রায় দু'মিনিট পর তীক্ষ্ণ চেহারার এক যুবককে হন হন করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হালকা ব্লেজার, স্পোর্টস শার্ট, চেক প্যান্ট পরে রয়েছে। দশ ফিট দূরে থাকতেই নিজের পরিচয় দিল সে, 'ল।'

ডিটেকটিভের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল রানা। 'আমি জন প্রেয়ার। আপনি থিলেন কোন চুলোয়?'

'টয়লেটে যেতে হয়েছিল,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল সাদা পোশাক ডিটেকটিভ। 'আপনিই ভেগাসের সেই ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চাচা ওপরতলায়। স্মৃতিভ্রংশ, তাই না?'

'মনে হচ্ছে। এক মিলিয়ন ধন্যবাদ, অফিসার। বিধবাদের ওয়েলফেয়ার ফান্ডে কিছু চাঁদা দিতে পারি?'

চোখ পিট পিট করে অফিসার দেখল, জন প্রেয়ার পকেটে হাত ভরছে। 'না-না, প্লীজ। চাঁদা নেয়ার অনুমতি নেই। একান্তই যদি দিতে চান, হেডকোয়ার্টারে চেক পাঠিয়ে দেবেন, স্যার।'

সমস্ত কথার মধ্যে 'স্যার'-টা হলো সেরা, এমন আন্তরিকতার সাথে উচ্চারণ করল, জন ওয়েনের অভিনয়ও মার খেয়ে যাবে। 'আপনার নামটা?' এলিভেটরের দিকে একটা চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

মি. ল বলল, 'স্যাম মিয়ামি।'

'হিউসটন পুলিস বিভাগে আপনি একটা রত্ন, অফিসার মিয়ামি। ধন্যবাদ। এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার।'

বাইশ ডলার দিয়ে কেনা প্যান্টটা টেনে কোমরের আরও একটু ওপরে তুলল স্যাম মিয়ামি। 'সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম, স্যার। এ-ধরনের লোক মাঝে মধ্যে ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে।'

PROTECTED

Sumon ~ Email: aminsumon@yahoo.com Web: http://aminsumon.tk

'আরে না, আমাকে দেখে নরম কাদা হয়ে যাবে চাচাজান। ধন্যবাদ।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল ডিটেকটিভ। সঙ্গিনী ঠিক জায়গায় আছে কিনা একবার দেখে নিল রানা। লবির ভেতরই, দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছে লিলি, চেয়ারের পাশে কেসের ভেতর রাইফেলটা। এলিভেটরে চড়ে চারতলায় উঠে এল রানা, তিনশো পাঁচ লেখা কামরাটা দেখতে পেল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল করিডরের দু'দিকে, নেই কেউ। পয়েন্ট টু-টু বের করে চ্যাপ্টা দিকটা উরুর সাথে ঠেকিয়ে রাখল। তাঁরে সাইলেন্সারের কোন দরকার নেই, লবিতে গোটা গোটা স্থূল অক্ষরে লেখা আছে, প্রতিটি কামরা সাউন্ড প্রুফ।

দরজায় নক করল রানা।

ঘরে ঢুকেই ডালচিমস্কিকে গুলি করবে ও। শুরু করবে পেটে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে, তারপর খাতা প্রসঙ্গে কথা বলবে। ডালচিমস্কির মত একটা পশুর সাথে কমিউনিকেট করার একমাত্র উপায় পেটে একটা ফুটো তৈরি করা।

আবার নক করল রানা, 'রুম সার্ভিস' বলার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। শয়তানটা যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত কামরাতেই খাওয়া-দাওয়া সারছে, ইতিমধ্যে রুম সার্ভিসের আসা-যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কামরা থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না। তাল ঠেকল না রানার।

'উনি তো চলে গেছেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে ইউনিফর্ম পরা মহিলার দিকে তাকাল রানা। নিগ্রো মেইড।

'পাঁচ কি দশ মিনিট আগে,' আবার বলল মহিলা। 'কেন তাকে খুঁজছেন, অফিসার?' রানার হাতের অস্ত্রটা দেখে ফেলল সে। 'তারমানে ভাল লোক নয়?'

'খুনী।'

'বলেন কি?' আঁতকে উঠল মেইড। 'জানলে তো...'

জ্যাকেটে পিস্তলটা ভরে এলিভেটরের দিকে ছুটল রানা। ডেস্ক ক্লার্ক জানাল, এই তো খানিক আগে চলে গেছেন ডীন বার্গার। না, কোন ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস দিয়ে যাননি।

'দুর্বল কিডনি নিয়ে পুলিসে চাকরি করতে এসেছে।' দশ সেকেন্ড পর লিলির সামনে মনের ঝাল মেটাল রানা। মি. ল-কে পেলে তাকে হয়তো কষে একটা চড়ই মেরে বসত। 'তাড়াতাড়ি এসো, এখনও হয়তো নাগালের বাইরে যেতে পারেনি!'

ছুটতে ছুটতে এয়ারপোর্টে চলে এল ওরা। টার্মিনাল ভবনের সবখানে তন্নতন্ন করে খুঁজল, প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে। দু'জনেই ঘেমে গেছে আর হাঁপাচ্ছে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, শয়তানটা এই এয়ারপোর্টে নেই।

ঠিকই আন্দাজ করছে রানা। খানিক আগে হিউস্টনের দু'নম্বর এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে ডালচিমস্কি। এই মুহূর্তে একটা ডিসি-এইটে চড়ছে সে। ক্লিভল্যান্ডে যাচ্ছে প্লেনটা। এখনও ডালচিমস্কি নিশ্চিতভাবে জানে না

লবিতে যে লোকটা তার ওপর নজর রাখছিল সে শত্রুদের একজন কিনা। শত্রু হোক বা না হোক, ঠিকানা বদলের সময় হয়ে গেছে তার। সব যখন ঠিকঠাক মত ঘটছে, তখন ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। আর দিন কয়েকের মধ্যে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভাবল সে। ওরা সবাই খতম হয়ে যাবে, সবাই। শুধু এই চিন্তাটাই তার শরীরে শক্তি আর পুলকের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে।

রানা অনুভব করল কেউ যেন তার সমস্ত শক্তি নিংড়ে বের করে নিয়েছে। লিলি ভাবল, রবিনকে এই প্রথম এতটা ভেঙে পড়তে দেখছি। টার্মিনালের একধারে, প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে ওরা, সামনে দিয়ে মিছিলের মত ছুটে চলেছে জনস্রোত। সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে রবিনকে কি বলা যায় ভাবছে লিলি। রবিনের পরাজিত চেহারা দেখে বুকটা তার টনটন করছে। তার একটা হাতে হাত রাখল সে, মৃদু চাপ দিল। 'কফি খাবে নাকি, রবিন?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'আরেকটু হলে ওকে আমরা ধরতে পারতাম,' বলল রানা। 'লোকটা যে সে-ই, আমি জানি।'

'আবার তাকে পাবে তুমি, রবিন।'

চোখ বন্ধ করে জোরে শ্বাস টানল রানা। ভীষণ, ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। 'একবার পেয়েছি সেটাই তো মিরাকল! আবার পাব সে আশা না করাই ভাল। আর পেলেই বা কি, পাবার আগে সর্বনাশ ঘটতে বাকি থাকবে কিছু?'

'চলো কফি খাই,' রানার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল লিলি। 'মাথা গরম করে কোন লাভ নেই।'

কমপিউটর রুম থেকে বেরিয়ে সোজা বস্ কর্নেল জন ক্যাসেলের কামরায় চলে এল চারিটি উডস্টক। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করছে, মুখ তুলে তাকাল কর্নেল। অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল তার মাথায়। প্রিয় নারীকে নিয়ে মানুষ যখন হাঁটে বা কোথাও বসে, তার সামনেটাই শুধু দেখার সুযোগ মেলে। অন্তত হাঁটার সময় নিয়মটা যদি এমন হত যে পুরুষ পিছনে থাকবে, তাহলে বোধহয় ভালই হত। কিন্তু না, তখন আবার সামনেটা দেখার জন্যে হাহাকার করত মন...। চ্যারিটি এগিয়ে আসছে দেখে নড়েচড়ে বসল সে, সংযত করল বেয়াদপ দৃষ্টি।

চ্যারিটি উডস্টকের হাতে দুটো কমপিউটর প্রিন্ট-আউট রয়েছে, চেয়ারে বসে ডেস্কের ওপর রাখল সেগুলো। জন ক্যাসেল লক্ষ করল, আজও চ্যারিটি ব্রেসিয়ার পরেনি। মেয়েটা কি তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে? প্রতিশোধের ধরনটা অবশ্য খারাপ নয়। এরপর হয়তো দেখা যাবে, ব্লাউজ বা ফ্রকও পরছে না। আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল কর্নেল, ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলে কত কিছুই তো ঘটতে পারে। হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয়, দেখব প্রিয়দর্শিনী চ্যারিটি নিরাবরণ হয়ে আমার কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'আপনার মুখের ভেতর মাছি ঢুকতে পারে।'

~ Sumon ~ Email: aminsumon@yahoo.com Web: http://aminsumon.tk

এত দ্রুত মুখ বন্ধ করল ক্যাসল, কপ্ করে একটা আওয়াজ হলো। 'কাজের কথা বলো,' কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ডেস্ক থেকে একটা প্রিন্ট-আউট তুলে ঠেলে দিল উডউক। 'সি.আই.এ ডিরেক্টর থেকে শুরু করে বেন সুইটল্যান্ড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে এটাই যথেষ্ট। বারো লাখ ডলারের কমপিউটার মিথ্যে কথা বলে না।'

'কি বলেছে শোনাও।'

'ফলোস্ক যে ক'টা ঘটনা ঘটেছে সেগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে পারে,' বলল উডউক। 'তবে তার সম্ভাবনা ছাপান্ন হাজার চারশো ভাগের এক ভাগ। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এই ফলাফল জানিয়ে দিতে পারেন আপনি।'

'গবেষণাটা তুমি করেছ এ-কথা বললে ওরা বিশ্বাস করবে। তোমার ওপর ওদের ভারি আস্থা।' দ্বিতীয় প্রিন্ট-আউটের দিকে তাকাল জন ক্যাসেল। 'ওটা?'

'বিগ বয় সম্পর্কে নতুন কিছু ডাটা পাবার পর ব্যক্তিগতভাবে আরেকটা প্রোগ্রাম তৈরি করি আমি,' বলল উডউক। লক্ষ করল, বরাবরের মত তার বুকের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে কর্নেল। রাগ নয়, শিরশিরে একটা শীতল অনুভূতি হলো তার। এত যার কৌতূহল, সব যদি কোনদিন দেখার সুযোগ পায়, কি করবে তাই ভাবি!

'রেজাল্ট?'

'লোকটা তার নাম সই করছে,' বলে দ্বিতীয় প্রিন্ট-আউটটাও বসের দিকে ঠেলে দিল উডউক।

ভাল করে পড়ল জন ক্যাসেল। তারপর মুখ তুলে হাসতে লাগল। 'দারুণ, চারিটি, তুলনাহীন। তোমার প্রমোশন হওয়া উচিত।'

'প্রমোশনের কথা বলবেন না,' ম্লান কণ্ঠে বলল উডউক। 'একটা তো দশ মাস আগেই পাওনা হয়েছে।'

কর্নেল জানে, বেন সুইটল্যান্ড ফাইলটা চেপে রেখেছে। বেন লোকটা নারী-বিদ্বেষী, অথচ হেডকোয়ার্টারের মেয়েরা তার পিছু পিছুই ঘুরঘুর করে। 'তোমার ফাইল নিয়ে এবার সরাসরি ডিরেক্টরের কাছে যাব আমি,' জেদের সুরে বলল সে। 'তোমার মত একটা প্রতিভাকে ওরা মর্যাদা দেবে না, ইয়ার্কি নাকি!'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল উডউক। 'আপনার কাজিন নতুন-কোন খবর দিয়েছে?'

মাথা নাড়ল কর্নেল। 'শেষ খবরটা তোমাকে আমি জানিয়েছি।'

'উঠি তাহলে...।'

'এক মিনিট,' বলে নিজেই উঠে দাঁড়াল জন ক্যাসেল। 'তোমাকে একটা নোটিস দিয়েছিলাম, ভুলে গেছ বুঝি?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল উডউক। 'না, ভুলব কেন! তবে আগে আপনি আমার চোখের দিকে তাকাতে শিখুন, তারপর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কথা হবে।'

দাঁড়াল সে। টান টান করল শরীরটা। ব্লাউজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল সুগঠিত স্তন জোড়া।

জানে নিজেকে সামলাতে পারবে না, তাই চোখ বন্ধ করে ফেলল জন ক্যাসেল। খিল খিল করে হেসে উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল চারিটি উডউক। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে চোখ খুলল কর্নেল, ধপাস করে চেয়ারে বসল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'কি বিচ্ছু মেয়ে রে, বাবা!'

সাথে ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট থাকলেও রাউল ক্ল্যারমন্ট একজন রাশিয়ান, মন্ট্রিঅলে ছোটখাট একটা চাকরি করে সে। চেহারায় খোকা একটা ভাব আছে, বয়স বত্রিশ, দশ বছর আগে রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স তাকে ট্রেনিং দেয়ার জন্যে বাছাই করে। দু'বছর ট্রেনিং পাবার পর গত আট বছর ধরে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেছে। সেকেন্ড গ্রেডের এজেন্ট সে, তারমানে গ্রু-র নির্দেশে ইতিমধ্যে কমপক্ষে বারোজন শত্রুকে খুন করেছে। ফার্স্ট গ্রেড এজেন্ট হতে হলে কমপক্ষে বিশজন মানুষের প্রাণ নিতে হয়। মাসুদ রানাকে খুন করার নির্দেশ পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল ক্ল্যারমন্ট, কারণ আর মাত্র একজনকে খুন করতে পারলেই ফার্স্ট গ্রেড পেয়ে যাবে সে।

অফিসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে হোটেলে বসে থাকল ক্ল্যারমন্ট। তিন দিন অপেক্ষা করার পর পরবর্তী নির্দেশ এল। শিকাগো-য় যেতে হবে তাকে, উঠতে হবে শেরাটন হোটেলে। সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে সেদিনই রওনা হয়ে গেল সে, শিকাগোর শেরাটনে পৌছুল রাত এগারোটায়। রাত দুটোয় একটা টেলিফোন পেল ক্ল্যারমন্ট, কাল সকালে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে তাকে।

পরদিন সকালে চিড়িয়াখানায় তার সাথে দেখা হলো কন্টাক্ট-এর। সুন্দরী একটা মেয়ে, ফ্রেঞ্চ এয়ারলাইন্সে স্টুয়ার্ডেস। বিদায় নেয়ার সময় সিগারেটের প্যাকেটটা বেঞ্চের ওপর ফেলে গেল সে, যেন ভুল করে। হোটেল রুমে ফিরে এসে প্যাকেট খুলে ভেতর থেকে একটা ফটো বের করল ক্ল্যারমন্ট।

মাসুদ রানার ফটো। সাথে ছোট্ট একটা চিরকুট, 'সশস্ত্র, অভিজ্ঞ, অত্যন্ত বিপজ্জনক।' একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করল রাউল ক্ল্যারমন্ট। লোকটা কে, কি তার অপরাধ, এ-সব বিষয়ে মাথা ঘামান না। কখনোই ঘামায় না। নিয়ম নেই।

ফটোটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিয়ে সুটকেস খুলল ক্ল্যারমন্ট, তার আগে দরজা আর জানালা বন্ধ করে নিয়েছে। সুটকেস থেকে কাপড়চোপড় বের করে ফলস বটমের ঢাকনি তুলল, ভেতর থেকে বের করল প্লাস্টিক মোড়া কয়েকটা ইস্পাতের টুকরো—কোনটা চ্যাপ্টা, কোনটা টিউব আকৃতির। ওগুলো জোড়া লাগাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

আড়াই মিনিট পর দেখা গেল ক্ল্যারমন্টের হাতে একটা L34A1 সাবমেশিন গান রয়েছে, ব্রিটেনে হার ম্যাজেস্টি-র সশস্ত্র বাহিনী যে L2A3

~ Sumon ~ Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

ব্যবহার করে এটা তারই সাইলেন্সার লাগানো সংস্করণ। স্টক বাড়ানো অবস্থায় চৌত্রিশ ইঞ্চি লম্বা, ভয়ঙ্কর দর্শন সাত পয়েন্ট আট ইঞ্চি ব্যারেল সহ। মোটা সাইলেন্সার কেসিং ব্যারেল জ্যাকেট ঢেকে রেখেছে, ফলে ব্যারেলের যেখান থেকে গ্যাস বেরোয় সেটাও চোখের আড়ালে থাকল। তিন সেট ফায়ারিং মেকানিজম। এস.-সেফটি পজিশন। আর.-সেমি-অটোমেটিক ফায়ার। এ.-ফুল অটোমেটিক।

এস. সুইচ টিপে সাবমেশিন গানটাকে সেফটি পজিশনে সেট করল ক্ল্যারমন্ট, তারপর ম্যাগাজিন ভরল। ফুল অটোমেটিক দিয়ে ট্রিগার টানলে গানটা থেকে প্রতি মিনিটে ছ'শো পঞ্চাশটা নাইন-মিলিমিটার প্যারাবেলাম বুলেট বেরুবে। এটা দিয়ে চারজন লোককে খুন করেছে ক্ল্যারমন্ট, একটা লাশও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

স্লিং-টা কাঁধে গলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল ক্ল্যারমন্ট, এক ঝাঁকিতে ফায়ারিং পজিশনে নিয়ে এল গানটাকে। আপনমনে হাসতে লাগল সে। 'কোথায় ভাই তুমি, মাসুদ রানা? না-না, তোমাকে আসতে হবে না, আমিই তোমার কাছে যাব!'

ক্ল্যারমন্ট জানে, এখানেও তাকে অপেক্ষা করতে হবে। মাসুদ রানা কোথায় আছে সময় মত জানানো হবে। ডান পায়ের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো আছে পয়েন্ট থ্রী এইট ওয়ালথার পি-পি-কে পিস্তল, কিন্তু সেটা চেক না করলেও চলে। শিকার যদি সশস্ত্র আর অভিজ্ঞ হয়, তার কাছাকাছি পৌঁছবার সুযোগই সে পাবে না, কাজেই স্মল আর্মস ব্যবহারেরও প্রশ্ন উঠবে না।

টেলিভিশন অন করে চেয়ারে বসল ক্ল্যারমন্ট। হোটেল ছেড়ে কোথাও বেরুনো চলবে না তার। কেউ বলতে পারে না কোন দিক থেকে কখন নির্দেশ আসবে।

আট

সান ডিয়াগো-র কাছে মার্কিনীদের বড়সড় একটা ন্যাভাল এয়ার স্টেশন রয়েছে, সেটার সেন্ট্রাল কন্ট্রোল টাওয়ার আর মেইন জেনারেটরে আগুন লাগল। সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করা হলো, ছাব্বিশ কোটি ডলার। কেউ নিহত হয়নি, তবে চৌত্রিশ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ছ'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি, পুরোদমে তদন্ত চলছে।

মেইন জেনারেটর অকেজো হয়ে গেলেও, এয়ার স্টেশন তাতে অচল হয়ে পড়েনি। গত বছর নতুন ইমার্জেন্সী জেনারেটর যেটা বসানো হয়েছিল, আপনাআপনি সেটা চালু হয়ে যায়। লাস ভেগাস সান পত্রিকায় খবরটা পড়ার

সময় রানার চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, শুধু চোখ জোড়ায় নগ্ন ঘৃণা আর ক্রোধ ফুটে উঠল।

দেখে ফেলল লিলি। রবিনকে চিনে ফেলতে শুরু করেছে মেয়েটা। এখন সে রবিনের অনেক দুর্বোধ্য আচরণের তাৎপর্য ধরে ফেলতে পারে। দু'জন প্রফেশনাল একটু বেশি সময় কাছাকাছি থাকলে যা ঘটার তাই ঘটছে। লিলি বোঝে, এতটা ঘনিষ্ঠতার পরিণতি ভাল হতে পারে না। আজ বাদে কালই হয়তো মস্কোয় ফিরে যেতে হবে রবিনকে। আর তাকে হয়তো হপ্তা শেষ হবার আগেই চলে যেতে হবে টোকিও বা মিউনিখে। এক মিনিট বা এক মাস পর মারা যেতে পারে দু'জনেই। এ-সব ব্যাপারে সচেতন না থেকে পারা যায় না, কাজেই প্রশ্ন না করে স্বস্তি কোথায়! 'কি ব্যাপার, রবিন?'

'আমাদের সেই লোক।' কাগজে টোকা দিল রানা।

খবরটা পড়ল লিলি। 'এবার খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি,' অনেকটা যেন সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল সে।

'পরের বার কি হবে? জানো কি আছে তার হাতে? কল্পনা করতে পারো কত কি ধ্বংস করতে পারে সে? শুধু একবার ডায়াল করে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল লিলি। 'জানি না, রবিন—এবং সম্ভবত আমার জানা উচিতও নয়।'

'ভাবতে পারো কাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে সে? এমন একজন ভালমানুষকে দিয়ে, যে তেরো-চোদ্দ বছর ভুলে আছে নিজের আসল পরিচয়, জানে না আসলে সে কে.জি.বি-র একজন ডীপ-কাভার এজেন্ট। তেরো-চোদ্দ বছর আগে তাকে বলা হয়েছিল, শুধু যুদ্ধ লাগলে তোমাকে ব্যবহার করা হবে। কাজটা করার পর হুঁশ ফিরবে তার, ধরে নেবে রাশিয়ার সাথে আমেরিকার পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেছে।'

মন দিয়ে শুনছে লিলি, চেহারায় সহানুভূতি।

'টাওয়ার আর জেনারেটর ধ্বংস করে দিয়েই বেচারা হয়তো মেক্সিকো সীমান্তের দিকে ছুটেছে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ যাতে তার নাগাল না পায়—জানি, কিছুই বুঝছ না তুমি। প্রশ্ন করতে চাইছ। কিসের পারমাণবিক বিস্ফোরণ? তাহলে শোনো,' রানা যেন জনান্তিকে কথা বলছে। 'মিসাইল ওঅরহেড, বুঝলে! আর কি জানতে চাও, বলো।' কার ওপর লিলি জানে না, কিন্তু বুঝতে পারছে ভয়ানক রেগে গেছে রানা। ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসছে।

লিলি জানতে চায়। 'মিসাইল ওঅরহেড?'

'অথচ,' হোটেল কামরায় পায়চারি শুরু করল রানা, 'কৌতুকটা কি জানো? একটা রকেট বা মিসাইলও ছোঁড়া হয়নি। ভ্লাডিভোস্টকের পাঁচশো মাইল পশ্চিমের সাইলোগুলোয় সব নিরাপদে আছে। হেঁয়ালি মনে হচ্ছে, লিলি?'

'করছ বলেই মনে হচ্ছে,' শান্ত সুরে বলল লিলি। 'আমার কথা হলো, এতটা অস্থির না হলেও চলে। তুমি দেখো পুলিস আবার লোকটাকে খুঁজে পাবে।'

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

'প্রায় অসম্ভব! একবার পেয়েছিল সেটাই তো আশ্চর্য।'

'পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে দিলে হয় না?'

'তা-ও ভেবেছি। দশ বা বিশ হাজার ডলার দেয়া যায় কিনা। কিন্তু অঙ্ক যত বড় হবে, ততই কৌতূহল বাড়বে মানুষের। টেনডেল নিজেও দিশেহারা বোধ করতে পারে। তার ধারণা হবে, ডালচিমস্কি সাধারণ কেউ নয়, ব্যাপারটার সাথে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। হয়তো ভয় পেয়ে এফ.বি.আই-কে সব জানিয়ে দেবে সে।'

'তা যদি জানিয়ে দেয়ও,' বলল লিলি, 'এখনকার চেয়ে বেশি বিপদে পড়বে না তুমি। আরেকটু সাবধানে থাকলেই কেউ তোমার নাগাল পাবে না। আর লাভের দিকটা ভেবে দেখো–বেশি টাকার লোভে টেনডেল হয়তো আরও ভালভাবে খুঁজবে লোকটাকে।'

'ওটা আমার সাত নম্বর প্ল্যান।'

'এক থেকে ছয়গুলো কি, রবিন?'

'জানলে তো কথাই ছিল না।' সিগারেট ধরাল রানা।

'বড় বেশি সিগারেট খাচ্ছ।'

'এবং উপভোগ করছি না। মেজাজ খারাপের আরও কারণ ঘটেছে, লিলি। দেশের ওরা আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছে। কেন আমি কোন জাদু দেখাতে পারছি না সরাসরি আমার মুখ থেকে শুনতে চায় ওরা।'

'তোমাকে ওরা ডেকে পাঠিয়েছে, রবিন?' লিলির চোখে পলক নেই।

'তারচেয়েও খারাপ,' বলল রানা। 'ওদের উদ্দেশ্য আমি টের পেয়ে গেছি। প্ল্যান বদলাচ্ছে ওরা।'

'কি রকম?' ভুরু কুঁচকে উঠল লিলির।

'ওরা চাইছে এখন থেকে কে.জি.বি. রেসিডেন্ট আমার কাজ তদারক করবে। নির্দেশ দিয়েছে, আমি যেন তাকে কেস করি।'

'নির্দেশ যদি দিয়ে থাকে...'

'হ্যাঁ, আমাকে সেটা মানতেই হবে। কিন্তু আমি যদি কোন নির্দেশ না পাই?'

'মানে?'

'কাল আবহাওয়া ভাল ছিল না, ভাল করে শুনতেই পাইনি খবর,' বলল রানা। 'রিসিভারটাকে হয়তো মেরামত করতে পাঠাতে হবে।'

বিছানার ওপর উঠে বসল লিলি। রানার একটা হাত ধরে টানল। 'কিন্তু রবিন, মেসেজটা বারবার রিপিট করবে ওরা!'

'কাল হয়তো আমার রিসিভার ভাল থাকবে। আজ আমি ব্যস্ত। ম্যানিয়াকটা এরপর কি করবে আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। প্যাটার্ন একটা না থেকেই পারে না।'

'যা যা জানো সব লিখে ফেলছ না কেন?' রানাকে টেনে বিছানার ওপর নিজের পাশে বসাল লিলি। 'গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য একটা কাগজে সাজাও তো দেখি। বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন কলামে সাজিয়ে দেখো কোথাও কোন মিল পাওয়া

যায় কিনা।'

লিলির ওপর ঝুঁকে তাকে চুমো খেলো রানা। 'নয়বার চেষ্টা করেছি, লিলি।'

'তবু এসো না, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি,' অনুরোধ করল লিলি। 'চেষ্টা করার দায়ে কেউ আমাদের ফাঁসিতে লটকাবে না।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ওর নাকে নাক ঘষে আদর করল লিলি, বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দেরাজ থেকে বের করে আনল কাগজ আর কলম।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুলো ওরা, পাশাপাশি। প্রথমে রানা ডীপ-কাভার এজেন্টদের আমেরিকান নামগুলো লিখল কাগজে। এই টেলি-বোমাগুলোকে ইতিমধ্যে ফাটিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি।

কোন প্যাটার্ন চোখে পড়ল না।

আরেকটা তালিকা তৈরি করল রানা, শুধু নামের শেষ অংশ দিয়ে। তিন নম্বর তালিকায় থাকল নামগুলোর শুধু প্রথম অংশ। চার নম্বর তালিকায় নামের দুই অংশই থাকল, কিন্তু শেষ অংশ প্রথমে আর প্রথম অংশ শেষে। ত্রিশ মিনিট ধরে তালিকাগুলো নাড়াচাড়া করে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। 'এবার ওদের আসল নামগুলো সাজানো যাক।'

নতুন আরেকটা তালিকা তৈরি হলো। এক, দুই করে আটটা নাম লিখল রানা। একটার নিচে আরেকটা। পাঁচ মিনিট পর বলল, 'চার বার চেক করলাম, কোন অর্থ বেরুচ্ছে না।'

'কিন্তু তুমি বলছ প্যাটার্ন একটা না থেকেই পারে না। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি।' রানাকে উৎসাহ দিতে চাইছে লিলি। 'আরও চেষ্টা করো।'

'তুমি কিন্তু সত্যি আমার লক্ষ্মী বউ। বেশ, এবার তাহলে রাজ্যগুলোর নাম লিখি।'

কলোরাডো।
মেইন
উইসকনসিন
ক্যানসাস
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া
নিউ ইয়র্ক
ফ্লোরিডা
ক্যালিফোর্নিয়া

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ তালিকাটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মাথা নাড়ল লিলি। 'না। আর কি বাকি থাকল?'

'তুমিই বলো।'

'প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম?'

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

'আগে চেষ্টা করেছি...'

'আগের কথা বাদ দাও,' বাধা দিল লিলি। 'সব নতুন করে পরীক্ষা করব আমরা।'

'বেশ।'

আরেকটা তালিকা তৈরি হলো। এতে সময় অনেক বেশি লাগল। লিখতে লিখতে দু'বার থামল রানা, সামরিক স্থাপনার নামগুলো মনে করতে সময় নিল। শেষ পর্যন্ত তৈরি হলো তালিকাটা। 'কই, কিছুই তো হচ্ছে না!' অস্থির হয়ে উঠল ও। সবগুলো কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে অ্যাশট্রেতে ফেলে আগুন ধরাল। 'টয়লেটে যাচ্ছি।'

'রবিন...।'

'ওখানে আমার বুদ্ধি খোলে।'

'সত্যি?'

মৃদু হেসে টয়লেটে গিয়ে ঢুকল রানা।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুলো লিলি, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। টয়লেট থেকে পানির আওয়াজ আসছে। একটু পর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল রানা, ক'দিন আগে লিলিই ওকে কিনে দিয়েছে ওটা।

আবার উপুড় হলো লিলি, বিছানা থেকে প্যাড আর কলম তুলে নিল।

'কি করছ?'

'পরের তালিকাটা আমি লিখব,' বলল লিলি। 'আর কি বাকি আছে বলো।'

'তুমি যেন একটু রহস্যময় আচরণ করছ,' বলল রানা। 'আসলে কি চাও বলো তো?'

হেসে ফেলল লিলি। 'কি আবার চাইব! বদ্ধ একটা ঘরে দু'জন মানুষ কি চাইতে পারে?'

'ঢং ঢং ঢং ঢং!'

'তারমানে?'

বিছানায় বসল রানা। 'তারমানে, এক ঘণ্টা ছুটি। এই এক ঘণ্টা কোন কাজ নয়। শুধুই অকাজে ব্যস্ত থাকব আমরা।' বিছানার আরেক কিনারার দিকে লিলি সরে যাচ্ছে দেখে খপ্ করে তাকে ধরে ফেলল রানা। শুরু হলো ধস্তাধস্তি, টানা হ্যাঁচড়া।

ঠিক এক ঘণ্টা পর আবার কাজে হাত দিল ওরা।

'আসল নাম আর ছদ্মনাম লেখা হয়ে গেছে। বাকি থাকল কি?'

'ফোন নম্বর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলে যাও।'

ফোন নম্বরগুলো লেখা হলো। লাভ হলো না কোন। এমনকি প্রতি সেট নম্বর এদিক ওদিক করে সাজিয়েও কোন ফায়দা হলো না।

'আর কি, রবিন?'

'তুমি দেখছি একটা ফ্যানাটিক। এক সময় স্কুল মাস্টারনী ছিলে নাকি?'

'ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার কাজ আরেকটা তালিকা তৈরি করা। এরপর কি বলো।'

'মুখরা রমণী, দজ্জাল স্ত্রী...।'

'টয়লেটে তাহলে শুধু শুধু গিয়েছিলে? আমাকে বলা হয়েছে তুমি নাকি সেরাদের অন্যতম। মাথায় শুধুই বুদ্ধি আর আইডিয়া গিজ গিজ করছে। কিছু বের করো, তা না হলে যে মান-সম্মান কিছু থাকে না!'

'খোঁচা দিচ্ছ। নাম, রাস্তা, স্থাপনা, ফোন নম্বর...এবার তাহলে শহরগুলোর নাম লেখো। যে শহরে স্থাপনাগুলো আছে।'

'বলে যাও।' রানা বলতে শুরু করল, লিলি লিখে নিচ্ছে।

ডেনভার

আগাস্টা

লাক দু ফ্ল্যামবিউ

চ্যানিউট

হান্টিংটন

ইথাকা

মিয়ামি

সান ডিয়াগো

'তুমি একবার পড়ো তো,' নির্দেশ দিল রানা। হঠাৎ নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল ও।

নির্দেশ পালন করল লিলি।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি একটা গাধা,' প্রায় চিৎকার করে ঘোষণা করল ও। 'বেগম সা'ব, ব্যাটাকে বোধহয় পেয়েছি! মানে, প্যাটার্নটা পাওয়া গেছে, বুঝলে!'

তালিকার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলল লিলি, 'কি বলছ!'

'মস্কো থেকে বলা হয়েছিল, ওরা তার নাম দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবে। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটা ঘটছে! মাই গড! ও মাই গড!'

'রবিন!'

'দেখতে পাচ্ছ না? ম্যানিয়াকটা নিজের নাম লিখছে! ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার ওপর নিজের নাম সই করছে ডালচিমস্কি।'

'রবিন!' চোখ বিস্ফারিত করে একবার তালিকা, একবার রানার দিকে তাকাল লিলি।

'ডেনভার–ডি। অগাস্টা–এ। লাক দু ফ্ল্যামবিউ–এল। চ্যানিউট–সি। বারে শালা, বাহ! কমরেড ডালচিমস্কি, তুমি ফাঁস হয়ে গেছ!'

আবার তালিকার দিকে তাকাল লিলি। 'কিন্তু আটটা শব্দে শুধু ডালচিমস পড়া যাচ্ছে, রবিন। ডি, এ, এল, সি, এইচ, আই, এম, এবং এস।'

'বাকি থাকল কে এবং আই,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'খাতায় একটাই মাত্র কে আছে, সেখানেই এরপর আঘাত হানবে ডালচিমস্কি। সে ধরা পড়ে

~ SumoN ~ Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

গেছে। চলো যাই চলো।'

নয়

বিকেল সাড়ে চারটেয় ডেট্রয়েট এয়ারপোর্টে নামল ওরা, টার্মিনাল ভবনে এসে ফোন করল রানা, তারপর আবার পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে একটা কনভেয়ার প্লেনে চড়ল—কালামাজু, মিশিগানে পৌঁছে দেবে ওদের।

ছিয়াশি হাজার লোকের বাস কালামাজু-তে। চারটে ব্যাংক আছে।

ছিয়াশি হাজারের একজন হলো জন ফিদারহফ, একটা কেমিক্যাল সাপ্লাই ফার্মের মালিক। এলাকার কোড নম্বর ছয়শো ষোলো, কোম্পানীর ফোন নম্বর ৬৪৫-৯৯৮৯। এসব তথ্য জানা আছে রানার, ডীপ-কাভার এজেন্টের মিশনটা কি তাও অজানা নয়। কিন্তু জানে না লোকটার সাথে কিভাবে আলাপ করবে ও। নামকরা এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে যদি বলা হয়, আপনি একটা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের স্পাই, একজন অন্তর্ঘাতক, ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবেন তিনি? বলার পর কিভাবে প্রমাণ করবে রানা যে সে উন্মাদ নয়? জন ফিদার তার কথা বিশ্বাস করবে না। হয়তো পুলিস ডাকবে সে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, ডেট্রয়েট এয়ারফিল্ড থেকে আকাশে উঠছে প্লেন। একটা উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা খুব বিপজ্জনক। লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কোড মেসেজটা উচ্চারণ করতে পারে ও। সাথে সাথে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে আসল লোকটা, জন ফিদারহফ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু তাতেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না। লোকটা নিজেকে কে.জি.বি-র ডীপ-এজেন্ট হিসেবে চিনতে পারার সাথে সাথে সে তার মিশন সফল করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। বহু বছর আগে বহু টাকা খরচ করে এই ব্যাকুলতার বীজ তার মনের ভেতর বপন করে দেয়া হয়েছে। কোড সঙ্কেতটা উচ্চারণ করার পর রানা যদি তাকে বলে, আগের সেই প্ল্যান বাতিল হয়ে গেছে, আমেরিকার সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধেনি, মিশনের কথা ভুলে যান—কি প্রতিক্রিয়া হবে তার? সে কি রানার কথা বিশ্বাস করবে?

তাকে সিনিয়র কে.জি.বি. কর্মকর্তাদের দোহাই দেবে রানা, যারা টেলি-বম প্রজেক্ট চালু করেছিলেন। রুশ ভাষায় কথা বলবে রানা। তাতেও যদি কাজ না হয়, জোর খাটাবে ও। অচল, অকেজো করে দেবে তাকে। দরকার হলে—হ্যাঁ, এমনকি লোকটাকে মেরে ফেলবে রানা।

তিক্ত মেজাজ নিয়ে এসব কথা ভাবছে ও, লাউডস্পীকারে পাইলটের গলা শোনা গেল। ছ'টা দশ বাজে। কালামাজু-তে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে প্লেন।

'ঠিক জানো তো লোকটাকে পাওয়া যাবে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'জানি,' বলল রানা। রেন্ট-এ-কার কোম্পানীর অফিসে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, একটা মেয়ে কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করছে।

হাতঘড়ি দেখল লিলি। 'শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছ কেন, তোমার দেরি হয়ে যাবে না?'

'দেরি হতে পারে বুঝেই তো ডেট্রয়েট থেকে ফোন করলাম তাকে,' বলল রানা। 'এক লাখ নব্বই হাজার ডলারের অর্ডার দেব বলেছি, সব কাজ ফেলে অপেক্ষা করবে। দেখা করার কথা পৌনে সাতটায়।'

'ছ'টা বিশ বাজে, রবিন।'

লিলি ঠিকই বলছে, রানার আর দেরি করা উচিত নয়। বরং সময়ের আগে পৌঁছুতে পারলে ভাল হয়। 'ঠিক আছে, গাড়ি যখন দুটো, আমি আগে রওনা হয়ে যাই।' লিলিকে ঠিকানাটা জানিয়ে দিল রানা, বলে দিল কোথায় দেখা হবে দু'জনের। বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাতে চড়ে বসল ও।

দক্ষ ড্রাইভার, চেহারায় চালাক-চতুর ভাব। এলাকার সমস্ত রাস্তা খুব ভাল করে চেনে। একটু বেশি কথা বলে, কিন্তু রানার কাছ থেকে তেমন উৎসাহ না পেয়ে বেশি কথা বলল না। সাদা চুনকাম করা অফিস আর ওয়্যারহাউস এলাকা পেরিয়ে এল ট্যাক্সি, ড্রাইভারকে থামতে বলল রানা। ভাড়া নিয়ে, 'হ্যাভ এ গুড ডে,' বলে চলে গেল লোকটা।

রাস্তার ধারেই গেট, গাড়ি-বারান্দায় গ্রে রঙের একটা পিন্টো কার দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে জানে জন ফিদারহফ লোকটা কেমন। বিখ্যাত একটা ফার্মের মালিক, আরও দামী গাড়ি ব্যবহার করা উচিত। মিসেস ফিদারহফ হয়তো মার্সিডিজ ব্যবহার করে। কিংবা পিন্টোটা হয়তো চাকর-বাকররা বাজার সওদা করার জন্যে ব্যবহার করে।

লোকটা বিবাহিত কিনা জানা নেই রানার। বিবাহিত হলে বোধহয় ছেলেমেয়েও আছে। কিন্তু বেচারা জানে না, সবই তাসের ঘর!

ঠেলা দিতেই খুলে গেল গেট। গেটের পাশেই আউটার অফিস। ভেতরে ঢুকে এক মহিলার সামনে দাঁড়াল ও। সামনে ডেস্ক নিয়ে বসে আছে, বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ, হাতের তালুতে ছোট একটা আয়না নিয়ে ঠোঁটে আরেকবার লিপস্টিকের প্রলেপ লাগাচ্ছে। মোচা আকৃতির চুলের স্টাইল আজকাল অচল হয়ে গেছে, তবে বয়স লুকাতে কৌশলটার জুড়ি নেই। চোখ তুলে রানাকে দেখল সে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সাথে সাথে। 'মি. বিউমন্ট?' এই নামেই ডেট্রয়ট থেকে ফোন করেছিল রানা।

'হ্যাঁ। মি. ফিদারহফ আছেন?'

'অত্যন্ত দুঃখিত। জরুরী একটা কাজে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছে...।'

বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল রানার মনে। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও চলে গেলেন? এখুনি ফিরবেন তিনি?'

আশ্বাস দিয়ে হাসতে চেষ্টা করল মহিলা, কিন্তু পারল না। 'জানি—জানি,

Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

মি. বিউমন্ট। কিন্তু জরুরী একটা ব্যাপারে···।'

রানার মনে সাইরেন বাজতে শুরু করল। 'কোথায় গেছেন তিনি? আপনাকে বলে গেছেন? কেউ ফোন করেছিল?'

ফার্ম এবং মালিকের সুনাম রক্ষার চেষ্টা করছে পার্সোনাল সেক্রেটারি। 'আপনি অস্থির হবেন না, প্লীজ! দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না···।'

রানার ইচ্ছে হলো কষে একটা চড় লাগায়। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দেয় না কেন! 'আমার কথার জবাব দিন। কেউ ফোন করেছিল? আপনার বসের আমি একটা বিপদ আশঙ্কা করছি! তাড়াতাড়ি বলুন। ফোন এসেছিল?'

'জ্বী···জ্বী, হ্যাঁ। ফোন পেয়েই···।'

'কখন? কতক্ষণ আগে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা।

'দশ···পনেরো মিনিট আগে। আপনি এত উত্তেজিত কেন বলুন তো? কিসের বিপদ?'

'কে ফোন করেছিল? লোকটার কথায় কি বিদেশী টান ছিল?'

'জ্বী, ছিল!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মহিলা। 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'ফোন পেয়েই মি. ফিদারহফ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন, তাই না? যেন ভয়ানক জরুরী কিছু একটা ঘটে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বলবেন না আমাকে?'

'প্র্যাকটিক্যাল জোক, এ ব্যাড প্র্যাকটিক্যাল জোক—আই হোপ,' মিথ্যা কথা বলল রানা। 'যে লোকটা ফোন করেছিল সে একটু পাগলাটে। তাড়াতাড়ি তার ওখানে গিয়ে তাকে সামলাই, তা না হলে কি করে বসে কে জানে। ওটা তো আপনাদের গাড়ি, তাই না, পিন্টোটা?'

'হ্যাঁ। মি. ফিদারহফ সবুজ পন্টিয়াক চালান। বলেন তো আপনাকে আমি লিফট দিতে পারি। তিন মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যাব আমিও।'

'আমি বরং ফোন করে একটা ট্যাক্সি ডাকি।'

ফোনটা দেখিয়ে দিয়ে টয়লেটে গিয়ে ঢুকল পার্সোনাল সেক্রেটারি। সরাসরি অপারেটরকে ডায়াল করল রানা, পুলিস স্টেশনের সাথে যোগাযোগ দেয়ার অনুরোধ করল।

'পুলিস হেডকোয়ার্টার।'

'ভাববেন না কৌতুক করছি। এটা একটা ইমার্জেন্সী কল। জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন। পনেরো মিনিট হলো একজন ম্যানিয়াক ওয়াটসন ইলেকট্রনিক ল্যাব-এর দিকে রওনা হয়েছে। সবুজ একটা পন্টিয়াক চালাচ্ছে সে। তার সাথে বিস্ফোরক আছে। সে সশস্ত্র। আমি আবার বলছি—ভাববেন না কৌতুক করছি···।'

'আপনি কে?'

'ক্যাপটেন রুথম্যান, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। লোকটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেখা পেলে সাবধানে এগোতে হবে। হোমিসাইডাল টাইপ, সামনে যাকে পাবে তাকেই খুন করতে চাইবে। ওয়াটসন ইলেকট্রনিক ল্যাবে যাচ্ছে স্যাবোটাজ করার জন্যে।'

'ঈশ্বর-পুত্র যীশু, এসব কি!'

'আমিও ওদিকে রওনা হচ্ছি,' বলল রানা। 'আপনারা আপনাদের রেডিও কারগুলোকে সতর্ক করে দিন। ল্যাবের সিকিউরিটি অফিসারদের জানান। আমার পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগবে।' রানা দেখল টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছে মহিলা।

'লোকটা কমিউনিস্ট নাকি?'

'হ্যাঁ,' বলেই যোগাযোগ কেটে দিল রানা। মহিলাকে বলল, 'ট্যাক্সি আসছে, আমি বরং বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি।' দু'জনে ওরা এক সাথেই অফিস থেকে বেরুল। পিন্টো নিয়ে চলে গেল মহিলা।

গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল রানা। ইংরেজি, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ, এবং এমনকি কিছু কিছু আরবীতেও গাল পড়তে লাগল—ভাগ্যকে। লাভের মধ্যে সময়টা কাটল। দু'মিনিটের মাথায় ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে পৌঁছুল লিলি।

'সব ঠিক আছে?' জানতে চাইল সে।

'কিছুই ঠিক নেই! আমি পৌঁছুবার পনেরো মিনিট আগে ফোন করেছিল ডাগচিনস্কি। ফিদারহফের পিছনে আমি পুলিস লেলিয়ে দিয়েছি।'

পাশের সীটে সরে গেল লিলি, হুইলের পিছনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'পুলিস? পুলিস কি করবে, রবিন?'

'আটকাবে। আহত করবে। গুলি করে মারবে। বলেছি, লোকটা হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক। সাথে অস্ত্র আর বিস্ফোরক আছে। কে জানে বিশ্বাস করেছে কিনা।'

কালামাজু পুলিস হেডকোয়ার্টারও ব্যতিক্রম নয়, এখানেও মাঝে মধ্যে ভুয়া ফোন কল আসে। কিন্তু রানার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল, ডেস্ক ক্লার্ক ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে না নিয়ে পারেনি। সবুজ পন্টিয়াকে এক উন্মাদ আছে, এই জরুরী খবর সব কটা রেডিও কারকে জানিয়ে দেয়া হলো। চারটে কার নির্দেশ পেল, পন্টিয়াককে ওভারটেক করতে হবে। সম্ভবত হাইওয়ে ধরে ওয়াটসন ইলেকট্রনিক ল্যাবের দিকে যাচ্ছে সে। সরাসরি ল্যাবের দিক যেতে হলে ওটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। ল্যাবের সিকিউরিটি অফিসারকেও বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হলো।

ডেঞ্জার অ্যালার্ম সিস্টেমের বোতামে চাপ দিয়ে স্পীকার তুলে নিল সিকিউরিটি অফিসার, অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিল আটটা গার্ড পোস্টকে।

মেইন গেটের সামনে ব্যারিকেড হিসেবে ব্যবহার করা হলো দশ টনী এক ট্রাক, আড়াআড়িভাবে পথ আগলে রাখল সেটা। গার্ডরা তৈরি হয়ে পজিশন নিয়েছে, পাঁচ-ছয়টা অটোমেটিক রাইফেলের ম্যাগাজিন ক্লিক ক্লিক শব্দ করল। দূরে শোনা গেল সাইরেনের আওয়াজ। সশস্ত্র প্রহরীরা আড়াল

PROTECTED

— Sumon — Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

থেকে দেখল, সবুজ একটা বিন্দুকে দুটো নীল বিন্দু ধাওয়া করে আসছে।

প্রতিরক্ষা স্থাপনার দিকে তীব্র বেগে ছুটে আসছে পন্টিয়াক! পিছু পিছু আশি মাইল বেগে আসছে একজোড়া পুলিস কার।

'ওপেন ফায়ার!' আধমিনিট পর বজ্রকণ্ঠের নির্দেশ বেরিয়ে এল স্পীকার থেকে।

লাল আগুনে রেখা তৈরি করে ছুটে গেল তপ্ত সীসাগুলো, পাঁচটা এম-ফোরটিন একসাথে গর্জে উঠেছে। চোখের পলকে অদৃশ্য হলো উইন্ডশীল্ড। ক্ষতবিক্ষত হলো এঞ্জিন। অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করে চলে যাওয়া মি. ফিদারহফের গায়ে বত্রিশটা বুলেট বিদ্ধ হলো। তারপর প্রতি মুহূর্তে ঘটতে শুরু করল রোমহর্ষক ঘটনা। গ্যাসোলিন আর তেল বেরিয়ে এল ফিনকি দিয়ে, চোখ ধাঁধানো গোলাপী আগুন আলিঙ্গন করল গাড়িটাকে। মৃত ড্রাইভারকে নিয়ে তারপরও এগিয়ে আসতে লাগল পন্টিয়াক। ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের বাধা পেয়ে তুমুল গতি মন্থর হয়েছে মাত্র, সামনে এগোবার ঝোঁকটা রয়ে গেছে। আড়াআড়িভাবে রাখা দশ টনী ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেলো সেটা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরও চারবার উথলে উঠল আগুন। ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরণের পরপরই আরেকটা প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল, এক নিমেষে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল পন্টিয়াক। খানিক আগে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিল যে লোকটা, পোড়া কয়লার টুকরো হয়ে বৃষ্টির ফোঁটার মত রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার ধ্বংসাবশেষ। দেহটা সনাক্ত করার আর কোন উপায়ই থাকল না, দাঁত পরীক্ষা করে যদি বা চেনা যায় অন্তত তিন দিন সময় লাগবে। দু'টুকরো গাড়ি আরও দু'বার বিস্ফোরিত হলো। আওয়াজ শুনেই বলে দেয়া যায়, ডিনামাইটের বিস্ফোরণ।

আয়োজনটা ভালচিমক্রির। কাছেপিঠে উপস্থিত থাকলে দৃশ্যটা উপভোগ করত সে, রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু এই মুহূর্তে চারশো মাইল দূরে রয়েছে সে। রানা রয়েছে এগারো মাইল দূরে, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে পশ্চিমে, শিকাগোর দিকে যাচ্ছে ও। জানে, আগন্তুকদের থামানো হবে, জেরা করা হবে, সন্দেহ হলে আটকও করা হবে। কাজেই কালামাজু থেকে আশি মাইল না এগিয়ে কোথাও থামল না ও। ধারণা করল, সবগুলো রোডব্লকই ওর পিছনে।

রাস্তার ধারের একটা কফি হাউস থেকে কফি খেয়ে আবার গাড়ি ছাড়ল রানা। ফাঁকা হাইওয়েতে উঠে এসে ব্যাটারিচালিত শর্টওয়েভ রিসিভারটা অন করল।

সেই একই মেসেজ। ভাষাটা শুধু আগের চেয়ে কঠোর।

দু'ঘণ্টার মধ্যে কে.জি.বি. রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট করতে হবে ওকে।

দশ

পার্কিং লটে গাড়ি, গাড়িতে লিলিকে রেখে একা একটা বারে ঢুকল রানা বুধবার রাত আটটা আটত্রিশ মিনিটে ফোন করতে হবে কে.জি.বি রেসিডেন্টকে। আর দু'মিনিট পর।

বারে লোকজন প্রচুর, তবে ভাগ্য ভাল যে ফোন বুদে কেউ নেই। আরও দিকে সরাসরি না তাকিয়ে বুদে ঢুকল রানা, দরজাটা বন্ধ করল। আটটা সাঁইত্রিশে ডায়াল করতে শুরু করল, ধীরে ধীরে, সাবধানে। শেষ নম্বরটা ঘোরাবার সাথে সাথে ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো, হাতঘড়িতে বাজল কাঁটায় কাঁটায় আটটা আটত্রিশ। 'রুম নম্বর পাঁচশো উনিশ,' রানা যেন কোন হোটেল অপারেটরের সাথে কথা বলছে।

'তারমানে মি. লিপটনকে চাইছেন আপনি,' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর, ক্ষীণ বিদেশী সুর চাপা থাকল না।

'মি. লিপটন?'

'লাইন এনগেজড।'

তারমানে লাইন নিরাপদ, সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে পরস্পরকে চিনতে পেরেছে ওরা।

'এদিকের সব খবর ভাল,' বলল রানা।

'বেচাকেনায় মন্দা যাচ্ছে, খবর ভাল হয় কি করে?'

রানা বলল, 'দু'দিন আগে হিউসটনে বড় একটা কনসাইনমেন্ট বিক্রি হতে যাচ্ছিল। দশ মিনিট দেরি হওয়াতে ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয়ে যায়। তবে হতাশ হবার কিছু নেই, এখনও প্রচুর সম্ভাবনা আছে সব মাল বিক্রি করা যাবে।'

'কমপিটিটরের খবর কি?'

'সাংঘাতিক ব্যস্ত। আমার ধারণা ঘণ্টা দুই আগে কালামাজু-তে কি ঘটেছে আপনি জানেন।'

'এখনও জানি না।'

'জানবেন। বোকার মত যেখানে সেখানে ফোন করছে নিক, তার সাথে দেখা করে কারণ জিজ্ঞেস করব আমি।'

'কোথায়?'

'কাল বাদে পরশু যেখানে যাচ্ছে সে। ওখানে তার সাথে আমার দেখা হবে,' বলল রানা।

'তা কি সম্ভব? কিভাবে তা সম্ভব? জেনারেল ম্যানেজার কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ে ভারি উদ্বেগের মধ্যে আছেন।'

'জেনারেল ম্যানেজারকে বলুন, নিক তার নাম সই করছে। হিসেব করে বের করেছি, এরপর সে ইন্ডিয়ান গর্জে যাবে।'

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

'অসম্ভব। ইতিমধ্যে ওখানে চেষ্টা করা হয়ে গেছে তার। বর্তমানে ওখানে কেউ নেই, গিয়ে লাভ কি? তাছাড়া, তাকে যেতে হবে কেন, যে-কোন জায়গা থেকে ফোন করলেই তো পারে সে।'

'এক্ষেত্রে কোন কাজ হবে না ফোন করে,' বলল রানা। 'অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে লোকটার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে কথা বলতে হবে তাকে। এ-কথা কেন বলছি পরে আপনাকে ব্যাখ্যা করব।' কে.জি.বি. রেসিডেন্টের ব্রেন যে বিদ্যুৎবেগে কাজ করছে, আন্দাজ করতে পারল রানা।

'তাহলে তো ভালই। আপনার সাহায্যের জন্যে এদিক থেকে আমরা কিছু করতে পারি?'

'আপনি শুধু অন্যান্য সেলসমেনদের মার্কেট থেকে ডেকে নিন। আমি চাই না ওদের ভয়ে কমপিটিটর পালিয়ে যাক।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি এখন কোথায়?'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এল রানা, গাড়িতে উঠে লিলিকে বলল, 'হারামজাদা জানতে চাইল আমরা কোথায়।' এঞ্জিন স্টার্ট দিল ও।

'কার কথা বলছ!'

'তোমার বস্।'

'ও। তা কি বললে তুমি?'

স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে পর পর দুটো গাড়িকে ওভারটেক করল রানা, জবাব দিল না।

আবার প্রশ্ন করল লিলি, 'আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন?'

'না।'

'কি কি কথা হলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ভয় হচ্ছে, হয়তো বেশি কথা বলে ফেলেছি, লিলি। আমি যা বুঝেছি, ওরাও তা বুঝে নেবে। তালিকায় আর একটা মাত্র "আই" আছে, সইটা সম্পূর্ণ-করার জন্যে ডাগটিমস্কির দরকার ওটা। আয়রন রিভার না হয়ে যায় না।'

'বসকে নিশ্চয়ই তথ্যটা দাওনি তুমি?'

'না, এবং সে আমাকে জিজ্ঞেসও করেনি। সেজন্যেই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। অবশ্য, জিজ্ঞেস করার আগেই যোগাযোগ কেটে দেই আমি···উঁহু, ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না।'

'মন খারাপ কোরো না তো। ফোন না করেও তো উপায় ছিল না।'

হেডলাইটটা বারবার জ্বালল আর নেভাল রানা, উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা একটা গাড়ির ড্রাইভারকে সঙ্কেত দিচ্ছে ও-হেডলাইট ডিম করতে বলছে।

'ওরা আমাকে নিয়ে খেলছে, লিলি,' বলল রানা। 'তা না হলে রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে বলবে কেন? রেসিডেন্টই বা জানতে

চাইবে কেন আমরা কোথায়?'

'রবিন–।'

'ওরা যদি নাক গলায়, তার পরিণতি ভাল হবে না,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'ডাগটিমস্কিকে ধরার এটাই আমার শেষ সুযোগ। এবার যদি ব্যর্থ হই, ভাবতে পারো কি অবস্থায় পড়ব? এরপর সে কোথায় আঘাত করবে আমরা জানি না। পেন্টাগনে হতে পারে, হোয়াইট হাউসে হতে পারে, হতে পারে এস.এ.সি. হেডকোয়ার্টারে, কিংবা নরফোকের আটলান্টিক ফ্লীট কমান্ড পোর্টে হতে পারে–যুক্তরাষ্ট্রের নয় ডজন নার্ভ পয়েন্টের যে-কোন একটায় হতে পারে। আমরা জানি কি ভাবছে সে? যদি ভেবে থাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ জায়গায় ফোন করবে? কি মনে করো, আমেরিকানরা হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে?'

'এ-সব কথা ওরাও বুঝবে, রবিন। চিন্তা কোরো না। আমি বলছি, ওরা নাক গলাবে না, তুমি দেখো।'

সেই রাতেই দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে রাউল ক্ল্যারমন্ট আয়রন রিভার, ওয়াইওমিঙ-এ পৌঁছুবার নির্দেশ পেল।

গোটা ওয়াইওমিঙ স্টেটে মাত্র সাড়ে তিন লাখ লোকের বাস। দেখার মত অনেক জিনিসই রয়েছে এখানে, তার মধ্যে একটা হলো রকি মাউন্টেন। রাজ্যের পশ্চিম অংশের অর্ধেক পুরোপুরি পার্বত্য এলাকা বলা চলে। টেটনস আর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কও ট্যুরিস্টদের জন্যে বিরাট দুটো আকর্ষণ। তিনটে বড় নদীর উৎসও রয়েছে এখানে।

চার নম্বর এবং অপেক্ষাকৃত ছোট নদীটার নাম আয়রন রিভার। ঠাণ্ডা, স্বচ্ছ পানিবাহী নদীটার দুই তীরে প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে, তাই এই নামকরণ। শুধু মাছ ধরার জন্যে নয়, স্কি আর শিকারের জন্যেও প্রচুর লোক আসে এখানে। পর্যটকদের জন্যে সরকারী বেসরকারী অনেক লজ তৈরি করা হয়েছে, সারা বছরই লোকজন গিজগিজ করে এলাকাটায়। মাঝখানে কয়েক মাইলের ব্যবধানে অনেক র‍্যাঞ্চও আছে। আর আছে আয়রন রিভার শহর থেকে বিশ কি পঁচিশ মাইল দূরে অমূল্য কিছু গর্ত। এ-সব গর্ত কয়লা, তেল, লোহা বা জিপসামের উৎস নয়। ওগুলো আসলে সাইলো, ইউ.এস. এয়ারফোর্সের ইন্টারকন্টিনেন্টাল রকেট রাখার জন্যে আভারগ্রাউন্ড মিসাইল ইনস্টলেশন। ওয়াইওমিঙে আরও রয়েছে আই.সি.বি.এম. কমপ্লেক্স, অনেকেই সেগুলোর কথা জানে। কিন্তু একশো দুই নম্বর স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল উইং-এর আশিটা মিনিটমেন মারণাস্ত্রের কথা কারও জানার কথা নয়, ওগুলোর মাথায় পারমাণবিক বোমা ফিট করা আছে।

জানার কথা নয়, কিন্তু রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর সিনিয়র কমান্ডাররা ঠিকই জানেন। আর সেজন্যেই আয়রন রিভার সহ আশপাশের রকেট কমপ্লেক্স টেলি-বম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে রকেট বা আণবিক বোমাবাহী মিসাইলগুলোকে অকেজো করে দেয়ার দায়িত্ব কাকে দেয়া হবে

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

সে সিদ্ধান্ত তাঁরা নেননি, নিয়েছিলেন কে.জি.বি কর্মকর্তারা। লেফটেন্যান্ট ইগর পদোভিচকে অ্যাসাইনমেন্টটা দেয়া হয়, ট্রেনিং দিয়ে তাকেও একটা টেলি-বম বানানো হয়েছে।

ইগর পদোভিচ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নে ছিল। ভাল আমেরিকান ইংরেজি শেখানো হয় তাকে। তবে স্কীয়ার হিসেবে আগে থেকেই খ্যাতি ছিল তার। আয়রন রিভার এলাকায় নিজেকে সে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেয়। উপত্যকার দু'হাজার একশো আটজন লোকের সাথে তারি সদ্ভাব তার। আমেরিকান নাম আলবার্ট হুবার্ট, এক ডাকে চেনে সবাই। মাঝারি আকারের একটা হোটেলের মালিক সে, হোটেলটার নাম রেড ড্রাগন। একসাথে বসে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জন লোক খেতে পারে, সাথেই একটা বার রয়েছে। শহরের এক ধারে সুন্দর একটা পরিবেশ, ট্যুরিস্টরা এখানে থাকার সুযোগ পেলে স্বস্তি বোধ করে। কুক লোকটা খুব রসিক, নাম অস্কার অটারম্যান, এক কালে এলাকার নামকরা বক্সার ছিল। রেস্তোরাঁয় কাজ করে দু'জন ওয়েট্রেস—এলা আর লিল। এলার বয়স হবে ছত্রিশ, আঠারো বছর বয়সের এক ছোকরার সাথে খুব মাখামাখি তার, তবে সবাই জানে ওরা বিয়ে করবে না। লিল মেক্সিকান মেয়েদের মত দেখতে, বয়স ওই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশই হবে। তার প্রেমিকের বয়স ষাট, বউ মারা গেলে লোকটা তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।

রেড ড্রাগনের নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে রয়েছে পুলিস অফিসার, খনি শ্রমিক, র‍্যাঞ্চার, দোকান কর্মচারী আর সরকারী অফিসার। একশো দুই নম্বর উইং-এর কমিশনড বা নন কমিশনড অফিসাররাও আসে, তবে নিয়মিত নয়। অনেক বছর আগে অবশ্য এক মহিলা ক্যাপটেন নিয়মিত কিছুদিন আসা-যাওয়া করেছিল। এয়ারফোর্স কমপ্লেক্সে ডেপুটি কমিউনিকেশন অফিসার ছিল সে। আলবার্ট হুবার্টের সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, মেয়েটার দাঁতের পিছন দিক ছাড়া বাকি সবই দেখা হয়ে গিয়েছিল হুবার্টের। কিন্তু সম্পর্কটা থেকে শুভ কোন ফলাফল বেরিয়ে আসেনি। প্রণয় পরিণয় পর্যন্ত গড়াবে না বুঝতে পেরে নিজের চেষ্টায় ক্যালিফোর্নিয়ায় বদলি হয়ে যায় মেয়েটা। কেউ পরিষ্কারভাবে জানে না কেন তাকে বিয়ে করেনি হুবার্ট। মেয়েটা নিজেও বুঝতে পারেনি। হুবার্ট জানত না, তার অবচেতন মনে একটা বাধা-নিষেধ রয়ে গেছে, কোনভাবেই এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে না যার ফলে সিকিউরিটি চেকিঙের সাবজেক্ট হতে হয় তাকে। এয়ারফোর্সের একজন অফিসারকে বিয়ে করতে চাইলেই তার অতীত ঘাঁটাঘাঁটি শুরু হবে, তাই তার অবচেতন মন নাক গলিয়ে বসে।

এরপর আলবার্ট হুবার্টের জীবনে দ্বিতীয় আরেকটা মেয়ে আসে। বোস্টন থেকে স্থানীয় স্কুলে চাকরি নিয়ে আসে মেয়েটা, নাম এপ্রিল ওয়েনসডে। উনিশশো পঁচাত্তর সালে বিয়ে হয় ওদের। স্বামীর মতই দক্ষ স্কীয়ার সে, আউটডোর লাইফ পছন্দ করে, এবং পুরানো দিনের গানের ভক্ত। শুক্র আর শনিবার রাতে রেড ড্রাগনে গিটার বাজায় সে।

কিন্তু স্বামীর থাকলেও, এপ্রিল হুবার্টের কোন ট্রাইপড নেই।

বিয়ে বার্ষিকীতে স্বামীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া সাদা ঘোড়া নিয়ে প্রায় সারাটা দিন বাইরে বাইরে কাটায় এপ্রিল হুবার্ট, হোটেল ব্যবসা নিয়ে তার তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। হোটেলটার ওপর, দোতলায় সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে থাকে তারা। তাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই।

গ্যাস স্টেশনটাকে আয়রন রিভার শহরের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়, সেখান থেকে রেড ড্রাগন মাত্র এক মাইলের পথ। রকি পর্বতমালার কয়েকটা নয়নভোলানো চূড়ার দিকে মুখ করে আছে হোটেলটা। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয় দেখার জন্যে পাহাড়ে চড়ে মিসেস হুবার্ট। নিরীহ দর্শন, শান্ত স্বভাবের স্বামীকে নিয়ে খুব সুখী জীবন তার। সম্ভবত আলবার্ট হুবার্টও এপ্রিলের মত হাসিখুশি বউ পেয়ে তারি সন্তুষ্ট।

বিকেল পাঁচটা, আয়রন রিভারের পথে রয়েছে ওরা।

সব রকম বিপদ আর বিপত্তির জন্যে তৈরি হয়ে আছে রানা। ওর গম্ভীর চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ভাব লিলির দৃষ্টি এড়ায়নি। এই মুহূর্তে লিলি অবশ্য তিনশো গজ পিছনে রয়েছে, আরেকটা গাড়িতে। সাবধানের মার নেই, তাই দুটো গাড়ি ভাড়া করেছে রানা। একটা অচল হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি আরেকটা যাতে নাগালের মধ্যে থাকে। রানা জানে, ডানচিনস্কিকে ধরার এটাই ওর শেষ সুযোগ। আটচল্লিশ ঘণ্টায় একটা করে ফোন কল, উন্মাদটা যদি এখনও এই নিয়মে টেলি-বম ফাটায়, তাহলে পরবর্তী হিউম্যান বোমা ফাটার আগেই আয়রন রিভারে পৌঁছে যাবে ওরা। ডীপ-কাভার এজেন্ট আলবার্ট হুবার্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জানা আছে রানার।

রানার একটা প্ল্যান আছে, তীর বেগে গাড়ি ছুটিয়ে সেটার কথাই বারবার ভাবছে ও। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারী এলাকার ওপর দিয়ে সরু ফিতের মত চলে গেছে রাস্তা দূর পাহাড়ের দিকে। উপত্যকায় এসে চূড়াগুলোকে আরও অনেক বড় দেখল ওরা, রাস্তার পাশে এই প্রথম মাইলস্টোন দেখা গেল—আয়রন রিভার আর মাত্র এগারো মাইল সামনে। রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল রানা, ওর পিছনে থামল লিলি। গাড়ি থেকে নেমে রানাকে হেঁটে আসতে দেখে জানালার কাঁচ নামাল সে।

'সব মনে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আগে আমি পৌঁছুব,' বলল লিলি। 'মোটেলে ঘর ভাড়া করব। মনে থাকবে না কেন?'

'ব্লু ঈগল মোটেল,' নামটা বলল রানা। 'রেড ড্রাগন থেকে তিনশো গজ দূরে।'

'জানি,' বিরক্তি চেপে বলল লিলি। 'তুমি ওদের ফোন করেছিলে, ওরা বলেছে মোটেলে খাবার পরিবেশন করা হয় না, তবে অতিথিরা রেড ড্রাগনে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে পারে। এই নিয়ে সাত বার আলোচনা হয়েছে।'

'আট বার হলেও ক্ষতি নেই। ঘর ভাড়া করে ওদের বলবে,

PROTECTED

Sumon - Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌছুব আমি।'

'তাও জানি। এক ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখবে তুমি। পরে হয়তো কাজে লাগবে—ডিনারের পর রাতে, তাই না, মি. গর্ডন? আর কিছু?'

'চোখ-কান খোলা রাখবে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে ওয়াকি-টকি অন করে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। ওটার রেঞ্জ দুই থেকে তিন মাইল।'

'জানি, মি. গর্ডন।'

মিসেস গর্ডনকে অবাক করে দিয়ে ঝুঁকল রানা, জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে গাড়ির ভেতর চুমো খেলো লিলিকে। তারপর সিধে হয়ে ফিরে এল নিজের ফোর্ডের কাছে, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

বিশ মিনিট পর ব্লু ঈগল মোটেলে ঢুকল লিলি। একতলা একটা বাড়ি, অফিস সহ পনেরোটা কামরা। অফিসে একটা কাউন্টার আর খানকয়েক আর্মচেয়ার রয়েছে, ভেন্ডিং মেশিন থেকে পাঁচ রকমের ঠাণ্ডা সোডা ওয়াটার পাওয়া যেতে পারে। কামরাগুলোর প্রতিটির আলাদা এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিট আছে। ভাড়া নেয়ার পর নিজেদের কামরাটা দেখল লিলি। জোড়া বিছানা, চেয়ার-টেবিল, ওয়ার্ডরোব, শাওয়ারসহ সংলগ্ন বাথরুম। আটটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে পৌছুল রানা।

'কোথায় ছিলে তুমি, রবিন?' রানার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল লিলি। 'আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ওয়াকি-টকিতে তোমার সাথে আমি পাঁচবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম...'

'শহরটা এক চক্কর ঘুরে উপত্যকায় গিয়েছিলাম, ড্যাম দেখতে,' বলল রানা। 'রেঞ্জের বাইরে ছিলাম।' শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল ও।

'ড্যাম?'

'ডানবার ড্যাম। ওটাই ডালচিমস্কির টার্গেট।'

'ও মাই গড!'

'ড্যামটা যদি ভাঙা যায় গোটা উপত্যকা ডুবে যাবে।'

'রবিন!'

'রকেট সাইলো, কয়েকশো ক্রু, কমান্ড পোস্ট, দু'হাজার সিভিলিয়ান—আমরাও বাদ পড়ব না। উনিশ মিনিটের ব্যাপার, লিলি। ড্যাম বিস্ফোরিত হবার উনিশ মিনিটের মধ্যে গোটা উপত্যকা দশ ফিট পানির তলায় তলিয়ে যাবে। চমৎকার একটা আইডিয়া, তাই না?'

লিলির চোখে পলক নেই। অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল সে।

সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুলো রানা। লিলির হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে ঘষল মুখে। 'চলো খেতে যাই।'

'জায়গাটা খুঁজে পেয়েছ?'

'সম্ভবত। চলো যাই।'

'স্টেকটা খেয়ে দেখুন,' পরামর্শ দিল ওয়েট্রেস লিন।

'স্টেকটা বোধহয় তোমাদের স্পেশাল, মিস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সবাই আমাকে লিন বলে।'

'স্টেকটা বুঝি খুব ভাল, লিন?' সহাস্যে আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'খেলে ভুলতে পারবেন না। এই রাজ্যের সবচেয়ে ভাল রিবও পরিবেশন করি আমরা। এই দুটো জিনিস রান্না করার সময় মি. হ্বার্ট নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন কিচেনে।'

'মি. হ্বার্ট?'

'আমাদের মালিক,' সম্ভ্রমের সাথে বলল লিন। 'সাংঘাতিক নিষ্ঠা ভদ্রলোকের। বুঝতে পারছেন না, তা না হলে একার চেষ্টায় এলাকার সেরা হোটেলের মালিক হলেন কিভাবে!'

ডিনারের আগে দুটো ড্রিঙ্ক নিল ওরা। রান্নাটা সত্যি ভাল। আশপাশে যারা বসে আছে তারা সবাই শান্তশিষ্ট, ভদ্র, এবং ভোজনরসিক। সবাই সুবেশী, খাওয়ার ফাঁকে নিচু গলায় আলাপ করছে। এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা বেশ কয়েকজন লোককে দেখল রানা। লিলির সাথে আয়রন রিভার, উপত্যকা, মোটেল বা হোটেল, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় নিয়ে আলাপ করল না ও। তবে অনেকেই লক্ষ করল নিচু গলায় রানা যা বলছে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে লিলি। রানার আলাপের বিষয় হলো পোশাক। ওর ধারণা, দু'ধরনের পোশাক পরা উচিত মেয়েদের। যখন বাইরে বেরুবে তখন আপাদমস্তক ঢাকা থাকবে। আর যখন চার দেয়ালের ভেতর থাকবে তখন কিছুই ঢাকা থাকবে না।

এক সময় সুদর্শন, স্মার্ট এক লোককে লক্ষ করল রানা। চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স, যে-বয়সে অনেক পুরুষই কিশোরী বা কম বয়েসী যুবতীদের প্রেমে পড়ার ঝোঁক সামলাতে পারে না। দ্বিতীয় ওয়েট্রেসকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে লোকটা।

'মালিক,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'ওই তাহলে হ্বার্ট?'

'হতেই হবে। আরেকটা ড্রিঙ্ক নেবে?'

লিলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে রানা, ব্যাপারটা লক্ষ করল হ্বার্ট। অর্ডার নেয়ার জন্যে নিজেই এগিয়ে এল সে। 'বলুন কি দরকার?'

'আপনিই বুঝি মি. আলবার্ট হ্বার্ট?'

হাসতে লাগল লোকটা। 'সবাই আমাকে ড্রাগন বলে। আয়রন রিভারে আমরা কেউ ফরমালিটির ধার ধারি না। বলুন কি দরকার আপনাদের।'

লোকটাকে আশ্চর্য সপ্রতিভ এবং নিরীহ বলে মনে হলো লিলির। এরকম শান্ত, সুদর্শন একজন মানুষ দু'হাজার লোককে ডুবিয়ে মারতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল হ্বার্ট, মার্টিনির অর্ডারটা ওয়েট্রেসকে জানিয়ে দিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বারম্যানের হাত থেকে হুইস্কির গ্লাস নিল সে।

কামরাটা ভাল করে আরেকবার দেখে নিল রানা। কামরা থেকে

Sumon - Email: amisumon@yahoo.com Web: http://amisumon.tk

বেরুবার আর ঢোকার পথগুলো মনে গেঁথে রাখল। 'জানালার বাইরে অন্ধকার,' ফিসফিস করে বলল লিলিকে। 'ভয় পাওয়াতে চাইছি না, তবে ওদিক থেকে বিপদ আসা অসম্ভব নয়। যতটা সম্ভব সাবধানে থাকা দরকার।'

'তুমি কোন বিপদের আশঙ্কা করছ?'

'সব সময়, লিলি, সব সময়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রানা। 'এক মিনিটের জন্যে মাফ করবে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরে হাঁটা ধরল ও।

পুরুষদের টয়লেটে ঢুকল রানা, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে জানালার সামনে চলে এল। ফ্রেমে আটকানো কাঁচের কবাট খুলে বাইরে উঁকি দিল ও। কাউকে দেখল না।

কোমরে হাত দিয়ে পিস্তলের অস্তিত্ব অনুভব করল রানা। তারপর জানালার কার্নিসে উঠে বসল, ছোট্ট লাফ দিয়ে টয়লেটের বাইরে ঘাসের ওপর নামল প্রায় নিঃশব্দে।

ঘাড় আর মাথা নিচু করে শিকারী বিড়ালের মত এগোল রানা। মাথার ওপর টেলিফোনের তার, সেটাকে অনুসরণ করছে ও। এই তারই রাস্তার ধারের পোলের সাথে রেস্তোরাঁকে সংযুক্ত করেছে। পকেট থেকে ছোট্ট একটা মেটাল টুল বের করে কি যেন করল রানা, তারপর সেই জানালা পথেই ফিরে এল নিজেদের টেবিলে। দেখল ওদের টেবিলে কফি পরিবেশন করছে লিলি। হাতঘড়ি দেখল রানা। ন'টা চল্লিশ।

রাত দশটা বিশ। ফিনিক্স, আরিজোনা।

একটা থিয়েটারের লবি থেকে ডায়াল করতে শুরু করল নিকোলাই ডালচিমস্কি। পাঁচ মিনিটে তিন বার ডায়াল করল সে। কোন উত্তর নেই। নর্থ সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে, তার হোটেলে ফিরে এল সে। একটা পাঁচে ডায়াল করল আবার। খুঁত খুঁত করতে লাগল মনটা। রুম সার্ভিসকে বলল সকাল সাতটায় তার ঘুম ভাঙাতে হবে। শুয়ে পড়ল সে, কিন্তু ঘুম এল আরও প্রায় এক ঘন্টা পর। একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়া স্বভাব, ঘুমের মধ্যেও উদ্বেগে ভুগল ডালচিমস্কি। কি কি সব দুঃস্বপ্ন দেখল, সকালে ঘুম ভাঙার পর কিছুই মনে করতে পারল না। ঘুমের মধ্যে অস্থির একটা সময় কেটেছে, শরীরটা বিশ্রাম পায়নি, সারা গায়ে ব্যথা। ব্যাপারটা হয়তো অস্বস্তিকর, দাড়ি কামাবার সময় নিজেকে বলল সে, কিন্তু ঘাবড়াবার মত কিছু নয়। নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলেও, দু'জায়গায় গাল কেটে ফেলল। ক্ষতের জ্বালা নিয়ে ব্যস্ত হাতে কাপড় পড়ল, তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে সরাসরি নিচের বুদে এসে ঢুকল। ঘড়িতে তখন সাতটা পঁচিশ।

কোন সাড়া নেই।

ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল, কিন্তু মুখে রুচল না। আঙুরের জুস গেলার সময় মনে হলো তেতো কোন ওষুধ খাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আয়রন রিভারের টেলিফোনটার কথা ভাবছে সে। নম্বরে কোন ভুল নেই। জানে সে, তবু একজন লং ডিসট্যান্স অপারেটরকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নেবে। কফি

শেষ করে অপারেটরকে ফোন করল। তার জানা নম্বরটাই আওড়ে গেল মেয়েটা। আবার ডায়াল করল ডালচিমস্কি।

রিসিভার তুলছে না কেউ।

খারাপ কি যেন একটা ঘটতে শুরু করেছে।

ভুরুট ধরাল ডালচিমস্কি। হাত কাঁপছে দেখে গালিগালাজ করল নিজেকে—মর শালা!

এগারো

এঞ্জিনের কাঁপা কাঁপা শব্দে ছট করে ঘুম ভেঙে গেল রানার। বিপদের মধ্যে থাকার সময় ঘুম ওর কখনোই গভীর হয় না। কিভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় সে-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং ট্রেনিং, দুটো এক হয়ে ঘুমের মধ্যেও সচেতন রাখে ওকে। আয়রন রিভারের পরিস্থিতি এমনিতেই সঙ্কটময়, মাথার ওপর আওয়াজটা আরও বেশি উত্তেজনাকর।

সব হেলিকপ্টারকেই বাঁকা, সন্দেহের চোখে দেখে রানা। ওগুলোর সাথে পুলিস বা এফ.বি.আই-এর সম্পর্ক আছে।

বিছানার ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকল রানা। দশ সেকেণ্ড পর মেঝেতে নেমে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। নিউ ইয়র্কে কেনা রেডিওটা অন করল, কিনেই ছিল এফ.বি.আই. ফ্রিকোয়েন্সি ধরার জন্যে। সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে কাঁটা ঘোরাল, হেলিকপ্টার থেকে কোথাও কোন মেসেজ পাঠানো হলে জানতে পারবে।

কিছুই শোনা গেল না।

জানালা দিয়ে বাইরে ভোরের আবছা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল রানা। ক্লান্ত চোখে সহজে ধরা পড়ল না যান্ত্রিক ফড়িংটা। যখন ধরা পড়ল, অনেকটা দূরে সরে গেছে। অলস ভঙ্গিতে উত্তর অর্থাৎ শহরের দিকে যাচ্ছে ওটা। এতটা দূর থেকে কপ্টারের গায়ে কোন চিহ্ন থাকলেও দেখতে পাবার কথা নয়। হতে পারে এয়ারফোর্সের কপ্টার, একটা এস.এ.সি. পার্টি, মিসাইল ক্রু বা মেইন্টেন্যান্স টীমকে সাইলোতে পৌঁছে দিচ্ছে। কিংবা একশো দুই নম্বর কমাণ্ড পোস্টে ফিরে যাচ্ছে। অথবা ধনী, সৌখিন কোন শিকারী এল আয়রন রিভারে। এরিয়াল সার্ভের জন্যে জিওলজিস্টরাও মাঝে মধ্যে আসে এদিকে।

কিন্তু কোনভাবেই মনটাকে শান্ত করা গেল না। কেন যেন মনে হতে লাগল, হেলিকপ্টারটায় ওর শত্রু আছে, ওটা তার জন্যে একটা হুমকি। সুন্দরী মেয়েটা ঘুম ঘুম চোখে বিছানা থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তাকে কিছু বলল না রানা। লিলি হয়তো শুধু তাকিয়েই আছে, কিছুই বোঝেনি। তাছাড়া, ব্যাখ্যা করার মন নেই তার।

ধীরে ধীরে দূর আকাশে হারিয়ে গেল হেলিকপ্টারটা। তারপরও

~ Sumon ~ Email: allmsumon@yahoo.com Web: http://allmsumon.tk

জানালার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

'রবিন!'

'বলো।'

'এখানে আসবে, আমার কাছে?'

জানালার দিকে পিছন ফিরে সিগারেট ধরাল রানা। ক্লান্তিতে ঝুলে আছে ওর কাঁধ দুটো। সব চুল এলোমেলো হয়ে আছে মাথায়। ব্যর্থতা এবং বিরতিহীন উত্তেজনা কাহিল করে ফেলেছে ওকে। প্রতি মুহূর্তে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ছাপ, কত আর সহ্য হয়। লিলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। এখনও মেয়েটা পুরোপুরি প্রফেশনাল হয়ে উঠতে পারেনি। ওর সাথে কারচুপি করছে মেয়েটা, নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত্রে এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত। রবিনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, চেষ্টা করেও ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারেনি। প্রফেশনাল হয়ে উঠতে আরও দেরি আছে তার।

'কি দেখছ, রবিন?' কোমল সুরে জিজ্ঞেস করল লিলি।

'তোমাকে।'

'আমি কি নতুন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পুরানো হবার আগেই যে চলে যাবে বলে জানি তাকে কি বলা যায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

সাথে সাথে কিছু বলার মত খুঁজে পেল না লিলি। সে-ও একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'সত্যিই তো, কি বলা যায়। তারপর চলে যাবার পর যখন জানবে মেয়েটা সুবিধের ছিল না তখনই বা কি বলবে?'

'এ-কথা বলছ কেন?' এগিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসল রানা। 'মেয়েটা তুমি সুবিধের নও-মানে?' হাসিটুকু লুকিয়ে রাখল ও।

'তোমার প্রতি আমি দুর্বল এটা তোমাকে বুঝতে দিয়েছি, কিন্তু চলে যাবার পর তোমার কথা বেমালুম ভুলে যাব-সুবিধের হলাম কি করে?'

'ভুলে যাবে?'

'যেতে হবে।'

'কেন?'

'এখন জানতে চেয়ো না,' জোর করে হাসল লিলি। 'বিদায়ের আগে আমি নিজেই তোমাকে উত্তরটা দিয়ে যাব। এখন কাজের কথা হোক। তার আগে বলো, তুমি ঘুমাতে পারোনি কেন?'

'কি করে বুঝলে...?'

'রাত চারটের সময় বাইরে গিয়েছিলে-কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লিলি। 'আধ ঘণ্টা পর আবার ফিরে আসো।'

'গিয়েছিলাম-ছোট একটা বীমা করে রাখলাম। ম্যানিয়াকটাকে এখানে আনতে হলে আটচল্লিশ ঘণ্টা ফোন সার্ভিস অচল করে রাখা দরকার। লাইনের দুটো ইন্সুলেটরে একটু কারিগরি বিদ্যা ফলিয়েছি। তাতে একটা দিন অতিরিক্ত সময় পাব হাতে। এই সময়ের মধ্যে যদি ও না আসে, ফোন লাইন আরও একদিন অচল রাখার জন্যে আবার আমাকে বিদ্যা ফলাতে হবে।

দরকার হলে মেইন কেবল-ই উড়িয়ে দেব আমি।'

'তুমি সিরিয়াস?'

'সিরিয়াস নই মানে! দরকার হলে হবার্টকে আমি খুন করতে পারি তা জানো! একের পর এক খুনগুলো ঘটতে দেখে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার, লিলি! কোন বুদ্ধিই খেলছে না মাথায়, ভোঁতা হয়ে গেছি! বোকা আর অসহায় লোকের শেষ অবলম্বন ভায়োলেন্স-পরিস্থিতি আমাকেও ভায়োলেন্ট হয়ে যাবার দিকে নিয়ে যাচ্ছে!'

'তুমি বোকা নও, হানি। নামকরা স্পাইদের জীবনী পড়োনি? একটানা দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করার পর এক আধটা অ্যাসাইনমেন্টে সফল হয় তারা। স্পাইরা জাদু দেখায় শুধু থ্রিলারে, সব গাঁজা। বোকা নও, তবে তুমি ক্লান্ত।'

হেসে উঠল রানা। 'লোকটাকে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।'

'কার কথা বলছ?' সুরেলা কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করল লিলি।

'যার সাথে তোমার বিয়ে হবে,' বলল রানা।

'বিয়ে হবেই এমন কোন কথা...'

'কাউকে ভালবাসো না?'

'জানি আমার জন্যে নাকি অনেকেই পাগল-ছাগল, কতটুকু বা কেন তা জানি না। জানতে কখনও চেষ্টাও করিনি। কী লাভ শুধু শুধু কষ্ট কুড়োনোর?'

'তারমানে আমি পাগল হলেও আমার কোন সুযোগ নেই?'

'তোমার পাগল হবার দরকার আছে কি? দেবার মত এমন কিছু আছে যা তোমাকে দেইনি আমি? কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি আমরা। আমরা ডালটিমস্কির কথা বলছিলাম।'

'চিন্তা কোরো না। হার তাকে মানতেই হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমি গ্রেট।'

'আমি তা জানি, রবিন।'

'আর কেন আমি জিতব, জানো? কারণ আমি খুব কম ভুল করি। তার চেয়ে বেশি প্রফেশনাল আমি, বেশি সতর্ক। সব কিছু যাচাই করে দেখি, বারবার। এই কাজটায় তোমার সাহায্য দরকার হবে আমার। কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। হেলিকপ্টারটা সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে। কাজটা তোমাকে দিয়ে করাব, আর এখান থেকে রেড ড্রাগনের ওপর নজর রাখব আমি।'

দশটা পঞ্চাশ মিনিটে ফিরে এল লিলি, তখনও রানা রাস্তার দিকে তাকিয়ে টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাকের জন্যে অপেক্ষা করছে। হেলিকপ্টারটা চার্টার করেছে একজন স্পোর্টসম্যান-হান্টার, ডালটিমস্কির চেয়ে কম করেও দশ বছরের ছোট, আর কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা। রুট একশো এগারোয়, ভ্যালি লজ-এ উঠেছে লোকটা, প্রায় তিন মাইল উত্তরে। হোটেলে নাম লিখিয়েছে, টিম ম্যাকফারলন। পাহাড়ে আসা-যাওয়া করার জন্যে একটা জীপও ভাড়া করেছে সে।

PROTECTED

Suman ~ Email: aminsumon@yahoo.com Web: http://aminsumon.tk

'বিশ্বাস করি না। এটা শিকারের মরশুম নয়। প্রচণ্ড গরম। সে কি একা?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি।

'কিছুই প্রমাণ হয় না। অন্যান্যরাও হয়তো এখানে পৌঁছে গেছে।'

'অন্যান্যরা, রবিন?'

'কেন, তোমাকে আমি বলিনি এফ.বি.আই. এজেন্টরা দল বেঁধে অভিযানে বেরোয়? কেউ তার সাথে দেখা করেছে?'

মাথা নেড়ে কালো কফির কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল লিলি। 'নাও।'

ধূমায়িত কাপে চুমুক দিল রানা। 'দরকার বটে। ধন্যবাদ। তুমিও জানো আমার ঘুমানো চলবে না।'

'রেজিস্টার দেখে জানলাম, টিম ম্যাকফারলন সল্ট লেক সিটি থেকে এসেছে।'

'তুমি বললা, কিন্তু আমি শুনতে পাইনি! ফর গডস সেক, এ তো পানির মত সোজা! কেন, রেজিস্টারে আমরা কি লিখিয়েছি? নিউ ইয়র্কের মি. আর মিসেস গর্ডন, তাই না? সে হয়তো সত্যি সত্যি সল্ট লেক সিটির টিম ম্যাকফারলন, কিন্তু বিশ্বাস করতে আমি বাধ্য নই–পোষাবে না। আমি জানি, সে কে.জি.বি. রেসিডেন্টের প্রতিনিধি নয়?'

ফিনিক্স এয়ারপোর্টের কোন বুদে রয়েছে ডালচিমক্কি, রেড ড্রাগনের মালিক আলবার্ট হবার্টের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে–এবার নিয়ে সাতবার। সরাসরি ডায়াল করে যখন কোন লাভ হলো না, আয়রন রিভার অপারেটরের সাহায্য চাইল সে।

'দুঃখিত, স্যার,' শব্দজটের ভেতর থেকে মিষ্টি গলায় বলল মেয়েটা। 'মনে হচ্ছে লাইনে কোন গোলমাল আছে। আমাদের ইমার্জেন্সী সার্ভিসে রিপোর্ট করেছি, কাল ওরা চেক করে দেখবে বলেছে।'

'কাল?' তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞেস করল ডালচিমক্কি।

'দুঃখিত, স্যার। আমাদের রিপেয়ার ক্রুরা এই মুহূর্তে সাংঘাতিক ব্যস্ত। ডিউটিতে এসেছেই কম লোক, তার ওপর পুলিস হেডকোয়ার্টারের লাইনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় ওদিকে কাজ করতে হচ্ছে...।'

'আচ্ছা!'

'আপনার কলটা যদি খুব জরুরী হয়, স্যার...।'

উত্তর না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল ডালচিমক্কি, কারণ স্পীকারে তার ফ্লাইটের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। প্লেনে চড়ার সময় ভাবল সে, আয়রন রিভার পুলিস হেডকোয়ার্টারের ফোন লাইনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেবে কেন? তার জানার কথা নয়, দুটো অকেজো ইনসুলেটর এর জন্যে দায়ী।

রানার বীমা।

হিসেবে কোন ভুল করেনি রানা। জানত, পুলিস লাইন আগে মেরামত

করা হবে।

ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করার ধৈর্য ডালচিমক্কির নেই। লোকটা এজেন্ট নয়, স্রেফ একটা উন্মাদ। ধ্বংস করার প্রচণ্ড নেশায় অস্থির হয়ে আছে, কোথায় ভুল করে বসছে সেদিকে খেয়াল তার না থাকারই কথা। এই অস্থিরতাই তাকে ধ্বংস করবে। মোটেল কামরায় সারাটা দিন বসে থাকল রানা, পর্দার ফাঁক দিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে তাক করে রাখল বিনকিউলারটা। সারাক্ষণ হাঁটুর ওপর রয়েছে রাইফেল, কাজটায় এত বেশি মনোযোগ যে রেডিওর মিউজিকও শুনতে পাচ্ছে না। এদিকে লোকজনের আসা-যাওয়া খুব বেশি নয়, ছোট্ট একটা স্টেশন থাকায় কাজ চলে যায়।

বেলা একটার দিকে শহরের এক হোটেল থেকে দুটো স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এল লিলি। রবিনের ধৈর্য আর নিষ্ঠা দেখে অবাক হলো সে, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। একবার একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসল সে, 'তোমার কাজ তুমি করো, আমার কাজ আমি,' বলে রানার কাঁধে মাথা রাখল, হাত দুটো জ্যাকেটের ভেতর ঢুকে গিয়ে নগ্ন বুকে কিলবিল করতে লাগল। তারপর রানার কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঝুলে পড়ল, চুমো খেলো গালে।

চারটের সময় আবার কফি পেল রানা।

বসে বসেই আড়মোড়া ভাঙল ও। পা দুটো লম্বা করল, মাথার ওপর তুলে টান টান করল হাত দুটো। 'আমার খিদে পেয়েছে।'

'তাহলে আবার আমাকে শহরে যেতে হয়।'

'সে খিদে নয়। অন্য রকম খিদে।'

'খাবারটা তোমার খোরাক হবার জন্যে সব সময় ঘুর ঘুর করছে আশপাশে, কিন্তু তুমি কাজের সময় খেতে-টেতে চাইবে না ভেবে...'

'বিছানাটা জানালার ধারে টেনে আনা যায় না?'

'ধ্যাৎ!'

রাত আটটার মধ্যেও যখন টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক এল না, রানা ধারণা করল তাহলে কাল সকালের আগে ওদের আর আসার সম্ভাবনা নেই। হাঁটু থেকে রাইফেলটা নামাল ও। তারমানে রাতের জন্যে অসতর্ক থাকবে তা নয়। শিকাগোর একটা স্পোর্টস স্টোর থেকে ফ্লেয়ার গান আর রকেট কিনেছিল ও, পায়ের কাছ থেকে মাত্র এক গজ দূরে রয়েছে ওগুলো। না, ডালচিমক্কি রাতে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ রাতে সে আসবে না।

'কাল রাতে,' রেড ড্রাগন থেকে ডিনার খেয়ে বেরুবার সময় লিলিকে বলল রানা।

মুহূর্তের জন্যে হলেও রবিনের ওপর লিলির বিশ্বাসে সামান্য একটু চিড় ধরল। ঠিক বুঝতে পারল না ডালচিমক্কির জন্যে এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কিনা। তারপর ভাবল, ডালচিমক্কির মত একটা পাষণ্ডকে একা একজন লোক সামলাতে পারবে তো? এমনকি

PROTECT

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

রবিনের মত দারুণ একজন এজেন্টেরও ভুল হতে পারে, তারও দুর্বলতা আছে। স্রেফ দুর্ভাগ্যের কারণেও ব্যর্থ হতে পারে রবিন। তার কি বাইরের সাহায্য চাওয়া উচিত? ডাকলেই চলে আসবে লোকজন। তারাও যোগ্য প্রফেশনাল, চমৎকার সব অস্ত্র নিয়ে আসবে সাথে করে।

'কাল রাতে আসবে সে,' গাড়িতে উঠে কথাটা আবার বলল রানা।

'কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছ?'

'যুক্তির বিচারে।'

'এবং তুমি ঠিক জানো, একা তুমি তাকে সামলাতে পারবে?'

'কাজটাই একার, লিলি। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেয়ো না।' হঠাৎ করে কঠোর হয়ে উঠেছে রানার চেহারা।

'আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি। যাই বলো, একা একজন মানুষ...'

'একা নই, আমরা দু'জন,' বলল রানা। 'প্ল্যানটায় তোমারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তোমার ওপর আমি নির্ভর করছি।'

'তুমি যা বলো। তারমানে প্ল্যান একটা তৈরি করেছ তুমি?'

মোটেলের সামনে গাড়ি থামাল রানা। 'দু'একটা বিষয় এখনও আমাকে অস্বস্তির মধ্যে রেখেছে। সল্ট লেক সিটি থেকে আসা লোকটা সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারলে ভাল হত। যদি জানতে পারতাম ট্রাইপড-টা কোথায় আছে তাহলে ভাল ঘুম হত রাতে।'

'ট্রাইপড? কিসের ট্রাইপড? ম্যাকফারলনের কাছে কোন ট্রাইপড আছে বলে তো শুনিনি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বন্ধ করল এঞ্জিন। 'ম্যাকফারলনের কাছে নয়, হুবার্টের কাছে। ওটা যদি অন্য কোন লোক পেয়ে যায়, মহা সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে।'

'কি বলছ! তোমার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!'

'আমাদের ট্রাইপড, বুঝতে পারছ না? রাশিয়ানদের, মস্কোর। এখানে যদি সেটা দেখা যায়, কি তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে কল্পনা করতে পারো?'

'তুমি বোধহয় রুশ ক্যামেরার কথা বলছ, তাই না? দুঃখিত, রবিন, ক্যামেরা সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না আমি।'

অবাক হয়ে চোখ পিটপিট করল রানা।

লিলি জানে না।

তারমানে ওর কথা কিছুই বুঝতে পারেনি লিলি। সেজন্যে অস্বস্তি বোধ করছে মেয়েটা। জানার অবশ্য কথাও নয়। হুবার্টের কাছে যে মডেলটা আছে সেটা অনেক দিন আগের।

কোথায়?

আয়রন রিভার ছেড়ে যাবার আগেই ওটা তাদেরকে পেতে হবে, কাজেই ওটার কথা লিলিকে বলতে হবে রানার। আজ নয়, কাল। কাল ডিনারের পর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে ও।

ডালচিমস্কিও, ধারণা করা যায়, কাল ডিনারের পর আসবে এখানে।

ডিনারের পর যে-কোন সময়। দিনের বেলা আসবে না, তাতে চেহারা দেখাবার ঝুঁকি নিতে হবে। তাছাড়া, চিন্তা করলে সে বুঝবে যে মাঝরাত থেকে সকালের মধ্যে ড্যামটা উড়িয়ে দেয়া অনেক বেশি সহজ হবে হুবার্টের জন্যে। তবে, এ-কথা জোর করে বলা যায় না যে ইতিমধ্যে উপত্যকায় পৌঁছায়নি ডালচিমস্কি। হয়তো কাছেপিঠে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। টিম ম্যাকফারলন যে হোটেলে উঠেছে সেখানেই হয়তো উঠেছে সে।

কামরায় ঢুকে রানা বলল, 'আজ রাতে পালা করে জাগব আমরা। চার ঘণ্টা করে, ঠিক আছে?'

'জাগব?'

'রেড ড্রাগনের ওপর নজর রাখব। আর একটু পরই বন্ধ করে দেবে ওরা। আজ রাতে যদি আসে ডালচিমস্কি, বেশি রাতে আসবে। প্রথমে আমার পালা।'

আজ রাতে পরস্পরকে নিয়ে সুখী হওয়ার সময় বা উৎসাহ কোনটাই ওদের নেই। লিলি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে, সেটা চোখে দেখে উপভোগ করা থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করল রানা। ওর সমস্ত মনোযোগ রেড ড্রাগন আর হাইওয়ের ওপর। মনোযোগ এক আধবার ছুটল শুধু যখন ট্রাইপডের কথা মনে পড়ে গেল। রাত চারটের সময় লিলিকে জাগিয়ে দেয়ার সময়ও ওটার কথাই ভাবছিল ও।

তবে ওর স্বপ্নের মধ্যে ট্রাইপড থাকল না।

দুঃস্বপ্ন একটা দেখল বটে রানা, টেলিফোন কোম্পানীর একটা ট্রাককে নিয়ে। উপত্যকার দূর কিনারাকে সূর্যের প্রথম আলো তখন রাঙা করে তুলছে, লিলি দেখল বিছানার ওপর ছটফট করছে রবিন।

বেলা দশটা পর্যন্ত রবিনকে ঘুমাতে দিল লিলি। এতক্ষণ সেও একটানা হাইওয়ে আর রেড ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে থাকল, ভাবল সত্যিই কি আসবে ডালচিমস্কি? নাম সই করাটাকে সে কি অতটাই গুরুত্ব দিচ্ছে? ফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, বিরক্ত হয়ে সে যদি ভাবে, থাক, দরকার নেই, বরং অন্য যে-কোন একটা টেলি-বম ফাটানো যাক?

কিন্তু না, ফ্যানাটিকরা এভাবে চিন্তা করে না। ডালচিমস্কি মানসিকভাবে অসুস্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা মাত্র অক্ষর বাকি আছে, 'আই'। খাতায় এই একটাই আই আছে। সইটা পুরো করতে হলে হিউম্যান বোমা আলবার্ট হুবার্টকে কোড মেসেজটা তার দিতেই হবে।

কিন্তু ফ্যানাটিক হোক বা উন্মাদ, ধরে নিতে হবে তারও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। ফাঁদটা যদি টের পেয়ে যায় ডালচিমস্কি? তার মন যদি তাকে সতর্ক করে দেয়? সেক্ষেত্রে কোন মেরামত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে।

কোড মেসেজটা পেলে আলবার্ট হুবার্ট আর মানুষ থাকবে না। ড্যানবার ড্যাম উড়িয়ে দেবে সে। তা যদি দিতে পারে, কয়েক হাজার লোক ডুবে মারা যাবে।

তারাও।

Sumon - Email: amisumon@yahoo.com

বারো

পরদিন দুপুরেও যখন টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক এল না, বিকল্প উপায়গুলো নিয়ে আরেকবার চিন্তা ভাবনা করল রানা। খুবই সম্ভাবনা রয়েছে সূর্য ডোবার আগে কোন এক সময় হাইওয়ে ধরে পৌঁছে যাবে রিপেয়ার ক্রুরা, আর তখন হুবার্ট যাতে ফোন কলটা না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে রানাকে।

শহরে গিয়ে মেইন সুইচবোর্ড বিকল করতে পারে ও। নিজে না গিয়ে কাজটা লিলিকে দিয়েও করানো যায়, ছোট একটা বোমা ফিট করে দিয়ে আসবে সে।

হাইওয়ে ধরে খানিকটা এগিয়ে কোন কোপ বা পাথরের আড়ালে ওত পেতে থাকতে পারে রানা, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে ট্রাকের চাকা। চাকা ফেটে গেলে ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে ড্রাইভার, কিনারা থেকে খাদে খসে পড়বে ট্রাক। নিরীহ মানুষ মারা পড়বে।

এত কিছুর মধ্যে না গিয়ে আরও সহজ উপায় বেছে নিতে পারে রানা। হুবার্টকে খুন করা কোন সমস্যা নয়। ওর জায়গায় একজন সি.আই.এ. বা কে.জি.বি. এজেন্ট হলে এই সহজ সমাধানটাই হয়তো পছন্দ করত। আর কোন উপায় না দেখলে, শেষ পর্যন্ত হয়তো রানাকেও তাই করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে খুন না করে লোকটাকে আহত করার চেষ্টা করবে রানা।

তবে বড় কোন ঝুঁকি নেবে না ও। নেয়া উচিত হবে না। কয়েকশো কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন এটা। এটাই শেষ সুযোগ রানার, এখান থেকে পালাতে পারলে নির্ঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে ডালচিমস্কি।

কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করে বলল রানা, 'না, আমি করব না।'

'কি করবে না তুমি, রবিন?'

'তুমি করবে। যদি কাজ হয়, কেউ আহত হবে না।'

কাজ হলো, এবং কেউ আহত হলো না। গাড়ি চালিয়ে আয়রন রিভারে গেল লিলি, একটা ফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করল ফোন কোম্পানীর রিপেয়ার সার্ভিস অফিসে। ওদেরকে বলল, রেড ড্রাগনে ক্রু পাঠানোর দরকার নেই, ফোন লাইন আবার চালু হয়ে গেছে। ডিউটি অফিসার লিলিকে ধন্যবাদ জানাল, কথা দিল রিপেয়ার ট্রাককে রেডিওর মাধ্যমে এখুনি সে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছে। সার্ভিস ট্রাকটা ইতিমধ্যে রেড ড্রাগনের কাছাকাছি, এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে, এই সময় মেসেজটা পেল ড্রাইভার। রানার রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে আসতে আর বিশ সেকেন্ড বাকি ছিল, ট্রাক ঘুরিয়ে নিল সে। হান্টিং রাইফেলের কোপে চোখ রেখে ট্রাকটাকে ঘুরাতে দেখে পরম স্বস্তি বোধ করল রানা। দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

একটা ঝামেলা এড়ানো গেছে, কিন্তু আসল কাজ থেকে ছুটি নেই

রানার। রাস্তার প্রতিটি গাড়িকে খুঁটিয়ে দেখল ও। বিশেষ করে একটা জীপের অপেক্ষায় আছে ও। চালিয়ে আসছে যে লোকটা নিজেকে টিম ম্যাকফারলন বলে দাবি করছে। তিনটে পঞ্চাশ মিনিটে সত্যি একটা জীপকে আসতে দেখা গেল, ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে আসছে, আগাগোড়া একই গতিতে। ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটাকে ভাল করে দেখতে পেল না রানা, তবে বুঝতে পারল ডালচিমস্কি নয়। রেড ড্রাগনের সামনে জীপ থামল না, এমনকি গতি একটু কমল না পর্যন্ত।

তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না।

পরিস্থিতি বোঝার জন্যে এসে ট্রেনিং পাওয়া কোন এজেন্ট টার্গেটের প্রতি আগ্রহ দেখাবে না। টিম ম্যাকফারলন যদি এফ.বি.আই. বা কে.জি.বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট হয়, নিশ্চয়ই খুব ভাল ট্রেনিং পেয়েছে সে। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর, প্রফেশনালদের ধরন-ধারণ বা কৌশল কি রকম হয় জানা আছে। ডালচিমস্কির মত উন্মাদ অ্যামেচারদের নিয়েই বিপদ, ওরা কখন যে কি করে বসবে আগে থেকে বলা অসম্ভব। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে রানার, সঙ্গিনী বেদমানী না করলে প্রফেশনালদের সামলাতে পারবে ও।

আজ রাতেই অবশ্য সব জানা যাবে।

ডালচিমস্কি তো আসবেই, এবং টিম ম্যাকফারলনের সাথে অন্যান্যরাও সম্ভবত আসবে। ম্যাকফারলন যদি নাক গলায়, তাকেও ডালচিমস্কির ভাগ্য বরণ করতে হবে। দু'জনকে একই দাওয়াই দেবে রানা। এই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর মিশনের সমাপ্তি টানতে চায় ও। কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার প্রতি কোন দয়া নয়। আরেকটা সমস্যা হুবার্ট। তার ব্যাপারটা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। বেচারা একটা ভিকটিম, ঘটনাচক্রের অসহায় শিকার, তাকে বাঁচানোর জন্যে সাধ্যের অতীত চেষ্টা করবে রানা। তারপর লিলির কথা ভাবল ও। এত দেরি করছে কেন সে? কারও সাথে যোগাযোগ করছে নাকি? কাউকে ডাকছে?

লিলি ফিরে আসায় রানার চিন্তায় বাধা পড়ল। তাকে ট্রাক আর জীপের কথা শোনাল রানা, সময় মত টেলিফোন কোম্পানীকে খবর দেয়ায় প্রশংসা করল। রাতের প্ল্যান নিয়ে দু'বার আলোচনা করল ওরা, তারপর অস্ত্র আর অন্যান্য ইকুইপমেন্ট সতর্কতার সাথে আবার একবার পরীক্ষা করল রানা। সম্পূর্ণ তৈরি থাকতে চাইছে ও। সামান্য, ছোট্ট একটা ভুল করলেও প্রাণের বিনিময়ে তার খেসারত দিতে হতে পারে। আজ রাতে সফল হওয়ার ওপর নির্ভর করছে আরও অনেক মানুষের জীবন-মৃত্যু।

তৈরি হচ্ছে রানা, একটা চোখ রেড ড্রাগনের দিকে। চারটে পনেরো মিনিটে হুবার্টকে যেতে দেখল ও। লম্বুজ একটা মরিস চালাচ্ছে, নতুন না হলেও তাগড়া ঘোড়ার মত তেজী বলে মনে হলো। পাঁচটা দশ মিনিটে আবার ফিরে এল সে, গাড়ি থেকে নামল দু'হাত ভরা প্যাকেট আর ব্যাগ নিয়ে। কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল।

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

সাতটা চল্লিশ মিনিটে লিলিকে তার গাড়িতে করে শহরটা একবার চক্কর দিয়ে আসতে পাঠাল রানা। অন্য গাড়িটা নিয়ে রেস্তোরাঁয় চলে এল নিজে।

'আজ রাতে একা বুঝি?' কটাক্ষ হেনে জিজ্ঞেস করল লিল, টেবিলে হুইস্কির গ্লাস রাখল সে।

'একটু পর আসবে ও।'

চারদিকে চোখ বুলিয়ে তিন চারটে দম্পতি, এয়ারফোর্স অফিসারদের দুটো দল, আর তিনজন নিঃসঙ্গ পুরুষকে দেখল রানা। পাশের জানালা দিয়ে মাঝে মধ্যে বাইরে তাকাল ও। কিছু লোক বেরিয়ে গেল, নতুন কেউ কেউ ঢুকল। হঠাৎ করেই জীপটা দেখতে পেল রানা। একটা গাছের আড়ালে, গাঢ় ছায়ার মধ্যে রয়েছে বলে এতক্ষণ দেখতে পায়নি। সেই আগের জীপটাই। রেস্তোরাঁর চারদিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলাল রানা। এদের মধ্যে কেউ একজন টিম ম্যাকফারলন। কে হতে পারে?

টিম ম্যাকফারলন ওরফে রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ব্রাউন ড্রামণ্ড যাকে খুন করতে চায় তার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। একমনে মুরগীর রোস্ট চিবাচ্ছে সে, ভুলেও রানার দিকে তাকাচ্ছে না। চিত্তে কোন উদ্বেগ নেই তার, সে-ও আজ রাতের প্ল্যান ঠিক করে রেখেছে। রানাকে সে দশ মিনিট আগেই লক্ষ করেছে, কিন্তু কোন রকম অস্থিরতা বোধ করেনি। তার নার্ভ ইস্পাতের মত শক্ত, সেজন্যেই তো তিন তিনটে কমান্ডো গ্রুপ ব্যর্থ হবার পর মাসুদ রানাকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব এত থাকতে তাকেই দেয়া হয়েছে। আনন্দের সাথে ডিনার খাচ্ছে সে। জানে, তাকে চিনতে পারার কোন উপায় নেই মাসুদ রানার।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ফিরে এল লিলি। রানাকে হাসতে দেখে খুশি হলো সে। হাসিটুকুর মানে সব কিছু ঠিকঠাক মত ঘটছে।

রানার মুখোমুখি বসল লিলি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। আমাদের সাথে বসে আছে সে।'

ছোট্ট প্রশ্ন করল লিলি, 'কে?'

'জীপের ড্রাইভার। বাইরে দেখোনি ওটা?'

গ্লাসে চুমুক দিল রানা। সিগারেট ধরিয়ে বাতাসে রিঙ তৈরি করল, যেন মোটেও উত্তেজিত নয়।

'অনেক লোকই জীপ চালায়, ডার্লিং।'

হেসে উঠল রানা, লিলি যেন দারুণ একটা রসিকতা করেছে। খানিক পর বলল, 'এ সে-ই। আমি তার গন্ধ পাচ্ছি। তাকিয়ো না-দেখতেও পাচ্ছি।'

লিলি তাকাল না। এক মুহূর্ত পর জানালার কাচে তার প্রতিবিম্ব দেখল সে। 'কি করে জানছ এ সে-ই লোকটা?'

'বাড়াবাড়ি লক্ষ করো। এত মনোযোগ দিয়ে কেউ ডিনার খায়? না হয় খাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে ভুলেও একবার মুখ তুলে বা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে না? আগে কখনও দেখেছ কিনা বলো।'

মাথা নাড়ল লিলি।

'সম্ভবত তোমার দলের শিষ্য,' মেন্যু তুলে নিয়ে বলল রানা। 'মনে করে দেখো, কোথাও দেখোনি আগে?'

'দেখিনি।'

চোখের দিকে তাকিয়ে রানা ঠিক বুঝতে পারল না লিলি মিথ্যে কথা বলছে কিনা।

'আমরা এখন কি করব, ডার্লিং?'

'আমরা' বললেও, ডিনারের পর রানা যা করতে চায় তাতে লিলির কোন অবদান রাখার সুযোগ বোধহয় থাকবে না। 'রাজকীয় ডিনারের অর্ডার দেব,' বলল রানা। 'হাতে সময়ের কোন অভাব নেই আমাদের।'

খদ্দেররা আসা-যাওয়া করছে, অস্বাভাবিক কিছুই রানার চোখে পড়ল না। ওদের মেইন কোর্স শেষ হয়ে এসেছে, ইতিমধ্যে বাইরে আরও গাঢ় হয়েছে অন্ধকার। আবার চোখ তুলে তাকাল রানা, ক'মিনিট পরপরই একবার করে দেখছে—যেন ওয়েট্রেসকে খুঁজছে। লোকটা নেই।

'পালিয়েছে,' ফিসফিস করে বলল রানা।

'কোথায় যেতে পারে?'

'কিছু এসে যায় না। ফিরে আসবে।'

ঠিক দশটার পর বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রাতটা বেশ গরম। একটু টলমল করছে রানা, যারা ওকে হুইস্কি খেতে দেখেছে তারা কেউ অবাক হবে না।

'আজ কিন্তু তুমি গাড়ি চালাতে চেয়ো না, ডিয়ার,' বলল লিলি।

'ধ্যেৎ, আমার কি নেশা হয়েছে!'

'আমি কি তাই বললাম! তবে জানি, সব কিছু তুমি দুটো করে দেখছ—আমাকেও!' হাসি চাপার চেষ্টা করল লিলি।

'একটাই সামলাতে পারি না...'

মিনিট দুয়েক স্বামী-স্ত্রীসুলভ টক-ঝাল মেশানো ঝগড়া করার পর হার মেনে লিলির গাড়িতে উঠে বসল রানা। গাড়িটা ব্যাক করল, রেস্তোরাঁয় জানালার ধারে যারা বসে রয়েছে তাদের চোখের আড়ালে চলে এল। তারপর নাক ঘুরিয়ে ছোট্ট গাড়ি-পথ ধরে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। মোটেলের দিকে যাচ্ছে গাড়িটা।

পরবর্তী দেড় ঘণ্টা নতুন কোন লোক রেড ড্রাগনে ঢুকল না, এক এক করে সবাই বেরিয়ে এল। সবশেষে বেরুল তিনজনের একটা দল, মিসাইল ক্রু। প্রত্যেকেই ওরা প্রচুর হুইস্কি খেয়েছে, হাঁটতে গিয়ে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ল বারবার। তাদের মধ্যে একজন বারবার হাত নেড়ে বিদায় জানাল লিলকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল লিল। মাঝরাতের সামান্য একটু পর ওয়েট্রেস আর রেস্তোরাঁর অন্যান্য কর্মচারীরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। আরও কয়েক মিনিট পর অন্ধকার হয়ে গেল ডাইনিং রুম। দোতলার অ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলে উঠল।

রাস্তায় কোন যানবাহন নেই বললেই চলে। পরবর্তী একশো মিনিট

PROTECTED

~ Sumon ~ Email: aminsumon@yahoo.com Web: http://aminsumon.tk

মাঝে-মধ্যে দু'একটা গাড়ি হাইওয়ে ধরে ছুটে গেল, একটাও মোটেল বা রেড ড্রাগনের সামনে থামল না। গাড়িগুলোর স্পীড দেখেই বোঝা যায়, হয় কোন সতেজপ্রাণ যুবক চালাচ্ছে নয়তো ড্রাইভিং সীটে বসে আছে কোন মাতাল। একটা পঞ্চাশ মিনিটে এ-ধরনের আরও একটা গাড়ি গেল, তবে এটার স্পীড আগেরগুলোর চেয়ে অনেক কম। এটাও থামল না। তবে ক'মিনিট পর আবার ফিরে এল। রানা যেখানে নিজের গাড়িটা রেখেছে সেখান থেকে দশ গজ দূরে পার্ক করল ড্রাইভার।

ড্রাইভার একজন পুরুষ। তার পা দেখতে পেল রানা। ঘণ্টা কয়েক আগে লিলির গাড়ি থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছিল ও, গড়াতে গড়াতে নিজের গাড়ির তলায় ঢুকে শুয়ে আছে। হাতে পিস্তল নিয়ে মশা আর পিঁপড়ের কামড় খাচ্ছে সেই থেকে। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে কাপড়চোপড়।

এ লোক ডালচিমস্কি না হয়ে যায় না।

দরজায় ধাক্কা মারার আওয়াজ শুনল রানা। ভাল করে দেখতে পাবার আশায় এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল ও। ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা আছে লোকটা হবার্টের কোন বন্ধুও হতে পারে, কিংবা হয়তো কোন ক্ষুধার্ত খদ্দের, অথবা তৃষ্ণার্ত মাতাল, যার কোন সময়জ্ঞান নেই। কিন্তু দেখে মনে হলো লোকটা বেশ টান টান হয়েই দাঁড়িয়ে আছে, দরজায় ধাক্কা দেয়ার ভঙ্গির মধ্যেও কোন রকম অস্থিরতা প্রকাশ পেল না। মাতাল নয়, আত্মবিশ্বাসী একজন লোক।

দোতলার জানালা গলে চৌকো একটা আলো পড়ল নিচে। কারও ঘুম ভেঙে গেছে, সম্ভবত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে সে। আগের চেয়ে দ্রুত হলো রানার নিঃশ্বাস। পিস্তলের সেফটিক্যাচ রিলিজ করল ও। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে উন্মোচিত হবে সত্য। ক্লান্তিকর অ্যাসাইনমেন্টটা ব্যর্থ হতে যাচ্ছিল, এখন আবার আশার আলো জ্বলি জ্বলি করছে। ডালচিমস্কিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এক পয়সা দাম দেয় না রানা। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর যোগ্য সম্মান দিতে জানে ও, কিন্তু ডালচিমস্কি স্রেফ হৃদয়হীন, নীচ একটা পশু। তার জন্যে রানার মনে কোন দয়া নেই। এমনকি তাকে করুণাও করা চলে না।

পাঁচ গজ দূরে দরজা খোলার আওয়াজ হলো।

'রাত দুপুরে কিসের এত ঝামেলা, শুনি?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল হবার্ট। 'মাথায় বাজ পড়েছে, নাকি সাপের পেট থেকে বেরুলেন? রেস্তোরাঁ তো কয়েক ঘণ্টা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, মি. জ্যাক।'

'আমার নাম জ্যাক নয়,' নিচু গলায়, ফিসফিস করে বলল লোকটা। কথার সুরে বিদেশী টান।

'কাল দুপুরে আসুন, প্লীজ।'

'আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে।'

বুঝতে আর কিছু বাকি থাকল না রানার। গড়িয়ে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল ও। হাতের পিস্তল তুলে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল। 'ডালচিমস্কি!' গর্জে

উঠল ও।

লোকটা এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে ইতস্তত করল, তারপর ঘাড় ফেরাতে শুরু করে হাত বাড়াল পকেটের দিকে। তিনবার গুলি করল রানা, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে মৃদু খক খক কাশির আওয়াজ বেরিয়ে এল। দুটো বুলেট ডালচিমস্কির চওড়া বুকে লাগল। তৃতীয়টা কপালের নিচের দিকে, দুই চোখের মাঝখানটা ফুটো করল। তৃতীয় নয়নের মত লাগল ওটাকে রানার। ডালচিমস্কির সমস্ত উন্মাদনা আর উন্মত্ততা, নীচতা আর হিংস্রতা, বিকৃতি আর নিষ্ঠুরতা গলগল করে বেরিয়ে এল ওই ফুটো দিয়ে। দড়াম করে আছাড় খেলো সে। সাঁৎ করে সামনে বাড়ল রানা। খাতাটা পেতে হবে ওকে।

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, হবার্টের চোখ দেখে শিউরে উঠল। এক পলকে বুঝে নিল ও, কোড সঙ্কেতটা হবার্টকে শুনিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি।

'লেফটেন্যান্ট ইগর পদোভিচ,' দ্রুত বলল রানা, 'আমি মস্কো থেকে আসছি, কে.জি.বি-র একজন এজেন্ট। কর্নেল বিকারেন আর মেজর জেনারেল কামকোভস্কি পাঠিয়েছেন আমাকে। আপনার মিশন বাতিল করা হয়েছে।' মাটিতে পড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকাল ও। 'এই লোকটা সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রু ছিল। টেম্পি-সম বাতিল করা হয়েছে।'

খানিক আগে যে লোকটা আলবার্ট হবার্ট ছিল, চোখে রাজ্যের সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল সে রানার দিকে। কথাগুলো আবার বলল রানা, রুশ ভাষায়। ব্যাখ্যা করল, রেড আর্মির চীফ অভ স্টাফের নির্দেশে নিকোলাই ডালচিমস্কিকে ধ্বংস করতে এসেছে ও। নিকোলাই ডালচিমস্কি একজন বেঈমান, পলিটব্যুরোর সদস্য থেকে শুরু করে প্রিমিয়ার, জেনারেল সেক্রেটারি, সেনাবাহিনী প্রধান, সবাইকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিল সে।

'আই সী,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে ইংরেজিতে বলল হবার্ট।

'গুড। এবার আমি খাতাটা খুঁজব।'

লাশের কাপড়চোপড়ে হাত চাপড়ে সার্চ করল রানা। চ্যাপ্টা, শক্ত, আর চারকোনা কি যেন একটা রয়েছে জ্যাকেটের পকেটে। হাত গলিয়ে দিয়ে জিনিসটা বের করে আনল ও। বিজয়ীর হাসি ফুটল মুখে। হাসিটা মাঝপথে থেমে গেল, নিখুঁত একটা কারাতে চপ মেরে মাসুদ রানাকে অজ্ঞান করে ফেলল লেফটেন্যান্ট পদোভিচ। যে লোকটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চেয়েছিল তার লাশের ওপর পড়ল রানা। গাড়ির এঞ্জিন গর্জে উঠল, তখনও রানা পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পায়নি। তারপর যখন এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করছে, দেখল সবুজ মরিসটা হাইওয়েতে উঠে গেছে, ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে উত্তর দিকে।

ড্যামটা উত্তর দিকে, ট্রাইপড নিয়ে সেদিকেই যাচ্ছে হবার্ট। খাতাটা রানার কাছে, কিন্তু ট্রাইপডটা সময় থাকতে কেড়ে নিতে না পারলে দু'হাজার

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

লোকের সাথে লিলিকেও বাঁচানো যাবে না, নিজেও মারা পড়বে। হুবার্ট সাধারণ কোন এজেন্ট নয়, ডীপ-প্রোগ্রামড টেলি-বম এজেন্ট। সে এখন আর হুবার্ট নয়। নামটা 'ট্রাইপড'-এর মতই সেকেলে হয়ে গেছে। আজ আর রেড আর্মির কেউ মিনিয়েচার অ্যাটমিক উইপনকে ট্রাইপড বলে না। এই মডেলের আণবিক বোমা আর তৈরিই করা হয় না, কারণ আজকাল আরও অনেক উন্নত বোমা তৈরি হচ্ছে। তবু সেকেলে এই ট্রাইপডের রয়েছে পাঁচ হাজার টন হাই এক্সপ্লোসিভের সমান বিস্ফোরণক্ষমতা–ড্যানবার ড্যামটাকে গুঁড়িয়ে পাউডার করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা। ভয় পেয়ে গেছে ও। হুবার্টকে যেভাবে হোক থামাতে হবে। গাড়িতে বসে যখন স্টার্ট দিল রানা, হাইওয়ের শেষ মাথাতেও সবুজ মরিসটা নেই।

তেরো

কোথায় যাচ্ছে জানা আছে রানার। রেড ড্রাগন থেকে ড্যামের দিকে অনেকগুলো রাস্তা চলে গেছে, দু'দিন আগে সবগুলো পরীক্ষা করেছে ও, বেছে বের করেছে সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা। অন্তর্ঘাতকও সম্ভবত এই রাস্তাটাই ব্যবহার করবে, কারণ সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে টার্গেট ধ্বংস করার তাগিদ থাকবে তার ভেতর। গ্যাস পেডালে আরও জোরে পা চেপে ধরে রানা ভাবল, প্রশ্ন হচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে। কি করবে লিলি?

'জুলিয়েট টু রোমিও। জুলিয়েট টু রোমিও,' পাশের সীটে রাখা ওয়াকি-টকি থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল।

সেটটা এক হাতে নিয়ে 'সেন্ড' সুইচটা অন করল রানা। 'গো অ্যাহেড। গো অ্যাহেড, জুলিয়েট।'

'দশ সেকেন্ড আগে এদিক দিয়ে ছুটে গেল তার গাড়ি। উত্তর দিকে যাচ্ছে। উত্তর দিকে!'

লিলির ধারণা গাড়িটা ভালটিমঙ্কি চালাচ্ছে, ভাবল রানা। তা ভাবুক, ক্ষতি নেই। ক্ষতি হয়ে যাবে এখন যদি ওর নির্দেশ অমান্য করতে শুরু করে লিলি। যদি বেঈমানী করে বসে।

'প্রসিডিং নর্থ। প্রসিডিং নর্থ। ফলো মি ইমিডিয়েটলি।'

মোটেল, আর মোটেলের সামনে দাঁড়ানো লিলির গাড়িটাকে একটু পরেই পেরিয়ে এল রানা। গাড়িতেই রয়েছে লিলি, ব্যাক আপ টীম হিসেবে। রানা ব্যর্থ হলে ম্যানিয়াকটাকে লিলির খুন করার কথা ছিল। প্ল্যানটা সেভাবেই করা হয়। সমস্যা এখনও তাই আছে, শুধু ম্যানিয়াক বদল হয়েছে। হুবার্টকে এখন উন্মাদ বলে ধরে না নিয়ে উপায় নেই ওদের।

সমস্যা হবে সময় নিয়ে। চারটে সুইচ বন্ধ করতে হবে–সিকোয়েন্স যথাযথ হওয়া চাই–তবেই ট্রাইপডের টাইম মেকানিজম চালু হবে। মেয়াদী

ডিটোনেটরের সাহায্যে ওঅরহেডটাকে তিন, সাত, বা এগারো মিনিট পর বিস্ফোরিত করা যেতে পারে, নির্ভর করছে এই বিশেষ ট্রাইপডটাকে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তার ওপর।

তবে তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। রানার যতদূর জানা আছে, এই মডেলের ট্রাইপডগুলোর কোন কোনটায় পাঁচটা করে সুইচ থাকে–পঞ্চম সুইচটা সুইসাইড মিশনের জন্যে। তা যদি হয়, শেষ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেক আগে রওনা হয়ে গেছে হুবার্ট, মরিসের স্পীডও খুব বেশি।

জীপ আরোহী টিম ম্যাক্সফারলন আরেকটা হুমকি। এখনও তাকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সময় মত ঠিকই উদয় হবে সে, জানে রানা। তবে জীপ চালিয়ে আসবে বলে মনে হয় না। তার জায়গায় রানা হলে আরও বেশি গতি পাবার জন্যে এবং পরিচয় গোপন করার জন্যে জীপের বদলে অন্য গাড়ি ব্যবহার করত। যে-কোন প্রফেশনালই তাই করবে।

ঘণ্টায় ষাট, পঁয়ষট্টি, সত্তর মাইল বেগে উত্তর দিকে ছুটছে রানা। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়, সামনে অনেক দূর পর্যন্ত উপত্যকা বরাবর রাস্তাটা তীর চিহ্নের মত সরল কংক্রিট। চোখ কুঁচকে সামনের দিকে ঝুঁকে অন্ধকারে মরিসের টেইল লাইট দেখতে চেষ্টা করল রানা। মনে হলো অনেক দূরে লাল একটা বিন্দু-যেন দেখতে পেল একবার। এই ছিল, এই নেই। হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এল গাড়ি, এদিকে উপত্যকার মেঝে উঁচু-নিচু, সারি সারি পাহাড়গুলোকে এড়িয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে রাস্তাটা। রানা আন্দাজ করল, গাড়ির আলো নিভিয়ে রেখেছে হুবার্ট। নিজেও জানেনি কেন, সে হয়তো গত এক যুগ কম করেও পাঁচ-সাতশো বার এই রাস্তা দিয়ে ড্যাম পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছে। গোটা এলাকা তার নখদর্পণে, রানা বা ম্যাক্সফারলনের চেয়ে অনেক ভাল করে চেনে।

কাছেপিঠেই কোথাও আছে ম্যাক।

কোথায়?

'জুলিয়েট টু রোমিও। জুলিয়েট টু রোমিও। আমরা একা নই। রিপিট, আমরা একা নই।'

রিয়ার-ভিউ মিররে তাকাল রানা। হেডলাইট দেখতে পেল পিছনে। ওয়াকি-টকি তুলে নিল ও। 'রোমিও টু জুলিয়েট। আমার পিছনে তুমি? নাকি আগন্তুক?'

'আগন্তুক। গাড়িটায় একজনই লোক। তার পিছনে রয়েছি আমি, চার কি পাঁচশো গজ পিছনে।'

'তাই থাকো। প্ল্যান মত চলবে সব। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'ঠিক আছে, রোমিও। ঠিক আছে। সাবধানে থেকো।'

উত্তর দেয়ার সুযোগ পেল না রানা। একেবারে সামনে হঠাৎ একটা বাঁক দেখতে পেয়েছে, ওয়াকি-টকি হাত থেকে ফেলে দিয়ে দু'হাতে হুইল ধরতে হলো। চট্ করে একবার ড্যাশবোর্ডে চোখ বুলিয়ে নিল ও। আট মাইলের

~ Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

চেয়ে একটু বেশি পেরিয়ে এসেছে ওরা। তিন বা সাড়ে তিন মাইল বাকি আর। অথচ হুবার্ট এখনও অনেক দূর এগিয়ে আছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ট্রাইপডটা কি জায়গা মত ফিট করা আছে, নাকি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে অন্তর্ঘাতক?

গাড়িতেই থাকার কথা।

ড্যামে ফিট করে রাখাটা বোকামি, হুবার্টও তা বুঝবে। যখন তখন যে-কেউ দেখে ফেলতে পারে। তাছাড়া, বছরের পর বছর ধরে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে জিনিসটা ফেলে রাখা চলে না। না, গাড়িতেই আছে ওটা।

ফিট করবে কোথায়?

গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখার জন্যে এদিক ওদিক বনবন করে হুইল ঘোরাল রানা, দাঁতে দাঁত চাপল। এত ঘন ঘন বাঁক পড়ছে, গাড়িটাকে রাস্তার ওপর রাখা দায় হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলে নামিয়ে আনতে হলো গতি। রাস্তার ধারে এদিকে এখন খাদ নেই, তবে বড় বড় বোল্ডার রয়েছে। বাঁক নেয়ার সময় হিসেবে একচুল ভুল হলে বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে গাড়ি, লাশ সনাক্ত করারও কোন উপায় থাকবে না।

ফিট করবে কোথায়?

ড্যামের ভিতটা বিশাল, এত বিশাল যে হয়তো বা পাঁচ হাজার টন শক্তি সম্পন্ন বিস্ফোরণের ধাক্কাও সামলে নিতে পারবে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে একেবারে ওপরে উঠে যাওয়া, ওখানে ডিটোনেটর সেট করে মারণাস্ত্রটা পানিতে ফেলে দেয়া। শক-ওয়েভের মাত্রা কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে তুলবে পানি, প্রচণ্ড তোড়ের ধাক্কায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে ড্যাম। মনটা বলছে ঠিক তাই করবে হুবার্ট, কাজেই কিভাবে তাকে বাধা দেবে সে সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলল রানা।

কাজটা হবে ঝুঁকিবহুল, কিন্তু রানার সামনে আর কোন বিকল্প নেই। অন্তর্ঘাতকের খোঁজে অন্ধকার হাতড়ে বেড়ানোর সময় নেই এখন। আগেই আন্দাজ করে নিতে হবে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, সরাসরি সেখানে পৌঁছুতে হবে ওকে। হিসেবে যদি ভুল হয়ে থাকে, কপালের দোষ।

খানা-খন্দে ভরা রাস্তা ধরে বাঁকেট বলের মত ড্রপ খেতে খেতে ছুটছে গাড়ি। তারপর সামনে শুধু নুড়ি পাথর দেখা গেল, রাস্তা বলা চলে না। বার কয়েক পাথরে আটকে গেল চাকা, পিছু হটে তারপর সামনে বাড়ার পথ করে নিতে হলো। মিনিট খানেক পর ফাঁকা একটা বিস্তৃতি দেখে বাঁক নিতে গিয়ে অকস্মাৎ ব্রেক করল রানা। আরেকটুর জন্যে মরিসটার সাথে ধাক্কা খেত। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে মরিস, কেউ নেই ভেতরে। ইতস্তত না করে এঞ্জিন বন্ধ করেই দরজা খুলে লাফ দিল রানা। গাড়ির মেঝে থেকে রাইফেলটা হাতে তুলল, কেস থেকে বের করে হুডের ওপর লম্বা করে রাখল। এরপর ফ্লেয়ার গানটা বের করল ও, লোড করল দ্রুত হাতে। স্পেয়ার রকেটটা গুঁজে রাখল বেল্টে।

মুখ তুলে ড্যানবার ড্যামের দিকে তাকাল রানা। টাওয়ারের মত উঁচু

হয়ে আছে দুশো গজ দূরে।

কোথায় সে? কোথায় হুবার্ট?

ওই যে!

আর কে হতে পারে, নিশ্চয়ই হুবার্ট! ছোটখাট একজন মানুষ, ড্যামের কিনারা ধরে ছুটছে, কি যেন ধরে আছে দু'হাতে।

ট্রাইপড!

পিছনে গাড়ির আওয়াজ পেল রানা। ঘাড় না ফিরিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, লিলির ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সে যদি বেঈমানী করে, এখনই সময়। মুখ তুলে তাকাল রানা, হুবার্টের জন্যে দুঃখ বোধ করল, তারপর একটা ফ্লেয়ার ফায়ার করল ও। মোটাসোটা পিস্তল থেকে ফ্লেয়ারটা বেরিয়ে যেতেই আবার সেটা দ্রুত হাতে রিলোড করল রানা।

তারপর রাইফেল তুলল।

ফসফরাস জ্বলে উঠল, নিমেষে দূর হয়ে গেল অন্ধকার। উজ্জ্বল আলোটা চোখে সয়ে আসতে এক সেকেন্ড সময় লাগল। রঙিন ফ্লেয়ার শূন্যে ভাসছে, ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচের দিকে। রানা দেখল, আণবিক বোমাটা নামিয়ে রাখল হুবার্ট, নিচের দিকে ঝুঁকে কি যেন করছে সে।

দু'বার গুলি করল রানা। প্রথম গুলিটা ডীপ-কাভার এজেন্টকে বোমার কাছ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা লম্বায় ছোট হতে বাধ্য করল তাকে—হাঁটুর ওপর দাঁড়াল সে।

ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকল হুবার্ট। হাত দুটো মাটিতে ঠেকল, হামাগুড়ি দিয়ে ওয়রহেডের দিকে ফিরে আসছে সে। প্রচণ্ড রাগের সাথে রানা ভাবল, যে-কোন এসপিওনাজ এজেন্সির গর্ব হতে পারত লোকটা। দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ একজন নিরীহ এজেন্টকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে হচ্ছে ওকে। এই পেশার এই রেওয়াজ, কর্তব্যের মুখ চেয়ে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। বৃহত্তর স্বার্থে অমানবিক কাজও তোমাকে করতে হবে।

এরপরই রানা সরাসরি হুবার্টের মাথায় গুলি করল। ড্যানবার ড্যাম থেকে পড়ে গেল লেফটেন্যান্ট দাভিচ, স্বদেশের জন্যে নিতান্তই তাৎপর্যহীন মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দুনিয়ার বুক থেকে।

'অভাগা!' খেদ প্রকাশ করল রানা।

আর ঠিক তখন চল্লিশ গজ দূরে গাড়ি থামাল টিম ম্যাকফারলন ওরফে রাউল ক্লারমন্ট, জানালা দিয়ে L34A1 বের করে এক সেকেন্ড দেরি করল, তারপর ফায়ার করল রানাকে লক্ষ্য করে। টলে উঠল রানা, নুড়ি পাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল শরীরটা। দেহটার দিকে তাকাল ক্লারমন্ট, মনে পড়ল খাতাটা খুঁজতে হবে তাকে। গাড়ি থেকে নেমে নিহত লোকটার দিকে হেঁটে এল। গাড়ির আওয়াজটা কাছে চলে এসেছে, হঠাৎ করে শুনতে পেল সে। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রফেশনালদের অভ্যস্ত গুলি করার ভঙ্গিতে হাঁটুর ওপর দাঁড়াল। লিলির গাড়ির হেডলাইট এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে অন্ধ করে রাখল তাকে। সরাসরি তার দিকেই গাড়ি ছুটিয়ে আসছে

Sumon ~ Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

লিলি। হেডলাইটের দিকে সাবমেশিন গান তাক করল ক্ল্যারমন্ট।

মাত্র একটা গড়ান দিল রানা। রাইফেলটা হাতেই ছিল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথমবার লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে ক্ল্যারমন্ট, কিন্তু রানা ব্যর্থ হলো না। ক্ল্যারমন্টের মাথার পিছন দিকের খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেট। একটাই ভুল করেছিল ক্ল্যারমন্ট, রানা কোন ভুল করেনি।

ছুটে এল মেয়েটা। 'রবিন, রবিন তুমি...?'

'অক্ষত নই, তবে বেঁচে আছি,' জোর করে হেসে উঠে বলল রানা। বাঁ দিকের পাঁজর ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, তবে ভাগ্য ভাল ভেতরে ঢোকেনি। তারচেয়েও বড় স্বস্তি, বেঈমানী করেনি লিলি। সব প্ল্যান মতই ঘটেছে। ধীরেসুস্থে ড্যামের ওপর উঠে এল ওরা। ট্রাইপডটা উদ্ধার করল। নেড়েচেড়ে জিনিসটা কিছুক্ষণ দেখল ওরা। তারপর ড্যামের কিনারা থেকে ফেলে দিল নিচের গভীর পানিতে। কেউ আর কোন দিন খুঁজে পাবে না ওটা।

চোদ্দ

সকালের মধ্যে–লাশগুলো কেউ দেখতে পাবার অনেক আগেই–দুশো পনেরো মাইল দূরে চলে এল ওরা। পথে গাড়ি বদল করল কয়েকবার, তারপর প্লেনে করে সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছুল বেলা তিনটেয়। পাঁচটার খানিক পর দেখা গেল এয়ারপোর্টের ষোলো নম্বর গেটের সামনে রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলি। আবার প্লেনে চড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, লিলি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওকে বিদায় দেবে বলে। বিজয়ী হয়ে ফিরে যাচ্ছে মাসুদ রানা।

খাতা সহ।

কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারে ওরা সবাই সন্তুষ্ট হবে। সোভিয়েত নাগরিক নয়, তাই হয়তো কোন পদক বা রাষ্ট্রীয় সম্মান রানার কপালে জুটবে না, কিন্তু মৌখিক প্রশংসার কোন অভাব হবে না। শুধু নিকোলাই ভালটিমস্কিকে থামাতে পারাটাই যথেষ্ট কৃতিত্বের ব্যাপার, প্রায় অসাধ্যসাধন করেছে রানা। কিন্তু খাতা উদ্ধারের ব্যাপারটা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। মনে মনে ভাবল রানা, রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সও নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। খাতা নিয়ে মস্কোয় ওকে পৌঁছুতে দেখলে অপরাধ বোধে ভুগবে তারা। রানা অবশ্য ওদের কারও সাথে কথা বলবে না। ওকে খুন করার জন্যে যারা চার চারটে কমান্ডো টীম পাঠায় তাদের সাথে আবার কথা কি! কথা বলতে হলে ওর কাছে আগে মাফ চাইতে হবে ওদের।

কিন্তু কয়েকটা বিষয় এখনও রানার কাছে পরিষ্কার নয়। খুব ভাল করেই জানে ও, মঞ্চে এখনও যবনিকাপাত হয়নি। নাটকের শেষ দৃশ্য বাকি রয়েছে।

তবে মেয়েটা সত্যি ভাল। একটু হয়তো কাঁচা, তবে বয়সও তো বেশি

নয়। ওর কাজ ও ঠিকমতই করে গেছে–সাধ্যমত চেষ্টা করেছে রানা যাতে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় না ভোগে। অনুমতি না নিয়ে বেয়াড়া কোন প্রশ্ন করেনি। ওর কাছ থেকে পাওয়া আদরটুকু কোনদিন ভুলবে না রানা–সেটা অভিনয় ছিল না, অন্তর থেকে উৎসারিত ভালবাসার ফসল।

কিন্তু এখন ঘরে ফেরার পালা। বিদায়ের বিষণ্ণ মুহূর্ত। আর কয়েক মিনিট পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যোগাযোগ। হয়তো চিরকালের জন্যে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। পেশাগত বিড়ম্বনা থেকে নিস্তার নেই কারও। এর আগেও এ-ধরনের ঘটনা রানার জীবনে ঘটেছে–অভিনয় করতে করতে সত্যি সত্যি ভাল লেগে গেছে কোন মেয়েকে, কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে আবার ছিটকে পড়েছে দূরে। পরে আর কেউ কারও খবর নেয়ার সুযোগ পায়নি। এক মুহূর্তে অনেকগুলো মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। সবগুলো চেহারাই কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এক সময় তারা ওর খুব কাছাকাছি ছিল, আজ কে কোথায় জানা নেই। না পাওয়ার একটা গভীর ক্ষত হঠাৎ যেন ব্যথা করতে শুরু করল।

অভিশপ্ত জীবন। অভিশপ্ত পেশা।

'কেমন অভ্যর্থনা দেয় তোমাকে ওরা দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে,' বলল লিলি। 'হিরো হয়ে ফিরে যাচ্ছ দেশে। কত প্রশংসা হবে তোমার। কত ভক্ত জুটবে। পদক পাবে। প্রমোশন হবে। আচ্ছা, রবিন, তখন আমার কথা মনে পড়বে তোমার? সত্যি করে বলো তো, পড়বে মনে?'

'সত্যি কথা অপ্রিয় হয়, জানো না?' হাসতে চেষ্টা করল রানা। 'আমার মনে যদি থাকতেই চাও, চলো না একসাথে দেশে ফিরি?'

'তা কি করে হয়, রবিন!' লিলিও জোর করে হাসল। 'এখানে যে আরও কাজ আছে আমার। কি একটা চাকরি, কবে ছুটি পাব তাও আগাম জানার উপায় নেই। তাছাড়া, ছুটি পেলেই বা কি–মস্কোয় যাবার অনুমতি যদি না পাই?'

এমনভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা যেন সবই বুঝতে পারছে ও।

জাপান এয়ারলাইন্সের এগারো নম্বর ফ্লাইট ছেড়ে যাবে এবার, শেষ ঘোষণাটা প্রচার করা হচ্ছে স্পীকারে। লিলির দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করল রানা। গুডবাই বলতে এত ইতস্তত করেনি কখনও। 'তোমার অভাব সহজে মিটবে না,' সত্যি কথাটাই বলল ও।

'আর আমার যে কী কষ্ট হবে, সে তুমি কোনদিনও বুঝবে না। তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি, রবিন। এমন একটা মেয়েকে রেখে যাচ্ছ যে আগের চেয়ে অনেক ভাল জানে সত্যিকার পুরুষ কাকে বলে।'

অন্যান্য আরোহীরা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি অনেক মানুষ চলে আসায় ওদের একান্ত পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেল।

'তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস চাইতে বাকি আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল লিলি, গলায় যেন জোর পাচ্ছে না। 'ধরো, তোমাকে একটা চিহ্ন, একটা উপহার রেখে যেতে বলছি।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'কি, লিলি? তোমাকে দেয়ার মত কি আছে আমার কাছে?' আগ্রহের সাথে লিলির দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'আমার সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই সেটা তোমাকে আমি...'

'খাতাটা, রবিন। খাতাটা দেব আমি।'

লিলি কথা বলছে, পাঁজরে পয়েন্ট থ্রী-এইট পিস্তলের খোঁচা অনুভব করল রানা।

'প্লীজ, রবিন, প্লীজ! কোন রকম বোকামি করতে যেয়ো না। এক ইঞ্চি নড়লে তোমাকে গুলা মেরে ফেলবে।' দ্রুত, চাপা স্বরে কথা বলল লিলি। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, তার চেহারাও এখন আর কোমল নয়।

'কি যা তা বকছ! ওটা আমি মক্কোয় নিয়ে যাচ্ছি!'

'না, রবিন। ওটা ওয়াশিংটনে যাবে।'

'কে,জি.বি. রেসিডেন্টের কাছে?'

মাথা নাড়ল লিলি, আর সেই সাথে ঘাড়ের পিছনে আরেকটা মাজলের চাপ অনুভব করল রানা। কে পিস্তলটা ধরে আছে জানে না রানা, দেখলেও চেহারাটা চিনতে পারত না। এই লোককে আগে কখনও দেখেনি ও, জানে না নিভেনওয়ার্থ আমি হসপিটালে টেলিফোন কোম্পানীর সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে ছিল লোকটা, মিথ্যে পরিচয়ে।

'রবিন ডিয়ার, ছোট্ট একটা স্বীকারোক্তি করছি আমি। সৈকতে যে মেয়েটার সাথে তোমার দেখা হওয়ার কথা ছিল, বেচারা ছোট একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে আহত হয়। আদর-যত্নে রাখা হয়েছে তাকে, বিশ্রাম নিচ্ছে—ল্যাংলি, ভার্জিনিয়ায়।'

চমকে উঠল রানা। অন্তত দেখে তাই মনে হলো।

'কিছু করতে চেয়ো না,' দ্রুত সাবধান করে দিল লিলি। 'নয়টা পিস্তল তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। কিছু করার আগে ওরা তোমাকে ঝাঁঝরা করে ফেলবে। প্লীজ, রবিন। বাস্তবতাকে মেনে নাও। বি প্র্যাকটিক্যাল।'

চারদিকে তাকাল রানা। কঠোর চেহারার 'আরোহীরা' ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

'ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া? তারমানে তুমি ওদের দলে?'

'রবিন, ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো। আমরাও একই জিনিসের পিছনে লেগে ছিলাম। আমরাও মানুষের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় ছিলাম, চাইছিলাম যুদ্ধ যেন না বাধে। ম্যানিয়াকটাকে আমরাও খুঁজছিলাম। খুঁজছিলাম খাতাটা। এ-ধরনের একটা খাতার অস্তিত্ব যে আছে গত সাতবছর ধরে জানি আমরা। কিন্তু অনেক খুঁজেও পাচ্ছিলাম না। কারণ তোমার মত প্রতিভাবান এজেন্ট নেই আমাদের...।'

তিক্ত, কাঁপাল কণ্ঠে রানা বলল, 'ধন্যবাদ!'

'তবে আমাদের রয়েছে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এক মহিলা কম্পিউটর অ্যানালিস্ট, নাম চ্যারিটি উডকক। তার কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই আমরা, সে-ই আবিষ্কার করে ভালচিমস্কি আমেরিকায় তার নাম সই

করছে।'

'সেজন্যেই বারবার তুমি আমাকে নতুন তালিকা তৈরি করার জন্যে চাপ দিচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ, রবিন, তাই। তবে তোমার মন খারাপ করার কোন কারণ নেই। চ্যারিটি উডকক বা আমার কোন সাহায্য ছাড়াই তালিকাটা তৈরি করেছিলে তুমি। তোমার এই কৃতিত্বে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না।'

আবার তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'ধন্যবাদ।'

'ভালচিমস্কির নামটা আমরা তোমার কাছ থেকে জানতে পারলেও টার্গেটের তালিকা আর এজেন্টদের তালিকা আমাদের কাছে ছিল না। সেটা ছিল তোমার মাথায়।'

'ওহ্, গড! কি খাঁকটাই না দিলে!'

'দুনিয়ায় কেউ নিখুঁত নয়, হানি। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত শান্ত হয়ে থাকো দেখি, খাতাটা আমি বের করে নিই।' জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে পকেট থেকে খাতাটা বের করে নিল লিলি। কয়েক সেকেন্ড উল্টেপাল্টে দেখল সেটা, তারপর খুলল। একটা পাতা বাদ দিয়ে খাতার দ্বিতীয় পাতা থেকে ডীপ-কাভার টেলি-বম এজেন্টদের নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। ধীরে ধীরে মধুর হাসি ফুটে উঠল লিলির মুখে।

সুবেশী এক নিগ্রো লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এল, হাতে একটা মেটাল অ্যাটাচি কেস। আরও চার জন লোক ঘিরে রাখল তাকে, প্রত্যেকের রাশভারী চেহারা, চোখে পাথুরে দৃষ্টি। অ্যাটাচি কেসে ভরা হলো খাতাটা, নিগ্রো লোকটাকে ঘেরাও করে নিয়ে সরে গেল চারজন—একটা ফোন বুদের দিকে।

'কোথায় যাচ্ছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'খাতাটা জেনুইন কিনা পরীক্ষা করে দেখবে,' মুচকি হেসে বলল লিলি। 'তুমি ওটা নিজের হাতে লিখে পকেটে রেখে দিয়েছিলে কিনা কিভাবে বুঝব? তালিকা দেখে টেলি-বম এজেন্টদের কয়েকজনকে ফোন করবে ওরা—ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, কোড সঙ্কেত উচ্চারণ করবে না।'

ম্লান চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। অলস দৃষ্টিতে দেখল ফোন বুদের ভেতর ঢুকে অ্যাটাচি কেস থেকে টেলি-বম বুকটা বের করছে নিগ্রো। একটু পর ডায়াল করতে শুরু করল সে।

অপরপ্রান্তে নিশ্চয়ই কেউ ফোন ধরল, মাত্র একটা কি দুটো কথা বলে যোগাযোগ কেটে দিল নিগ্রো লোকটা। তারপর আবার ডায়াল করল। এভাবে তিনবার।

একটু পর সন্তুষ্ট চেহারা নিয়ে বুদ থেকে বেরিয়ে এল নিগ্রো, হাত তুলে ইশারা করল লিলিকে। রানার দিকে ফিরল লিলি, 'অবিশ্বাস করার জন্যে দুঃখিত, রবিন,' বলল সে। 'কিন্তু বুঝতেই পারছ, নিশ্চিত হবার আর কোন উপায় ছিল না। তুমি কোন কারচুপি করোনি সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'গরু মেরে জুতোদান, আমাদের দেশের একটা প্রবাদ,' বিষণ্ন মুখে বলল

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রানা। 'এখন তাহলে কি হবে? ওয়াশিংটনের সেন্ট্রাল জেলে বিশ বছর পচব? নাকি একেবারে কাহেলা চুকিয়ে দেবে?'

'এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে? আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ, রানা। চমৎকার একটা কৃতিত্ব দেখিয়েছ তুমি—দু'দেশের জন্যেই। তবে একটা কথা ঠিক, আমেরিকায় আর কোন কে.জি.বি. এজেন্টকে দেখতে চাই না আমরা। তোমাকে আমরা এই প্লেনেই যেতে দিচ্ছি। তারপর একশো ছাব্বিশ না কত্ত যেন ডীপ-কাভার এজেন্টকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হবে...'

'পুওর বাস্টার্ডস!'

'ওদের আমরা খাতির-যত্নে রাখব, রবিন। এ তো পরিষ্কার, ওরা আমাদের সাংঘাতিক কাজে লাগবে। বন্দী বিনিময়ের সময়। আরেকটা ব্যাপার, রবিন, টাকাগুলো ফেরত দাও।'

'টাকা!'

'পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়েছিলাম তোমাকে,' বলল লিলি। 'খরচ যা হবার হয়েছে, বাকি টাকা ফেরত দাও। ওগুলো তো আর কে.জি.বি. প্রেসিডেন্টের টাকা ছিল না।'

'সর্বনাশ!' মুখ ভার করে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কিন্তু একেবারে খালি হাতে বাড়ি ফিরি কিভাবে! অন্তত ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে এক হাজার ডলার দাও আমাকে।' পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করল রানা।

ওয়ালেট থেকে সব টাকাই বের করে নিল লিলি, তা থেকে এক হাজার ডলার ফেরত দিল রানাকে। 'তোমার নার্ভ খুব শক্ত, রবিন। নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাও, এবং আর ফিরে এসো না। প্লীজ আর কখনও ফিরে এসো না।'

রানা উপলব্ধি করল, মেয়েটা ওকে পছন্দ করে। অদ্ভুত এক আনন্দে ছেয়ে গেল ওর মন। 'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন। লিভেনওয়ার্থ হাসপাতালে লোকটাকে কে, কারা খুন করেছিল? তোমরা, নাকি আমাদেরই লোক?'

'তোমাদের লোক, রবিন।'

'টিম ম্যাকফারলন? এফ.বি.আই. এজেন্ট ছিল?'

মাথা নাড়ল লিলি। 'সে-ও তোমাদের লোক। আমার ধারণা, গ্রু-র এজেন্ট। আমি বা আমাদের লোকেরা তোমাকে একবারও বিরক্ত করিনি। খাতাটা না পেয়ে তোমাকে আমরা বিরক্ত করতে চাইনি।'

'কিন্তু তোমার কাছে যে স্লিপার ছিল সেগুলো সিগন্যাল পাঠাচ্ছিল—নিশ্চয়ই ল্যাংলিতে, তাই না? তাহলে আমাদের খুন করার চেষ্টা করল কারা?'

'ভাবছিলাম কখন তুমি জিজ্ঞেস করবে,' বলল লিলি। 'ল্যাংলিতেই যাচ্ছিল সিগন্যাল। ওখানে তোমাদের, মানে গ্রু-র একজন চর ছিল—চ্যাপেল। একটু দেরিতে হলেও, ধরা পড়ে গেছে সে। গ্রু-র আততায়ীরা চ্যাপেলের কাছ থেকেই খবর পাচ্ছিল কোথায় আছি আমরা।'

আর কোন প্রশ্ন মনে পড়ল না, কেমন উদাস চোখে লিলির দিকে

তাকিয়ে থাকল রানা। মস্কোয় ওর জন্যে কি অপেক্ষা করছে ওর জানা নেই। অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি সফল হলেও গ্রু-র বিরুদ্ধে অনেকগুলো অ্যাকশন নিতে হয়েছে ওকে। রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে কে জানে।

'যাবার সময় হলো, রবিন। মনে কোন রাগ নেই তো?'

মাথা নাড়ল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে চওড়া দরজার দিকে তাকাল—দূরে, রানওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর প্লেন। ঠোঁটে দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠল, বলল, 'যার সাথেই তোমার বিয়ে হোক, জানিয়ে দিয়ো, তাকে আমি ঈর্ষা করি।'

'সাহস থাকে তো তোমার বউকেও জানিয়ে দিয়ো, লিলি নামের এক ডাইনী তোমাকে ভালবাসে। গুড বাই, রবিন।'

ঘুরে হাঁটা ধরল রানা, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে পৌঁছে গেল প্লেনের কাছে। সি.আই.এ. এজেন্টরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল প্লেন। বিকেলের আকাশে একটু পরই অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

ভিড় ঠেলে লিলির দিকে এগিয়ে এল দু'জন মানুষ—কর্নেল জন ক্যাসেল আর চ্যারিটি উডস্টক। কাজিন লিলিকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু চ্যারিটি উডস্টকের উপস্থিতি বাদ সাধল ইচ্ছেটায়, কর্নেল বলল, 'এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অত্যন্ত টাফ একটা কেস সলভ করেছি আমরা—লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছি, এবং ইতিহাসের সেরা একদল ডীপ-কাভার এজেন্টকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঐতিহাসিক কিছু একটা বলা দরকার...।' নিজের অজান্তে, বলতে গেলে ভুল করেই আড়চোখে চ্যারিটি উডস্টকের বুকের দিকে তাকাল সে। আজও মেয়েটা ব্রেসিয়ার পরেনি।

ইতস্তত না করে চ্যারিটি উডস্টক সাড়া দিল তার প্রস্তাবে। 'আমার ইচ্ছে, ঐতিহাসিক কিছু বলার সুযোগটা আমাকে দেয়া হোক।'

'আবেদন গ্রহণ করা হলো,' ভারী গলায় ঘোষণা করল কর্নেল।

'যারা সরাসরি মেয়েদের বুকের দিকে তাকায় তারা অভদ্র, আর যারা আড়চোখে তাকায় তারা ইতর, কিন্তু যারা বারণ করা সত্ত্বেও তাকায় তারা মানসিক প্রতিবন্ধী!'

মনে মনে নিজের গালে চড় মারল জন ক্যাসেল।

পনেরো

'প্রিমিয়ার কি বলেছেন শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি, আনাতোলি,' দু'দিন পর কর্নেল বিকারেনকে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'তাই, কমরেড জেনারেল?'

'জিজ্ঞেস করবে না কি বলেছেন?'

'আপনি আমাকে বলবেনই, তাই না, কমরেড জেনারেল?'

বাক্স থেকে হাভানা চুরুট বের করে আবার সেটা বাক্সে রেখে দিলেন জেনারেল কায়কোভস্কি, কি যেন তাঁর মনে পড়ে গেছে।

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল,' হাসি চেপে বললেন কর্নেল বিকারেন। 'আজ আপনি খুবই উৎফুল্ল বোধ করছেন।'

'করব না-ই বা কেন! সহকর্মীকে এ-ধরনের একটা সুখবর দেয়ার সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়, বলো?'

'সুখবর, কমরেড জেনারেল?'

'দারুণ সুখবর, আনাতোলি। প্রিমিয়ার টেলি-বম অ্যাসাইনমেন্টের পুরো রিপোর্টটা একবার নয়, দু'বার পড়েছেন। পড়ার পর প্রথমে তিনি মাসুদ রানাকে সাক্ষাৎ দান করেন। তারপর ডেকে পাঠান রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ মার্শাল ওনায়েভ আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল ইগর কুদরতকে। গুজব কি জানো? কুদরত নাকি লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।'

'দেখবেন, কমরেড জেনারেল, এরপরও তিনি কে.জি.বি-কে একহাত দেখাবার সুযোগ পেলে ছাড়বেন না!'

'সেক্ষেত্রে তোমার কাজ হবে প্রিমিয়ারকে ঘটনাটা জানানো, জোঁকের মুখে লবণ পড়বে।'

'আমি? আমি কেন জানাতে যাব, কমরেড জেনারেল? আমি কে?'

হাসতে লাগলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'সুখবরটা হলো, প্রিমিয়ার তোমাকে প্রমোশন দিয়েছেন। কাগজ-পত্র তৈরি হচ্ছে, একহপ্তার মধ্যে জেনারেল হয়ে যাচ্ছ তুমি। শুধু তাই নয়, কে.জি.বি. ডিরেক্টরের পদটাও অলঙ্কৃত করতে যাচ্ছ তুমি। আর দশদিন পর অবসর নিচ্ছি আমি। কংগ্রাচুলেশন্স, আনাতোলি।'

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল।'

'প্রিমিয়ার সবচেয়ে খুশি হয়েছেন খাতাটা ফিরে পেয়ে,' বললেন কায়কোভস্কি। 'তিনি নাকি কৌতুক করে মাসুদ রানাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি খাতাটা থেকে আরেকটা খাতা তৈরি করে রাশিয়ার বাইরে কোথাও রেখে আসেননি তো?'

'উত্তরে মাসুদ রানা কি বলেছে তাকে?'

'উত্তরটা পারফেক্ট দিয়েছে সে। বলেছে, অবশ্যই আরেকটা খাতা আছে। ওটা নাকি তার বীমা। তাকে রাশিয়া থেকে বেরুতে না দিলে খাতাটা নাকি আমেরিকানদের হাতে চলে যাবে।'

'যোগ্য একজন এজেন্ট, সন্দেহ নেই,' রায় দিলেন কর্নেল বিকারেন। 'নিজের নিরাপত্তার কথাটা সবচেয়ে আগে ভাবে।'

'এবার, আনাতোলি, কাজের কথা বলি। নতুন একটা মিশনের কথা

ভাবছি, বুঝলে। ঠিক মাসুদ রানার মত একজন এজেন্টকে দরকার।'

'নতুন মিশন?'

'সাংঘাতিক জটিল। টেলি-বমের চেয়েও রোমাঞ্চকর। শুধু বোধহয় মাসুদ রানার পক্ষেই...'

'কিন্তু সে তো টোকিয়োতে ফিরে গেছে, কমরেড জেনারেল!'

'জানি,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন কায়কোভস্কি। 'যদি ওর মত অন্তত একজন থাকত আমাদের!'

পরদিন বিকেল বেলা সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার লাউঞ্জিতে ছোটখাট একটা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হলো। ডিরেক্টর উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এফ.বি.আই. এবং বিভিন্ন পেন্টাগন ইন্টেলিজেন্স শাখাগুলোকে যা বলার বলে দিয়েছি আমি। টেলি-বম ব্যাপারটা কেন শুধু আমরা একা ডিল করতে চেয়েছি, ব্যাখ্যা করার পর ওরা কেউ আর কোন অভিযোগ তোলেনি। সবশেষে বলেছি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হোয়াইট হাউসের সমর্থন ছিল আমাদের প্রতি। ব্যস, একেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সবাই।'

বেন সুইটল্যান্ড বলল, 'দিস ওয়াজ ভারি চমৎকার একটা সাফল্য! ফার্স্ট ক্লাস!'

জন ক্যাসেলের ভয় হলো, বেনকে না চ্যারিটি চড় মেরে বসে। কারণ বেন তাদের কাজে শুধু বাধাই দিয়েছে, কোন রকম সহযোগিতা করেনি। দ্রুত একবার চ্যারিটির দিকে তাকাল সে, দৃষ্টি বেয়াদপি করে বসার আগেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

এরপর শুরু হলো লিলির প্রশংসা। তার অবর্তমানে।

চ্যারিটি উডস্টক লিলির অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করল, 'সবাই হয়তো ভাবছেন, রুশ এজেন্ট রবিন তাকে নকল টেলি-বম বুক দিয়ে গেছে, সেই দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে লিলি। ব্যাপারটা তা নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। লিলি দুঃখ পেয়েছে এ-কথা সত্যি, এক ধরনের রোগও তার মনে বাসা বেঁধেছে। রোগ না বলে দুর্বলতা বললে ভদ্রোচিত শোনাবে। আসল কথাটা বলেই ফেলি। লিলি আমাকে নিজে বলেছে। রুশ এজেন্ট রবিনকে সে ভুলতে পারছে না।'

'আমাদের উচিত ব্যাপারটাকে সহানুভূতির চোখে দেখা,' জন ক্যাসেল মন্তব্য করল। 'আমার মনে হয় লিলিকে লম্বা একটা ছুটি দিয়ে কোন সী-বীচে পাঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না।'

এরপর চ্যারিটি উডস্টকের প্রসঙ্গ তুললেন ডিরেক্টর। 'প্রায় সবটুকু কৃতিত্ব আসলে চ্যারিটির। আজ সকালে একটা কাগজে সই করেছি, তাতে বলা হয়েছে চলতি মাস থেকে তোমার বেতন দু'হাজার ডলার করে বাড়ল। এতে কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধে দেখা দেবে, কেননা, তোমার বস জন ক্যাসেলের বেতন আর তোমার বেতন প্রায় সমান সমান হয়ে গেল। এটা তেমন বড় কোন সমস্যা নয়, তোমাকে একটা আলাদা বিভাগের প্রধান করে দিলে সব

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

-ঝামেলা ঢুকে যাবে।'

ডিরেক্টরের তরফ থেকে একটা মেডেলও দেয়া হলো চ্যারিটি উডউইককে। সেটা তার ব্লাউজে পরিয়ে দিল জন ক্যাসেল। আশ্চর্য হয়ে চ্যারিটি লক্ষ করল, এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েও কর্নেল তার বুকের দিকে ভুলেও একবার তাকাল না। এই প্রথম লোকটার প্রতি কিছুটা দয়া এবং শ্রদ্ধা জাগল তার মনে।

'কংগ্রাচুলেশন্স, চ্যারিটি,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল কর্নেল ক্যাসেল। 'আমরা তোমাকে নিয়ে সত্যি গর্বিত!'

উৎসব শেষে নিজের অফিসে ফিরে এল কর্নেল। একটু পর নক হলো দরজায়।

'কাম ইন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল চ্যারিটি। দেখল, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে বস্।

'কিছু বলবে, চ্যারিটি?'

'মেডেলটা দেখাতে এলাম, কর্নেল,' বলল চ্যারিটি। 'আপনি নিজের হাতে লাগিয়েছেন বটে, কিন্তু লক্ষ করলাম, একবারও চোখ তুলে জিনিসটা ভাল করে দেখেননি।'

'দেখিনি, দেখতে চাইও না।'

'কিন্তু কেন?'

'নিজেই বুঝে দেখো,' বলল কর্নেল। 'এমন এক জায়গায় লটকে আছে, ওটার দিকে তাকালেই তুমি ভেবে বসবে আমি বোধহয়...'

'কিছুই ভাবব না, কিছুই মনে করব না,' মিটিমিটি হেসে বলল চ্যারিটি। 'আপনি তাকান, কর্নেল, প্লীজ।'

কর্নেল জন ক্যাসেল তাকাল।

টোকিওতে ফিরে এসে লং ডিসট্যান্স লাইনে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে কথা বলছে রানা।

'কিন্তু খাতাটা?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'ডালচিমকির খাতাটা মস্কোয় ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি, স্যার,' বলল রানা। 'লিলিকে নকল একটা খাতা দিয়েছি—গগলের কাছ থেকে আগেই ওটা যোগাড় করেছিলাম। গগলের খাতায় আমিই এজেন্টদের রুশ আর আমেরিকান নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, কোড সঙ্কেত ইত্যাদি লিখি। সব ভুয়া।'

'খাতাটা ওরা পরীক্ষা করেনি?'

'জানতাম করবে,' বলল রানা। 'তাই তালিকার প্রথম আর শেষ বিশটা ফোন নম্বরে গগলের লোক বসিয়ে রেখেছিলাম। টেলিফোন রিসিভ করেই কেটে পড়েছে ওরা। কারও টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না সি.আই.এ.। তালিকার আর সব নামও ভুয়া, ওই নামে ওই ঠিকানায় কেউ থাকে না।'

'খুব বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলে,' বললেন রাহাত খান। 'ওরা যদি তালিকার মাঝখানের কোন নাম চেক করত তাহলে তুমি ফেঁসে যেতে।' এক সেকেন্ড পর আবার বললেন তিনি, 'এছাড়া অবশ্য আর কিছু করারও ছিল না তোমার। যাক, ভালয় ভালয় উতরে গেছ সেটাই আসল কথা। খুশি হয়েছি আমি। এখন টেলি-বম এজেন্টদের নিয়ে কি করা হবে ভেবেছ কিছু?'

'খাতা একটা আমাদের হাতেও থেকে গেছে, স্যার,' বলল রানা। 'টেলি-বম ফাটিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে দুই সুপারপাওয়ারকেই নরম রাখতে পারি আমরা। কিন্তু সেটা ব্ল্যাকমেইলিঙের পর্যায়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আপনি, স্যার।'

'সিদ্ধান্ত একটাই হতে পারে,' বললেন রাহাত খান। 'একজন দু'জন করে আমেরিকা থেকে ওদেরকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো। তোমার এজেন্সিকে দিয়ে কাজটা করাতে পারলে ভাল হয়। তবে তোমার জড়িয়ে পড়া চলবে না। তোমাকে ওরা ডেকেছে।'

'আমাকে ডেকেছে? কারা ডেকেছে, স্যার?'

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি,' বললেন রাহাত খান। 'আগে এই ব্যাপারটা শেষ করে নিই। গগল যাদের আটক করে রেখেছে তাদের কথা ভেবেছ কিছু?'

'গ্রু-র লোকগুলোকে মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে—গগলকেই দিয়েছি কাজটা।'

'গুড। ভাল কথা, মেয়েটা যে কে.জি.বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট নয়, তুমি টের পেলে কখন?'

'একেবারে প্রথম দিকেই,' বলল রানা। 'কে.জি.বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট হলে তার জানার কথা আমি আপনার এজেন্ট, রুশ এজেন্ট নই। কিন্তু লিলি আমাকে দেখে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসে—আমি কি তাসখেন্দের লোক?'

'বুঝেছি। আচ্ছা, শোনো, তোমাকে কিন্তু ছুটি দেয়া যাচ্ছে না। অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ওরা নাকি একটা ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করেছে, তোমাকে দরকার।'

চুপ করে থাকল রানা।

'ঠিক আছে, লন্ডনে যাবার আগে টোকিওতে আরও নাহয় তিন-চারদিন থাকো,' ভারী গলায় বললেন রাহাত খান, কল্পনার চোখে রানা দেখল তাঁর কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'ভুলে গেলে চলবে কেন, ওদের সাথে আছ তুমি। ডাকলে তো যেতে হবেই।'

'জ্বী, স্যার। যাব।'

'এদিকে এক ঝামেলা হয়েছে, বুঝলে,' অনেকটা অপরাধ স্বীকারের সুরে শুরু করলেন রাহাত খান। 'বিশ্রাম-টিশ্রাম কিছু না, আমি আসলে গগলের প্রস্তাবে রাজি হই শিকারের লোভে। ভেবেছিলাম শিকারও পাব না, বেশিদিন থাকতেও হবে না। কিন্তু কি বিচ্ছিরি কাণ্ড হলো দেখি, দু'এক দিন পরপরই

একটা করে ভাল শিকার পেয়ে যাচ্ছি। এমন অবস্থা হয়েছে কেউ আমাকে তাড়িয়ে দিলেও এখান থেকে যেতে চাইব কিনা সন্দেহ…'

কে কথা বলছেন? রাহাত খান? নিজের কানকেই রানা বিশ্বাস করতে চাইল না। 'স্যার, আপনি…'

'আমি কি?'

'না, মানে বলছিলাম দেশে…?'

'তবে ফিরব, তাই তো? স্ট্রোকটায় যদি মারা যেতাম, তখন কি হত?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন বস্। 'সবারই বোঝা উচিত যে একজন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। অনেক তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছি, এবার একটু একটু করে দায়িত্ব নিতেও শেখো…।' লং ডিসট্যান্সে প্রচুর বিল উঠছে, সেদিকে কোন খেয়াল নেই বুড়োর, ভাবল রানা। ঝাড়া দুই মিনিট পর থামলেন তিনি। শেষ কথাগুলো ছিল, 'ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে সোজা দেশে ফিরবে তুমি। তোমার স্থিতি দরকার। সমস্ত ব্যাপারে আমাকে অনুকরণ করতে হবে না। তোমার বিয়ে করা দরকার। অবিবাহিত কাউকে দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেয়ার ইচ্ছে আমার নেই।'

বোবা হয়ে গেছে রানা।

'লাইনে আছ?'

'জ্বী, স্যার।'

'সাবধানে থাকবে, শরীরের দিকে লক্ষ রেখো,' বলে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

ভিজে চোখ নিয়ে ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা। কেন যেন বিষাদে ছেয়ে গেছে মন। বুড়ো মানুষটার অনেক কিছুই বদলায়নি, কিন্তু সব কিছুই আগের মত আছে তা বলা চলে না। কথায় কথায় আজকাল বিদায়ের প্রসঙ্গ তোলেন। কারণে অকারণে শিশুর মত রেগে যান; অভিমান করেন। তবে ওর প্রতি দরদ, স্নেহ, আর ভালবাসা আগের মতই আছে। অদ্ভুত এই মানুষটা একদিন সত্যি সত্যি থাকবেন না, কথাটা ভাবতেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে। ভাবতে গেলে গলার কাছে কি যেন একটা আটকে গিয়ে ভারি কষ্ট হয়। ভিজে আসে চোখ।

Yumon
A lonely man in the crowded planet